বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ১৬ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮৭ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

স্বাস্থ্য পরিষেবায় বড় পদক্ষেপ

দালালরাজ রুখতে কড়া মুখ্যমন্ত্রী

মানস দাস ● নয়া জামানা

রাজ্যের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে এবার সরাসরি মাঠে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি হাসপাতালগুলিতে দালালচক্র,বেড দুর্নীতি ও অকারণ রেফার-রোগ বন্ধ করতে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ দিলেন তিনি।স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বচ্ছতা ফেরাতে এবার নজরদারির দায়িত্বও নিজের হাতেই রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালে স্বাস্থ্যদপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক, কলকাতার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও চিকিৎসকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে হাসপাতালগুলির একাধিক অনিয়ম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,কোনওভাবেই হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম্য বরদাস্ত করা হবে না।রোগীদের অকারণে অন্যত্র রেফার করার প্রবণতার বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান নেয় রাজ্য সরকার।স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ করতে প্রতিটি হাসপাতালে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সেখানে কত বেড রয়েছে, কত রোগী ভর্তি আছেন এবং কত বেড খালি আছে সেই সমস্ত তথ্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ্যে দেখাতে হবে।পাশাপাশি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে সব কর্মীর জন্য আইডি কার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।কলেজ ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। চিকিৎসক ও পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও রাজ্যজুড়ে চালু হতে চলেছে অ্যাপ-নির্ভর আধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। প্রতিটি অ্যাম্বুল্যান্সে থাকবে জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, যাতে রোগী পরিবহণে স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং দ্রুত পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়।সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হিসেবে স্বাস্থ্যভবনে তৈরি হচ্ছে বিশেষ 'ওয়ার রুম'। সেই ওয়ার রুমের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের। অর্থাৎ হাসপাতালের পরিস্থিতির উপর এবার সরাসরি নজর রাখবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।অন্যদিকে,খুব শীঘ্রই বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গেও বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।সূত্রের খবর,রাজ্যের প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালের ১৫ শতাংশ বেড ব্যবহারের বিষয়টি কঠোরভাবে কার্যকর করতে চাইছে সরকার। কারণ সরকারি সুবিধা ও জমি পাওয়ার বিনিময়ে এই শর্ত মানার চুক্তি আগেই রয়েছে হাসপাতালগুলির সঙ্গে।স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল ফেরাতে সরকারের এই কড়া অবস্থান এখন রাজ্য রাজনীতিতেও বড় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

বিচারের আশায় তামান্নার মা

নয়া জামানা ঃ আর জি কর কাণ্ডের ফাইল ফের খুলতেই নতুন আশার আলো দেখছেন কালীগঞ্জের তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিন। ২০২৫ সালে তৃণমূলের বিজয় মিছিলে বোমাবাজির ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল ৯ বছরের তামান্না। সেই ঘটনায় প্রকৃত দোষীরা ধরা পড়েনি বলেই অভিযোগ ছিল পরিবারের। এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পুরনো মামলার তদন্ত ফের শুরু হওয়ায় সুবিচারের আশা করছেন সাবিনা। তাঁর কথায়, অভয়ার মতো আমার মেয়েও এবার বিচার পাক।

স্বপ্নার বাড়িতে আগুন

নয়া জামানা ঃ এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট তথা তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের রাজগঞ্জের পুরনো বাড়িতে শুক্রবার রাতে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল ও পুলিশ। বাড়িটিতে কেউ না থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। স্বপ্নার অভিযোগ, ভোটে হারার পর থেকেই তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়ে শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

আমেরিকাকে বিশ্বাস নেই

নয়া জামানা ঃ ব্রিকস বৈঠকে দিল্লি সফরে এসে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগাছি স্পষ্ট জানালেন, আমেরিকার ওপর ইরানের কোনও আস্থা নেই।

এসসি-এসটি জাল শংসাপত্র ! নথি যাচাইয়ের নির্দেশ নয়া সরকারের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের ২০১১ সাল থেকে ইস্যু হওয়া জাতিগত শংসাপত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ পুনরায় যাচাইয়ের নির্দেশ দিল অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও শংসাপত্র বেআইনিভাবে বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইস্যু হয়ে থাকলে, প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।২০১১ থেকে প্রায় ১ কোটি ৬৯ লক্ষ জাতিগত শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে তফসিলি জাতি হিসেবে প্রায় ১ কোটি। তফসিলি উপজাতি হিসেবে ২১ লক্ষ। এবং ওবিসি'দের ৪৮ লক্ষ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ১ কোটি ৬৯ লক্ষের মধ্যে ৪৭.৮০ লক্ষ শংসাপত্র (এসসি ৩২.১৫, এসটি ৬.৬৫ এবং ওবিসি ৮.৬৪ লক্ষ) শুধুমাত্র দুয়ারে সরকার শিবির থেকে আবেদনের ভিত্তিতে হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আগের শংসাপত্রের ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রজন্মের শংসাপত্রও।এই মোট শংসাপত্রের মধ্যে প্রায় ৪৭.৮০ লক্ষ শংসাপত্র 'দুয়ারে সরকার' শিবিরের মাধ্যমে আবেদন-ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় ইস্যু হয়েছে। এর মধ্যে এসসি শ্রেণিতে ৩২.১৫ লক্ষ, এসটি শ্রেণিতে ৬.৬৫ লক্ষ এবং ওবিসি শ্রেণিতে ৮.৬৪ লক্ষ শংসাপত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি আগের শংসাপত্রের ভিত্তিতে ইস্যু করা দ্বিতীয় প্রজন্মের শংসাপত্রও এই পরিসংখ্যানের মধ্যে রয়েছে।দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ২০১১ সাল থেকে ইস্যু হওয়া কিছু জাতিগত শংসাপত্রের সত্যতা ও বৈধতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের পরই সমস্ত শংসাপত্র পুনরায় যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ জেলাশাসকদের পাঠানো হয়েছে।এছাড়া জানানো হয়েছে, বিশেষ সমীক্ষা-এর সময় কোনও নাম বাদ পড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র বাতিলের বিষয়টিও পর্যালোচনার আওতায় আনা হতে পারে।উল্লেখ্য, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের পর মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে শংসাপত্র ইস্যু প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ব্যাপক যাচাই শুরু হবে এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে শংসাপত্র ইস্যু হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নারী সুরক্ষায় হেল্পলাইন চালু

নয়া জামানা ঃ নারী অধিকার ও নারী সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিজেপি সরকার। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইস্তাহারে মহিলাদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সরকার গঠনের পর ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।এই প্রেক্ষিতে মহিলাদের জন্য একটি ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন পরিষেবা চালুর ঘোষণা করলেন নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি জানান, মহিলাদের সুরক্ষা ও জরুরি সহায়তার জন্য একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালুর প্রক্রিয়া চলছে।

মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট হেল্পলাইন পরিষেবা চালুর দাবি জানানো হচ্ছিল। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত হেল্পলাইন নম্বর হিসেবে ১৮১ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা শীঘ্রই চালু করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এই নম্বরের মাধ্যমে মহিলারা জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা ও অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সহায়তা পাবেন।এছাড়া নারী সুরক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, রাজ্যের মহিলাদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তিনি আরও জানান, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস বা চলাফেরার ক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়া উচিত এবং নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা প্রশাসনের দায়িত্ব।

আগে শুভেন্দু,পরে শমীক !

বিজেপির ব্যানারে বদল আনতে কড়া বার্তা রাজ্য সভাপতির

টিনা প্রামানিক ● নয়া জামানা

সরকার গঠনের পর থেকেই বিজেপির অন্দরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দিয়ে আসছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এবার সেই বার্তাকেই আরও স্পষ্ট করে দলের ব্যানারে ছবির বিন্যাস বদলের প্রস্তাব দিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এখন বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই দলীয় ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র ছবি আগে থাকা উচিত তারপর থাকবে রাজ্য সভাপতির ছবি।শুক্রবার এক গুরুত্বপূর্ণ দলীয় বৈঠকে এই প্রস্তাব সামনে আনেন শমীক। এতদিন বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যানারে একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন-এর ছবি থাকত।অন্যদিকে আগে থাকত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের ছবি এবং পরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর ছবি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকায় তাঁর প্রশাসনিক মর্যাদা অনুযায়ী ছবির স্থানও বদলানো প্রয়োজন বলেই মত শমীকের।দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকে শমীক স্পষ্ট ভাষায় জানান,কোনও ব্যক্তি নয়,দলের নিয়ম ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলাই বিজেপির আসল শক্তি।তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে সম্মান জানিয়ে ব্যানারে শুভেন্দুর ছবি আগে রাখা উচিত।নিজের ছবিকে পিছনে রাখার প্রস্তাব দিয়ে তিনি কার্যত দলের নেতা-কর্মীদের কাছে শৃঙ্খলার বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে,এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্ব বোঝাতে চাইছে যে সরকার ও সংগঠনের ভূমিকা আলাদা। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা বজায় রাখা যেমন জরুরি তেমনই দলীয় কাঠামোর নিয়মও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল আমলে প্রশাসন ও দলীয় কাঠামোর মিশে যাওয়ার যে অভিযোগ বারবার উঠেছিল বিজেপি নেতৃত্ব সেই পথ এড়াতেই শুরু থেকেই কড়া বার্তা দিতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে।সব মিলিয়ে ব্যানারে ছবির অবস্থান বদলের এই সিদ্ধান্ত নিছক আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন নয় বরং বিজেপির সাংগঠনিক সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলার রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে।

রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান নিষিদ্ধ করার দাবি তাপসের

দীপঙ্কর দোলাই, নয়া জামানা ঃ ১৮ তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই রাজনৈতিক সংঘাত নতুন মাত্রা পেল। শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে বাকযুদ্ধ যখন ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল, ঠিক তখনই বিস্ফোরক মন্তব্য করে নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এলেন বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি শুধু বিরোধী শিবিরকে আক্রমণই করেননি, আইন এনে রাষ্ট্রবিরোধী ও দেশবিরোধী স্লোগান বন্ধ করার দাবিও তুলেছেন। নতুন অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু দায়িত্ব গ্রহণের পর অধিবেশনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপর কংগ্রেস, আইএসএফ, বামফ্রন্ট-সহ বিভিন্ন দলের বিধায়কেরা বক্তব্য রাখেন। সেই পর্বের শেষে বক্তব্য রাখতে ওঠেন মানিকতলার বিজেপি বিধায়ক ও প্রোটেম স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তাপস রায়।বক্তৃতার শুরুতেই তিনি নির্বাচনী ফলাফলকে শুধুমাত্র সরকার গঠনের প্রতিযোগিতা হিসেবে না দেখে এক ধরনের 'ধর্মযুদ্ধ' হিসেবে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষের উদ্দেশে আবেদন জানান, কোনও অবস্থাতেই বিধানসভা কক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী বা দেশবিরোধী স্লোগান বরদাস্ত করা উচিত নয়। প্রয়োজনে আইন এনে এই ধরনের স্লোগান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষেও মত প্রকাশ করেন তিনি।তাপস রায়ের বক্তব্য চলাকালীন তৃণমূল বিধায়কদের একাংশ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, মোসারফ হোসেন-সহ একাধিক বিধায়ক প্রতিবাদে সরব হন। ফলে কিছু সময়ের জন্য অধিবেশনে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়।বিজেপি বিধায়ক এরপর শাসক শিবিরকে লক্ষ্য করে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান। তিনি বলেন, ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি এক সর্বভারতীয় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অতীত মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি পাল্টা কটাক্ষ করেন।ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগকেও তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের অতীত রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গও উঠে আসে।অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাপস রায় আরও স্পষ্ট অবস্থান নেন। তিনি দাবি করেন, 'জয় বাংলা', 'মা-মাটি-মানুষ' এবং 'খেলা হবে'-র মতো স্লোগান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ নয়, বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেই কারণে বিধানসভার মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের স্লোগান ব্যবহার অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

যারা যেতে চায় যাক,তৃণমূল আবার শূন্য থেকে লড়বে, হার মানতে নারাজ মমতা

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ক্ষমতা হারিয়ে কার্যত বিরোধী শিবিরে চলে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলের অন্দরেই যখন হতাশা, দলবদল এবং ভাঙনের জল্পনা তুঙ্গে ঠিক তখনই কালীঘাট থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কালীঘাটের বাড়িতে পরাজিত প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকে মমতা স্পষ্ট ভাষায় বলেন,যারা অন্য দলে যেতে চাইছে যাক। আমি নতুন করে দল গড়ব। তৃণমূল কখনও মাথা নত করবে না।ভোটে পরাজয়ের পর ভেঙে পড়া কর্মীদের মনোবল বাড়াতেই তাঁর এই বার্তা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।এবারের নির্বাচনে ২৯৪ আসনের মধ্যে মাত্র ৮০টি আসনে জয় পেয়েছে তৃণমূল। বহু নিশ্চিত কেন্দ্র হাতছাড়া হয়েছে।এমনকি ভবানীপুর থেকেও পরাজিত হয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ফলে দলীয় সংগঠনের ভিত নড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জেলায়।কোথাও দলীয় কার্যালয় দখল হয়েছে, কোথাও আবার তালা ঝুলেছে পার্টি অফিসে।এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের উদ্দেশে মমতা বলেন,ভেঙে ফেলা পার্টি অফিসগুলো আবার সারাই করুন, রং করুন, খুলে দিন।প্রয়োজন হলে আমিও রং করব।তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, সংগঠন পুনর্গঠনের লড়াই এবার রাস্তায় নেমেই করতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্ব।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।দলের তরফে জানানো হয়েছে,প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও প্রার্থীরা সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেন।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে,এই বৈঠক শুধুই পরাজয়ের পর্যালোচনা নয় বরং তৃণমূলের 'নতুন লড়াইয়ের সূচনা'।হার মেনেও যে লড়াই ছাড়া যাবে না কালীঘাট থেকে সেই বার্তাই দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 16-05-2026 10:27 Page 2

সম্পাদকীয়

নিটে ধাক্কা,বদলাচ্ছে পরীক্ষা

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এই পরীক্ষায় বসে। কিন্তু ২০২৬ সালের নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ড সেই স্বপ্নের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। শুধু একটি পরীক্ষা নয়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকেই বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে এই ঘটনা। দীর্ঘ বিতর্ক, আন্দোলন এবং আদালতের চাপের পর অবশেষে কেন্দ্র সরকার নিজেদের প্রশাসনিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে। আর সেটাই এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রশাসনিক স্তরে গাফিলতি ছিল। 'চেইন অফ কমান্ড'-এর ত্রুটির কারণেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে স্বীকার করেছে সরকার। সাধারণত এ ধরনের ঘটনায় দায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সেখানে কেন্দ্রের এই স্বীকারোক্তি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে শুধু দায় স্বীকার করলেই চলবে না, মানুষের হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনাও এখন সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।এই পরিস্থিতিতে নিট পরীক্ষাকে সম্পূর্ণ অনলাইন বা কম্পিউটার-ভিত্তিক করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ওএমআর শিট তুলে দিয়ে ডিজিটাল পরীক্ষার পথে হাঁটার অর্থ হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা। ডিজিটাল এনক্রিপশন, বহুস্তরীয় সিকিউরিটি ব্যবস্থা, আধার ও বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ সব মিলিয়ে পরীক্ষাকে আরও সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নফাঁস, উত্তরপত্র বদল বা ভুয়ো পরীক্ষার্থীর মতো সমস্যাগুলি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হতে পারে।তবে এই পরিবর্তনের পথ মোটেও সহজ নয়। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এখনও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো সমানভাবে পৌঁছয়নি। কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজন বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেক মেধাবী পড়ুয়া প্রযুক্তিগত দুর্বলতার কারণে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই অনলাইন পরীক্ষার আগে সরকারের উচিত গ্রামীণ ও পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে পর্যাপ্ত ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, শুধুমাত্র প্রযুক্তি কি দুর্নীতি আটকাতে পারবে ? অতীতে বিভিন্ন অনলাইন পরীক্ষাতেও সাইবার জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। ফলে শুধু পরীক্ষার পদ্ধতি বদল নয়, প্রয়োজন প্রশাসনিক সততা ও কঠোর নজরদারি। প্রশ্নফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে ভবিষ্যতেও একই ধরনের অপরাধ মাথাচাড়া দিতে পারে।নিট কাণ্ড আসলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গভীর সংকটকে সামনে এনে দিয়েছে। এখানে শুধু একটি পরীক্ষা বাতিল হয়নি, ভেঙে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মানসিক স্থিরতা ও বিশ্বাস। তাই এখন সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে স্বচ্ছতা, প্রযুক্তি এবং প্রশাসনিক জবাবদিহি এই তিনের সমন্বয়ই হতে পারে একমাত্র পথ।

জীবনী

পিয়ার্স ব্রসনান

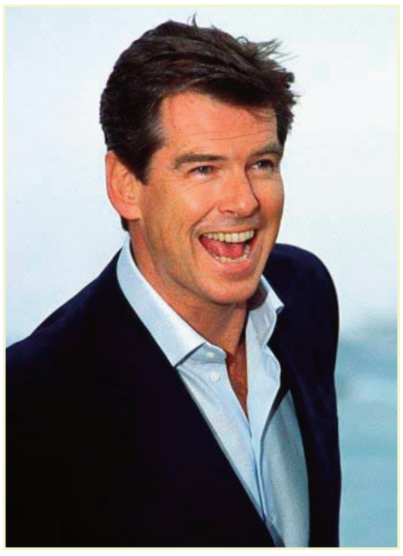

পিয়ার্স ব্রসনান একাধারে হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় আইরিশ অভিনেতা, চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং পরিবেশবাদী। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের কাছে তিনি মূলত কালজয়ী ব্রিটিশ গুপ্তচর চরিত্র 'জেমস বন্ড' হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর অভিনয় জীবনের পরিধি এবং জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত গভীর ও অনুপ্রেরণাদায়ী। ১৯৫৩ সালের ১৬ মে আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি মিথে একটি সাধারণ পরিবারে পিয়ার্স ব্র্যান্ডন ব্রসনানের জন্ম হয়। তাঁর শৈশবকালটা খুব একটা সহজ ছিল না। তিনি যখন অত্যন্ত ছোট তখনই তাঁর বাবা পরিবার ত্যাগ করেন এবং মায়ের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে তাঁকে আয়ারল্যান্ডে তাঁর দাদুবাড়িতে বড় হতে হয়। পরবর্তীকালে তিনি লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে নিজের পড়াশোনা ও তরুণ বয়স পার করেন। লন্ডনে থাকাকালীন সময়েই থিয়েটার এবং অভিনয়ের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের জন্ম হয়। তিনি ড্রামা সেন্টার লন্ডনে অভিনয় বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মঞ্চ অভিনেতা হিসেবে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন।

আশির দশকে মার্কিন টেলিভিশন সিরিজ 'রেমিংটন স্টিল'-এ কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই সিরিজটিই তাঁকে আন্তর্জাতিক বিনোদন দুনিয়ায় পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় আসে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৯৫ সালে 'গোল্ডেনআই' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি পঞ্চম অভিনেতা হিসেবে রূপালি পর্দায় 'জেমস বন্ড' চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর চমৎকার ব্যক্তিত্ব, অভিজাত চলনবলন এবং দুর্দান্ত অভিনয় বন্ড চরিত্রটিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে তিনি মোট চারটি অত্যন্ত সফল বন্ড চলচ্চিত্রে মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, যার মধ্যে 'টুমোরো নেভার ডাইজ', 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ' এবং 'ডাই অ্যানাদার ডে' অন্যতম। তাঁর অভিনীত বন্ড ছবিগুলো বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ঝড় তোলার পাশাপাশি বন্ড ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এক নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে।জেমস বন্ডের ইমেজ থেকে বেরিয়ে এসেও তিনি নিজেকে একজন বহুমুখী অভিনেতা হিসেবে প্রমাণ করেছেন। বন্ড যুগের পর তিনি 'মাম্মা মিয়া!', 'দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার', 'দ্য ঘোস্ট রাইটার' এবং 'দ্য ফরেনার'-এর মতো বহু প্রশংসিত ও বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। কমেডি, রোমান্স, থ্রিলার থেকে শুরু করে মিউজিক্যাল ফিল্ম সব ধরনের চরিত্রেই তিনি তাঁর দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা 'আইরিশ ড্রিমটাইম' গঠন করে বেশ কিছু স্বাধীন ও মানসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং দানশীল মানুষ। প্রথম স্ত্রী ক্যাসান্ড্রা হ্যারিসের ক্যানসারে অকাল মৃত্যুর পর তিনি ক্যানসার সচেতনতা ও গবেষণার কাজে নিজেকে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে তিনি কিলি শেই স্মিথের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরিবেশ সংরক্ষণ, সামুদ্রিক জীবন রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৩ সালে চলচ্চিত্র শিল্পে অসাধারণ অবদানের জন্য ব্রিটিশ রাজপরিবার তাঁকে সম্মানসূচক 'অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার' উপাধিতে ভূষিত করে। একজন সাধারণ আইরিশ বালক থেকে বিশ্বখ্যাত হলিউড তারকা হয়ে ওঠার এই দীর্ঘ যাত্রায় পিয়ার্স ব্রসনান তাঁর মেধা, পরিশ্রম ও মার্জিত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিজের স্থান স্থায়ী করে নিয়েছেন।

শাসন বদল নয়, বাংলার মানুষের দাবি ব্যবস্থার পরিবর্তন

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল,
সমাজকর্মী ও সহকারী অধ্যাপক দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন, জল্পনা-কল্পনা ও উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নতুন এক রাজনৈতিক বাস্তবতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই নির্বাচনে বিজেপি ২০৭টি আসন পেয়ে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পথে এগিয়েছে। ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে;কিন্তু এখন মানুষের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন একটাই শুধু সরকার বদলালেই কি পরিস্থিতি বদলাবে, নাকি বাংলার মানুষ যে প্রকৃত পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে, তা বাস্তবে রূপ পাবে? বাংলার রাজনীতিতে এই ফলাফল নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মোড়। বহু বছর ধরে একটানা এক রাজনৈতিক শক্তির হাতে ক্ষমতা থাকার পর এবার মানুষ অন্য বিকল্পকে সুযোগ দিয়েছে। এই ভোটের ফল কেবল রাজনৈতিক দলবদলের ঘটনা নয়; এটি মানুষের আশা, ক্ষোভ, প্রত্যাশা এবং দীর্ঘদিনের জমে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েছে শুধু নতুন মুখ দেখার জন্য নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা নানা সমস্যার বাস্তব সমাধানের প্রত্যাশায়। বহু মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, পুরনো সমস্যার ভেতর আটকে থেকে আর এগোনো সম্ভব নয়। তাই এই রায় মূলত একটি বার্তা;বাংলার মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে, কিন্তু সেই পরিবর্তন যেন শুধু শাসক পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে; তা যেন প্রশাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, আইনশৃঙ্খলা এবং জনজীবনের প্রতিটি স্তরে দৃশ্যমান হয়। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলো কেবল রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় ছিল না; এগুলো ছিল প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধের অংশ। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ, শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব, প্রশাসনিক জটিলতা, সরকারি পরিষেবা পেতে ঘুষ ও দালালচক্রের প্রভাব, স্থানীয় স্তরে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দখলদারি;এই সমস্ত বিষয় মানুষের মনে গভীর আস্থাহীনতা তৈরি করেছে।বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে হতাশা সবচেয়ে বেশি প্রকট। বহু ছাত্রছাত্রী বছরের পর বছর পড়াশোনা করে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরির নিশ্চয়তা পায়নি। অনেক পরিবার আশা নিয়ে সন্তানকে পড়াশোনা করিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের অভাবে সেই স্বপ্ন থমকে গেছে। এই হতাশা শুধু অর্থনৈতিক নয়; এটি সামাজিক ও মানসিক সংকটও তৈরি করেছে।নতুন সরকার গঠনের পর তাই সাধারণ মানুষের প্রথম প্রত্যাশা হলো;যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। চাকরি যেন কারও রাজনৈতিক পরিচয়, প্রভাব বা অর্থের ওপর নির্ভর না করে। একজন যোগ্য প্রার্থী যেন নিজের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পায়;এই দাবি আজ বাংলার ঘরে ঘরে। দ্বিতীয়ত, মানুষ চায় দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। সরকারি অফিসে সাধারণ কাজ করাতে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে;এই মানসিকতা থেকে মানুষ মুক্তি চায়। জমির নথি, জন্মসনদ, সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা, স্থানীয় প্রশাসনিক অনুমোদন;এসব মৌলিক কাজ যদি ঘুষ ছাড়া না হয়, তাহলে মানুষের রাষ্ট্রের ওপর আস্থা কমে যায়। নতুন সরকারের সামনে তাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো প্রশাসনকে স্বচ্ছ, দ্রুত এবং জবাবদিহিমূলক করে তোলা। পুলিশ প্রশাসন নিয়েও সাধারণ মানুষের বড় প্রত্যাশা রয়েছে। মানুষ চায় পুলিশ রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে থেকে কাজ করুক। আইন সবার জন্য সমান হোক। কোনো সাধারণ মানুষ অন্যায়ের শিকার হলে যেন তিনি নির্ভয়ে থানায় যেতে পারেন এবং ন্যায়বিচারের আশ্বাস পান। নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা;পুলিশ হবে জনবান্ধব, নিরপেক্ষ এবং পেশাদার। শিক্ষা ক্ষেত্রেও মানুষ বড় পরিবর্তন দেখতে চায়। বহু সরকারি স্কুলে শিক্ষক সংকট, পরিকাঠামোর অভাব এবং গ্রামীণ অঞ্চলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ঘাটতি দীর্ঘদিনের সমস্যা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও একই চিত্র;অধ্যাপক কম, গবেষণার সুযোগ সীমিত, শিক্ষার পরিবেশ দুর্বল। অভিভাবকরা চান তাদের সন্তান ভালো শিক্ষা পাক, কিন্তু সেই শিক্ষা যেন শুধু শহরকেন্দ্রিক না হয়। গ্রামের ছাত্রছাত্রীও সমান সুযোগ পাক। নতুন সরকারের কাছে তাই মানুষের প্রত্যাশা;শিক্ষা হবে মানসম্মত, সহজলভ্য এবং ভবিষ্যতমুখী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বড় সমস্যা হলো কর্মসংস্থানের অভাব। শিল্পের গতি মন্থর, নতুন বিনিয়োগ সীমিত, ফলে কর্মক্ষেত্রও সংকুচিত। এই অবস্থায় বহু তরুণ রাজ্যের বাইরে কাজের খোঁজে যেতে বাধ্য হয়। অনেকেই অস্থায়ী কাজে যুক্ত হচ্ছে, যেখানে স্থায়িত্ব নেই, পর্যাপ্ত আয় নেই। মানুষ চায় শিল্প আসুক, কারখানা গড়ে উঠুক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের প্রসার ঘটুক, নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হোক। শুধু বড় শিল্প নয়, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির দিকেও নজর দেওয়ার দাবি উঠছে। গ্রামে কাজের সুযোগ কমে গেলে শহরে চাপ বাড়ে। তাই গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, কৃষিভিত্তিক শিল্প;এসব বিষয়ও এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনে বড় চাপ তৈরি করেছে। রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, খাদ্যপণ্য;প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যয় বেড়েছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বাজেট ভেঙে পড়ছে। মানুষ তাই নতুন সরকারের কাছে সবচেয়ে বাস্তব যে প্রত্যাশা রাখছে তা হলো;দৈনন্দিন জীবনের খরচ কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আনা। কারণ রাজনৈতিক স্লোগানের চেয়ে মানুষের কাছে এখন বাজারের দাম অনেক বড় বাস্তবতা।সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর অনেক সময় উত্তেজনা, বিভাজন বা প্রতিশোধের রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখন সংঘাত নয়, শান্তি চায়। তারা চায় ধর্ম, ভাষা, পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত না হয়ে উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনীতি হোক। নতুন সরকার যদি সত্যিই দীর্ঘমেয়াদি আস্থা গড়তে চায়, তাহলে তাকে সামাজিক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক সহনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ বিজেপিকে যে সমর্থন দিয়েছে, সেটি নিছক দলীয় জয় নয়; এটি একটি দায়িত্বও।

মানুষ আশা করেছে যে নতুন সরকার আগের সমস্যাগুলোর পুনরাবৃত্তি করবে না। ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ তখনই তৈরি হবে, যখন প্রশাসনিক সংস্কৃতি বদলাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা আসবে, এবং সরকার মানুষের কাছে জবাবদিহি করবে। বাংলার মানুষ এখন আর শুধু বড় বড় প্রতিশ্রুতি শুনতে চায় না। তারা দৃশ্যমান ফলাফল চায়। তারা দেখতে চায়;চাকরি হচ্ছে কি না, স্কুলে শিক্ষক আসছে কি না, থানায় ন্যায়বিচার মিলছে কি না, অফিসে দালাল ছাড়া কাজ হচ্ছে কি না, নতুন শিল্প আসছে কি না, বাজারের দাম কমছে কি না।

অর্থাৎ মানুষের প্রত্যাশা আজ খুবই বাস্তব, খুবই স্পষ্ট। তারা নতুন সরকারের কাছে যা চায়, তা মূলত কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত;স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ,কর্মসংস্থানের বাস্তব সুযোগ,পুলিশি নিরপেক্ষতা ও আইনের সমান প্রয়োগ,শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন,গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের ভারসাম্য, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি,নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ,সামাজিক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক, সহনশীলতা,সবশেষে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ আজ একটি নতুন অধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে। ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ইতিহাস শেষ পর্যন্ত শুধু কে ক্ষমতায় এল তা মনে রাখে না; ইতিহাস মনে রাখে সেই ক্ষমতা মানুষের জীবনে কতটা বাস্তব পরিবর্তন আনতে পেরেছিল।বাংলার মানুষ এখন নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে; আশা নিয়ে, সতর্কতা নিয়ে, অভিজ্ঞতার ভার নিয়ে।

তারা দেখতে চায়, এই পরিবর্তন শুধু রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে থাকবে, নাকি সত্যিই মানুষের জীবন, সমাজ এবং ভবিষ্যতের ভিতকে নতুন করে গড়ে তুলবে।কারণ শেষ পর্যন্ত জনগণের রায়ের আসল অর্থ একটাই;শাসন বদল নয়, মানুষের জীবন বদলানোই প্রকৃত সাফল্য।

কর্মবীর বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত

মানভূমের মুক্তিদাতা ও আদর্শ রাজনীতির রূপকার

দেবরাজ মাহাতো

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে মানভূমের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন; বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। তিনি কেবল একজন রাজনীতিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন নির্লোভ সমাজ সংস্কারক এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। বর্তমানের অস্থির রাজনৈতিক আবহে তাঁর মতো দূরদর্শী ও নীতিপরায়ণ নেতৃত্বের অভাব আজ প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভূত হয়।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার সোনারং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকার গাউপাড়া গ্রামে। ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক হওয়া এই মেধাবী যুবকের রক্তে মিশে ছিল দেশপ্রেম। তাঁর পিতা, ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯২২ সালে নিবারণচন্দ্র শিক্ষকতা ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পিতার এই ত্যাগ ও আদর্শই বিভূতিভূষণকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে আনে।মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল 'শিল্পাশ্রম'। এখান থেকেই বিভূতিভূষণের রাজনৈতিক জীবনের পথচলা শুরু। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি মানভূম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মহানায়কদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল।দেশ স্বাধীন হলেও মানভূমের মানুষের লড়াই শেষ হয়নি। হিন্দিভাষী বিহারের অন্তর্ভুক্ত মানভূমে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায় শুরু হয় এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। কংগ্রেসের সাথে আদর্শগত বিরোধ দেখা দিলে অতুলচন্দ্র ঘোষ ও বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত দল ত্যাগ করে গঠন করেন 'লোকসেবক সঙ্ঘ'। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল পাকবিড়রা গ্রাম থেকে শুরু হওয়া ঐতিহাসিক পদযাত্রায় ১০২৫ জন সত্যাগ্রহী কলকাতা অভিমুখে রওনা হন। বিভূতিভূষণ ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সেনানি। দীর্ঘ ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া জেলা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।স্বাধীনতার পর ১৯৫৭ সালে তিনি প্রথম সাংসদ নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী হন। আজকের যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমরা দেখি, তার আদি পরিকল্পনা ও বীজ বপন করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতার পূর্বেই মানভূমের গ্রামগুলোতে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি পঞ্চায়েত গঠন করেছিলেন। তাঁর সেই গ্রামোন্নয়ন ভাবনাই আজকের প্রশাসনিক কাঠামোর মজবুত ভিত্তি।রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কলম সৈনিক। দীর্ঘকাল তিনি মানভূমের মুখপত্র 'মুক্তি' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন অবলম্বনে তাঁর লেখা গ্রন্থ ক্ষ্মসেই মহা বরষার রাঙা জলক্ষ্ম আজও সাহিত্য মহলে সমাদৃত।১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল (১লা বৈশাখ) এই কর্মবীরের জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ আজও পুরুলিয়ার মানুষের পথপ্রদর্শক। বর্তমানের জনপ্রতিনিধিদের কাছে মানুষ বিভূতিভূষণের মতো সেই ঋজু চরিত্র ও নির্ভীক কণ্ঠস্বর প্রত্যাশা করে, যিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পুরুলিয়ার খরা, দারিদ্র্য ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হবেন।আক্ষেপের বিষয়, পুরুলিয়ার রূপকার হওয়া সত্ত্বেও জেলা সদরে আজও এই মহানায়কের কোনো পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত হয়নি। তাঁর নামে গড়ে ওঠেনি উল্লেখযোগ্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা স্মারক। তাঁর আদর্শকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণ করা আজ সময়ের দাবি।বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। মানভূমের মাটি ও মানুষের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়। তাঁকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করাই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।

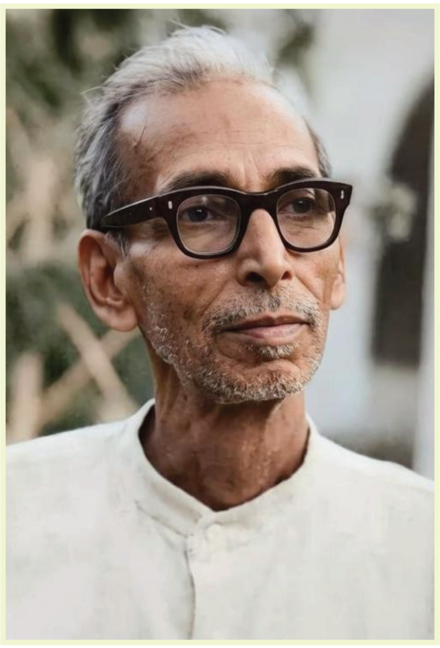

মহানগর

নয়া জামানা

নিরাপত্তার চাদরে পিজি

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমূল বদলের লক্ষ্যে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় স্বচ্ছতা ফেরাতে এবং দালালরাজ নির্মূল করতে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিলেন নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো এসএসকেএম (পিজি) হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে কার্যত দুর্গের চেহারা নেয় পিজি হাসপাতাল চত্বর। কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও। অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ের আটতলায় আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপাররা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ইন্দ্রনীল খান এবং পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা।বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি না হলেও তাঁর সরকারের কড়া বার্তার কথা জানান দুই চিকিৎসক-বিধায়ক ইন্দ্রনীল খান ও শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং অসাধু চক্রের দাপট বন্ধ করা। জানা গিয়েছে, হাসপাতালে দালালরাজ রুখতে রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। কোনোভাবেই সাধারণ রোগীদের হয়রানি বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও সহজলভ্য করতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে এই বৈঠকে। এর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলো একটি কেন্দ্রীয় 'বেড পুল' তৈরি করা। রাজ্য সরকারি, কেন্দ্র সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের একাংশকে নিয়ে এই পুল গঠিত হবে, যা কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করা হবে। এর ফলে কোন হাসপাতালে কয়টি বেড খালি আছে, তা সাধারণ মানুষ সহজেই জানতে পারবেন এবং রেফার করার সমস্যা কমবে। পাশাপাশি, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে এবং রোগীদের দ্রুত পরিষেবা দিতে একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সব মিলিয়ে, দায়িত্ব নিয়েই রাজ্যের ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে মুখ্যমন্ত্রী যে অত্যন্ত তৎপর, এদিনের বৈঠক তারই প্রমাণ দিল। উডবার্ন ও অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং চত্বরে ভিড় করা সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই নতুন পদক্ষেপ ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

তৃণমূলের বিপর্যয়

মাথা নত না করে নতুন করে লড়াইয়ের বার্তা মমতার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কার্যত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘ শাসনের পর শাসকদলের আসন সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮০-তে। খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছেন। এমন এক নজিরবিহীন পরিস্থিতিতেও হাল ছাড়তে নারাজ নেত্রী। শনিবার কালীঘাটের বাসভবনে পরাজিত প্রার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এক বিশেষ বৈঠকে তিনি অত্যন্ত কড়া অথচ লড়াকু মেজাজে বার্তা দিয়েছেন।বৈঠকে মমতা স্পষ্ট জানান, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কেউ যদি দলত্যাগ করতে চান, তবে তিনি অনায়াসেই যেতে পারেন। দলত্যাগী বা সুবিধাবাদীদের জন্য সময় নষ্ট না করে তিনি শূন্য থেকে নতুন করে দল গড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ভাঙাচোরা পার্টি অফিসগুলো মেরামত করে পুনরায় দলীয় পতাকা তোলার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পার্টি অফিস রং করব, কিন্তু তৃণমূল কখনও মাথা নত করবে না। ভোটে পরাজয়কে মানুষের রায়ের বদলে 'লুট' হিসেবেই দেখছেন তিনি।এবারের নির্বাচনে ২৯১টি আসনে প্রার্থী দিয়েও হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীদের পরাজয় দলকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে নেত্রী লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেন। দলের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, জয়-পরাজয় যাই হোক, প্রার্থীরা যেভাবে অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে অসম সাহসে লড়াই করেছেন, তা দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত হারানো জমি পুনরুদ্ধারে এখন থেকেই নতুন উদ্যমে মাঠে নামার ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী।

হাসপাতালের অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্য ভবন

ন্যাশনাল মেডিকেলের সুপারকে কড়া হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্যসচিবের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ তিলজলার অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দেখতে সম্প্রতি পার্কসার্কাসের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কিন্তু হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভেতরে যত্রতত্র নোংরা গজের টুকরো, রক্তমাখা তুলো এবং ব্যান্ডেজ পড়ে থাকতে দেখে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পরিষেবার এই বেহাল দশা দেখে অনতিবিলম্বেই হাসপাতালের সুপারকে কড়া ভাষায় সতর্ক করেন মন্ত্রী। এই ঘটনার রেশ পৌঁছায় স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষস্তরেও। মন্ত্রীর অসন্তোষের জেরে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়।পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম কলকাতার পাঁচটি প্রধান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারদের জরুরি তলব করেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে ন্যাশনাল মেডিকেলের সুপার তথা উপাধ্যক্ষ ডাঃ অর্ঘ্য মৈত্রকে চরম ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়। সুপার যখন হাসপাতালের শূন্যপদের সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন, তখন স্বাস্থ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে তা লিখিতভাবে জানাতে।বৈঠকে উপস্থিত ১০ জন স্বাস্থ্যকর্তাকে সাফ জানানো হয়েছে, সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার গাফিলতি বা অপরিচ্ছন্নতা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সুপার ও সহকারী সুপারদের প্রতিদিন নিয়ম করে ওয়ার্ড রাউন্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, রাজ্যে শীঘ্রই 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প চালু হতে চলেছে। সেই কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা বিধায়করা যেকোনো সময় হাসপাতাল পরিদর্শনে আসতে পারেন। তাই সরকারি হাসপাতালগুলিকে সর্বক্ষণ 'টিপটপ' রাখার কড়া বার্তা দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব। মূলত মন্ত্রীর পরিদর্শনের পর হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ঢাকতেই স্বাস্থ্য ভবন এখন বাড়তি তৎপরতা দেখাচ্ছে।

বেআইনি পার্কিং রুখতে কড়া লালবাজার, এক দিনেই দেড় হাজার মামলা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ হেলমেট সংক্রান্ত কড়াকড়ির পর এবার শহরের বেআইনি পার্কিং নির্মূল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশ। বুধবার লালবাজারে আয়োজিত একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই শহরজুড়ে শুরু হয়েছে পুলিশের বিশেষ অভিযান। সাফ জানানো হয়েছে, কোনোভাবেই রাস্তা দখল করে বেআইনি পার্কিং বরদাস্ত করা হবে না।পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত মাত্র ১০ ঘণ্টার অভিযানে শহরজুড়ে মোট ১,৫২৬টি গাড়ি ও বাইকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। সার্জেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতি ঘণ্টায় এলাকায় টহল দিতে এবং নিয়মভঙ্গ দেখলেই আইনি ব্যবস্থা নিতে। এই অভিযানে বেআইনি পার্কিংয়ের 'হটস্পট' হিসেবে উঠে এসেছে সাউথ ট্রাফিক গার্ড এলাকা। বিশেষ করে এক্সাইড, শেক্সপিয়ার সরণি ও পার্ক স্ট্রিট চত্বরে সর্বোচ্চ ২০৭টি মামলা হয়েছে। অন্যদিকে, ঘিঞ্জি এলাকা হিসেবে পরিচিত হাওড়া ব্রিজ ট্রাফিক গার্ড অঞ্চলেও ১৪৯টি মামলা করা হয়েছে। তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে ভবানীপুর ও শিয়ালদহ এলাকাও।পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা স্পষ্ট জানিয়েছেন, বেআইনি পার্কিংয়ের আড়ালে চলা তোলাবাজি রুখতে স্থানীয় থানাগুলিকেও সক্রিয় হতে হবে। শুধু অবৈধ পার্কিং নয়, রাসবিহারী বা গড়িয়াহাটের মতো এলাকায় নির্ধারিত ফি-র চেয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগও খতিয়ে দেখছে সরকার। এই সমস্ত এলাকার তালিকা তৈরি করে আগামী দিনে আরও বড়সড় অভিযানের ইঙ্গিত দিয়েছে প্রশাসন। শহরের যানজট মুক্ত করতে ও পথচারীদের যাতায়াত মসৃণ রাখতেই এই কঠোর অবস্থান।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৬ ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু

ভোগান্তি এড়াতে জেনে নিন বিকল্প রুট

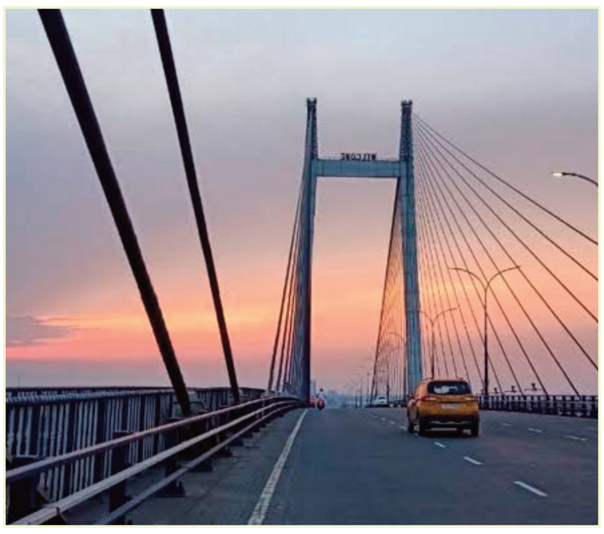

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আগামী রবিবার দিনভর বন্ধ থাকতে চলেছে কলকাতার অন্যতম প্রধান সংযোগকারী পথ বিদ্যাসাগর সেতু। পুলিশি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওই দিন ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা ১৬ ঘণ্টা এই সেতুর ওপর দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেতুর কেবল পরিবর্তনের জটিল কাজ এবং আনুষঙ্গিক জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন।শহরের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত এই দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়তে পারে, তাই ট্রাফিক সামলাতে বেশ কিছু বিকল্প রাস্তার কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খিদিরপুর বা জিরাট আইল্যান্ডের দিক থেকে আসা এজেসি বোস রোডগামী গাড়িগুলিকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এই গাড়িগুলি সেন্ট জর্জেস রোড বা স্ট্র্যান্ড রোড ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। আবার যে সমস্ত গাড়ি কেপি রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে যাওয়ার কথা, সেগুলিকে ওয়াই পয়েন্ট থেকে ১১ ফার্লং গেট হয়ে রেড রোডের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওই গাড়িগুলি হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করে পারাপার করতে পারবে। ছুটির দিন হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি বন্ধ থাকায় হাওড়া ও কলকাতার সংযোগকারী অন্য রাস্তাগুলিতে গাড়ির চাপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই যাতায়াতের আগে পর্যাপ্ত সময় হাতে রাখার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসন।

রাজারহাট-গোপালপুরের জলযন্ত্রণা মুক্তিতে তৎপর বিধায়ক তরুণজ্যোতি তেওয়ারি

অর্ক দাস, নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ফি বছর বর্ষা মানেই রাজারহাট-গোপালপুরবাসীর কাছে জমা জলের বিভীষিকা। কোথাও বুজে যাওয়া ড্রেন, কোথাও আবার ভুল নকশার কারণে নিকাশির অভিমুখ উল্টো; এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে এবার কোমর বেঁধে নামলেন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তেওয়ারি। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করার পর থেকেই এলাকার নাগরিক পরিষেবা সচল করতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বিধাননগর পুরসভায় গিয়ে নিকাশি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন বিধায়ক।

এলাকার জলমগ্ন পরিস্থিতির জন্য মূলত অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধিকেই দায়ী করেছেন তিনি। অভিযোগ উঠেছে, বহু জায়গায় ড্রেন দখল করে বেআইনি নির্মাণ চলায় জল বেরোনোর পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিধায়ক স্পষ্ট জানান, বর্ষার আগেই যাতে নিকাশি নালার সংস্কার শেষ হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে পাম্প বসানো হয়, তার জন্য পুরসভাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, গত তিন বছরে পুরসভার অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বিভিন্ন প্ল্যান পাস হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তালিকা তলব করেছেন তিনি। ঠিকাদারদের গাফিলতিতে রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ায় মানুষের বাড়িতে জল ঢোকার যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, দ্রুত তা মেরামতের আশ্বাস দিয়েছেন তরুণজ্যোতি তেওয়ারি। বর্ষার আগেই এই উদ্যোগ সফল হলে বহু বছরের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবেন কয়েক হাজার এলাকাবাসী।

তিলজলা অগ্নিকাণ্ড, বহুতল ভাঙার কাজে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ তিলজলার বিতর্কিত বহুতল ভাঙার কাজে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বর্তমানে ওই বহুতল ভাঙার কাজ বন্ধ রেখে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। তবে যদি কোনো অংশ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, তবে পুরনিগম মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তা ভাঙতে পারবে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, ওই ভবনে আপাতত কোনো বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বা ব্যবসা চালানো যাবে না।গত ১২ মে তিলজলার ওই কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দু'জনের মৃত্যু হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবনটিকে বেআইনি ঘোষণা করে কঠোর ব্যবস্থার নির্দেশ দেন এবং বুধবার থেকে বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু হয়। বিনা নোটিশে ভাঙার প্রতিবাদে মামলা করেন মালিকপক্ষ। শুনানিতে বিচারপতি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো বেআইনি নির্মাণ বাড়ছে, যা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। মালিকপক্ষ ভবনের অনুমোদিত নকশা দেখাতে না পারলেও, আইনি প্রক্রিয়া মেনে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ২২ জুন।

নিউটাউনের গ্রিন ভার্জ এখন বিষধরদের ডেরা, আতঙ্কে দিন কাটছে বাসিন্দাদের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ নিউটাউনকে তিলোত্তমার বুকেই এক টুকরো সবুজ অক্সিজেন জোন হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক 'গ্রিন ভার্জ' তৈরি করেছিল এনকেডিএ। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই সাধের বাগানগুলিই এখন সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বি-ডি ব্লকের ১৬৫ নম্বর স্ট্রিট এবং বি-ই ব্লকের ৯ নম্বর গ্রিন ভার্জের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কোমর সমান আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে হাঁটার রাস্তা। স্থানীয়দের দাবি, জঙ্গল এতটাই ঘন যে ভিতরে আস্ত বাঘ লুকিয়ে থাকলেও বোঝার উপায় নেই।বিকেল গড়ালেই এই এলাকাগুলি হয়ে উঠছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিপজ্জনক। বছরখানেক আগে নিউটাউনে চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে দুজনের মৃত্যু এবং অসংখ্য আহতের স্মৃতি এখনও তাজা। বর্তমানে এই ঘন জঙ্গলে চন্দ্রবোড়া ছাড়াও কেউটে ও গোখরোর উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কেউ সেখানে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না। এমনকি জলাশয়গুলিও সংস্কারের অভাবে মজে যাচ্ছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বাগান খোলা থাকলেও সাপের ভয়ে বাসিন্দারা ত্রিসীমানায় যাচ্ছেন না। জঞ্জাল আর অবহেলায় শহরের প্রাণকেন্দ্রের এই দুরাবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। বর্ষার আগে দ্রুত এই জঙ্গল পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও এনকেডিএ কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনায়
গ্রেপ্তার তৃণমূল ব্লক সভাপতি

সামির হোসেন ।। নয়া জামানা ।। দিনহাটা

তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-র কনভয়ে হামলার অভিযোগে অবশেষে গ্রেফতার করা হলো কোচবিহার ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস-এর সভাপতি শুভঙ্কর দে ওরফে ছন্দকে। শুক্রবার বিকেলে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ তাকে খাগড়াবাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি পুণ্ডিবাড়ি থানাতেই রয়েছেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কোচবিহারে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় খাগড়াবাড়ি এলাকায় তার কনভয়ের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং কনভয়ের একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং জেলাজুড়ে রাজনৈতিক পারদ চড়ে। সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই তার কনভয়ের উপর হামলা চালানো হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মারাত্মক গাফিলতি ছিল। তিনি বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তোলেন। ঘটনার পর একাধিক অভিযোগ দায়ের হয় এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করে। প্রায় এক বছর পর এই মামলায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দেকে গ্রেফতার করায় রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। শাসক ও বিরোধী;উভয় শিবিরেই এই গ্রেফতারিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্ত এখনও শেষ নয়। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও গ্রেফতার হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।

কীটনাশকে মৃত্যু ছাগলের

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে একাধিক ছাগল মেরে ফেলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ময়নাগুড়ির বাসিলারডাঙ্গা এলাকায়। অভিযোগকারী ছাগল মালিকদের দাবি, অনিমেষ হালদার ও নীলু হালদার নামে দুই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের পাট খেতে খাবারের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে রেখে দেন। সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাগলগুলি এবং পরে চারটি ছাগলের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাগল মালিকেরা মৃত ছাগল সঙ্গে নিয়েই ময়নাগুড়ি থানা-য় হাজির হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পাশাপাশি অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাদের বক্তব্য জানার জন্য যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

অভিযোগকারী প্রতাপ রায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, তদন্তের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জমি-মাদক রুখতে বিশেষ সেল গঠন

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শহরে বেআইনি জমি দখল ও মাদক কারবার রুখতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। অপরাধ দমনে আরও কড়া হতে গঠন করা হয়েছে বিশেষ অ্যান্টি নার্কোটিক্স সেল। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন ডিসিপি ট্র্যাফিক কে.এস. আহমেদ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে অভিযোগ আসছিল। সাধারণ মানুষের জমি জবরদখল, ভয় দেখানো ও প্রতারণার মতো ঘটনায় এবার সরাসরি নজরদারি বাড়াচ্ছে পুলিশ। ডিসিপি জানান,

জমি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে সাধারণ মানুষ সরাসরি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। অভিযোগ পেলেই দ্রুত তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে শহরকে মাদকমুক্ত করতে গঠন করা হয়েছে বিশেষ অ্যান্টি নার্কোটিক্স সেল। এই সেলের নেতৃত্বে থাকবেন একজন এডিসিপি, তাঁর সঙ্গে থাকবেন এসিপি, ইন্সপেক্টর ও অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকদের দল। এনডিপিএস আইন সংক্রান্ত অপরাধ দমন, মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনই এই সেলের মূল কাজ। এছাড়াও মাদক পাচার সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। পরিচয় গোপন রেখে তথ্য দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ডিসিপির কথায়, অপরাধমুক্ত ও নিরাপদ শহর গড়তেই এই ধারাবাহিক কঠোর পদক্ষেপ।

রাস্তার জমি বিরোধে প্রাণহানি

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ একটি রাস্তার জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যু ও এক মহিলা-সহ বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের গিতালদহের কোনামুক্তা
এলাকায়। শুক্রবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম সামাদ আলী। আহতদের মধ্যে সামিনা বিবি-সহ একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে রাস্তার জমি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ, একদল অপর দলের উপর লাঠি-সোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায়।

সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা সামাদ আলীকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে দিনহাটা থানা-র পুলিশ দ্রুত হাসপাতালে ও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় যাতে নতুন করে উত্তেজনা না ছড়ায়, সে জন্য পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ঘটনাটি ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

টয়ট্রেনে সুর-কবিতার সাহিত্য উৎসব

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ এ যেন এক মায়াবী দৃশ্যপট;চলন্ত টয়ট্রেনের ওপেন রুফ ওয়াগনে বসে স্থানীয় শিল্পীদের সুর, আর সেই মূর্ছনায় ভাসছে পাহাড়, পাহাড়বাসী ও পর্যটকরা।

এমনই ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চলেছে সাহিত্য উৎসব, ২০২৬। পাহাড়ের কোলে শুধু সুর নয়, বসতে চলেছে কবিতা ও সাহিত্যচর্চার আসরও। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে এই সাহিত্য উৎসব। আয়োজনে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এবং সৃজনশীল সংস্থা পোয়েটস অফ কমিউনিটি। টানা তিনদিন ধরে চলবে এই উৎসব। ডিএইচআর সূত্রে জানা গেছে, সামার ফেস্টিভালের অঙ্গ হিসেবে এই প্রথম পাহাড় অঞ্চলে সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

উৎসবের প্রথম দিন কার্সিয়াং-এর ঐতিহাসিক ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল-এ বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। 'কবিতা কেন একঘেয়ে' শীর্ষক এই কর্মশালায় পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন পদস্থ রেলকর্তাদের পাশাপাশি লেখিকা মেঘা মিত্তাল। দ্বিতীয় দিন শনিবার উৎসবের আকর্ষণ আরও বাড়বে। 'রেল অ্যান্ড রিদম' শীর্ষক অনুষ্ঠানে কার্সিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার পথে চলন্ত টয়ট্রেনের ওপেন রুফ ওয়াগনে চলবে লাইভ অ্যাকাউস্টিক পারফরম্যান্স। সন্ধ্যায় কার্সিয়াং স্টেশন চত্বরে ক্যাফে ডি সেন্ট্রালে 'ভয়েস অফ হিলস' ওপেন মাইক অনুষ্ঠানে স্থানীয় কবি ও লেখকরা কবিতা ও গল্প পাঠ করবেন। পার্বত্য লোককথা, চা বাগানের জীবন ও হিমালয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নানা দিক উঠে আসবে এই সাহিত্য উৎসবে।

বালি পাচার রুখতে অভিযান পুলিশের

নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটায় অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল পুলিশ। শুক্রবার ফালাকাটা থানার অন্তর্গত ধনীরামপুর,২ গ্রামপঞ্চায়েতের মাগুরটারি এলাকায় কলি নদী থেকে বালি বোঝাই করে পাচার করা হচ্ছিল একটি ট্রাক্টর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে ওই ট্রাক্টরটিকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রাক্টরটি কলি নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তুলে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাক্টরটি আটক করার পর চালকের কাছে বালি পরিবহণ সংক্রান্ত বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হয়। তবে চালক কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ট্রাক্টর চালককে এদিনই আলিপুরদুয়ার জেলা

আদালতে পেশ করে পুলিশ। আদালত অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই কলি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচার চলছিল, ফলে নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ ও আশপাশের এলাকার ক্ষতি হচ্ছে। এ বিষয়ে ফালাকাটা থানার আইসি নীতেশ লামা জানান, অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান আরও জোরদার করা হবে। এলাকায় এই ধরনের বেআইনি কাজ বন্ধ করতে নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান চলবে বলেও তিনি স্পষ্ট করেন।

বাতাসিতে ভেটেরান্স ফুটবলে উৎসব

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি পিএসএ ক্লাব প্রাঙ্গণে শুরু হলো বাতাসি ভেটেরান্স নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬। বাতাসি মর্নিং স্টার ভেটেরান্সের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দল অংশ নিয়েছে। শুক্রবার টুর্নামেন্টের প্রথম পর্বে ৮টি দলের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ম্যাচে নেপাল দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামে শিলিগুড়ি দল। জমজমাট ও আক্রমণাত্মক খেলায় শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ি ১-০ গোলে জয় তুলে নিয়ে পরবর্তী পর্বে ওঠে। আয়োজক কমিটির সম্পাদক পিন্টু পলান জানান, সমাজকে নেশামুক্ত রাখা এবং ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে প্রাক্তন ফুটবলারদের একত্রিত করাই এই টুর্নামেন্টের লক্ষ্য। খেলাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের ভিড়ে

মাঠ ছিল উপচে পড়া। খেলায় উপস্থিত ছিলেন কেশরী মোহন সিংহ, দীপ্তি সাউ, সমাজসেবক নান্টু মন্ডল ও মনীষা সরকার। আয়োজকেরা জানান, বিজয়ী ও রানার্স দলকে ট্রফির পাশাপাশি নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। আগামী রবিবার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশনে ডিওয়াইএফআই

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের নানা সমস্যার প্রতিবাদে শুক্রবার হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিল ডি ওয়াই এফ আই। এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা নেতা শুভ্রালোক দাস, মনিরুল মিয়া, সৌরভ চন্দ, স্পন্দন রায়, রনি মোদক প্রমুখ। ১৮ দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি হাসপাতাল সুপার ডাক্তার রঞ্জিত মন্ডল-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের অভিযোগ, হাসপাতালের পরিবেশ ক্রমশ অবনতি হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং রাত নামলেই কিছু এলাকা সমাজবিরোধীদের আড্ডায় পরিণত হয়, যা অত্যন্ত

উদ্বেগজনক। এছাড়াও কোভিড সময়ে শিশু মঙ্গল সমিতির তোলা অর্থের ব্যবহার নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলে দাবি করা হয়। পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও সাফাই কর্মীর অভাবে হাসপাতাল চত্বরে নোংরা আবর্জনা জমে থাকছে বলেও অভিযোগ ওঠে। ডেপুটেশন চলাকালীন সমস্যাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন হাসপাতাল সুপার।

অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ সাহেবগঞ্জ থানার ওসি নকুল রায়-এর নেতৃত্বে ফের আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের সীমান্তবর্তী চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রিমনি ব্রিজ সংলগ্ন স্থান থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের নাম জিন্নাত আলী (৩২)। তার বাড়ি নাগরর বাড়ি এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়।

তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার হয়। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার অভিযুক্তকে দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, কোন উদ্দেশ্যে ও কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগেই দিনহাটা মহকুমায় অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা বেড়েছে। এই ঘটনার পিছনেও রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা তদন্ত করছে পুলিশ।

ভিক্টোরিয়া স্কুল চত্বরে ভয়াবহ আগুন

নয়া জামানা, কার্শিয়াং ঃ পাহাড় শহর কার্শিয়াং-এ অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল। বুধবার স্কুল প্রাঙ্গণের ভেতরে থাকা একটি পুরোনো আবাসন বা ওল্ড কোয়ার্টারে আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গোটা কোয়ার্টারটিকে গ্রাস করে নেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে প্রাথমিকভাবে স্কুলের কর্মী কিংবা আশপাশের বাসিন্দাদের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। প্রবল ধোঁয়া ও আগুনের তাপে চারদিকে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। ঘটনাটি স্কুল চলাকালীন না হওয়ায় বড় ধরনের প্রাণহানির আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর একাধিক ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ প্রচেষ্টায় দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দমকলের তৎপরতায় মূল স্কুল ভবনে আগুন ছড়াতে পারেনি, ফলে এক বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো গেছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্পিকার রথীন্দ্রনাথ, কোচবিহারে অভিনব উৎসব

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ বৃহস্পতিবার শুধুমাত্র নাম ঘোষণা, আর শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ (স্পিকার) হিসেবে শপথ নিলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু। উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনাকে এক অভাবনীয় সাফল্য হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক মহল।

স্পিকার পদে কোচবিহারের প্রতিনিধি বসায় খুশির হাওয়া বইছে গোটা জেলাজুড়ে। তবে এই খুশির উদযাপন যে এমন অভিনব রূপ নেবে, তা খুব কম মানুষই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ বসু স্পিকারের চেয়ারে বসতেই শুক্রবার এক ব্যতিক্রমী উৎসবের সাক্ষী থাকল কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ড। রাজনৈতিক দিক থেকে এই ওয়ার্ডটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, বিধানসভা ভোটের আগে এই এলাকায় প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল রথীন্দ্রনাথ বসুকে। ঘটনাচক্রে, তিনিই যখন রাজ্যের সাংবিধানিক অভিভাবকের আসনে অধিষ্ঠিত, তখন সেই ৩ নম্বর ওয়ার্ডকেই উদযাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বেছে নেয় বিজেপি। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মতে, এই উদযাপন রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে। এলাকায় মিষ্টিমুখ, আবির খেলা এবং বিজয় উল্লাসের মাধ্যমে স্পিকার হওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেন দলীয় কর্মীরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই উদযাপনের মাধ্যমে কোচবিহারেই নয়, গোটা উত্তরবঙ্গে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তির বার্তা দিতে চেয়েছে বিজেপি। রথীন্দ্রনাথ বসুর স্পিকার হওয়া যেমন কোচবিহারের গর্ব, তেমনই তা রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উত্তরবঙ্গ পেল বিধানসভার স্পিকার

উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও জনপ্রতিনিধি বিধানসভার সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন। রথীন্দ্রনাথ বসুর নাম ঘোষণা হতেই দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি শুধু কোচবিহার নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের জন্যই এক গর্বের মুহূর্ত। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আলিপুরদুয়ার ও উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক স্মৃতিতে ফিরে এসেছে এক ঐতিহাসিক নাম;স্বাধীনতা সংগ্রামী পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়।

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু-কে বিধানসভার স্পিকার পদে আসীন করল রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও জনপ্রতিনিধি বিধানসভার সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন। রথীন্দ্রনাথ বসুর নাম ঘোষণা হতেই দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি শুধু কোচবিহার নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের জন্যই এক গর্বের মুহূর্ত। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আলিপুরদুয়ার ও উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক স্মৃতিতে ফিরে এসেছে এক ঐতিহাসিক নাম; স্বাধীনতা সংগ্রামী পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়। পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় ছিলেন আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক। তিনিই উত্তরবঙ্গ থেকে প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফলে দীর্ঘ কয়েক দশক পর উত্তরবঙ্গ থেকে আবারও বিধানসভার উচ্চপদে প্রতিনিধি পাওয়ায় ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের এক সুন্দর যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রথীন্দ্রনাথ বসুকে স্পিকার করার মাধ্যমে বিজেপি উত্তরবঙ্গে একটি শক্তিশালী বার্তা দিতে চেয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক গুরুত্ব যে রাজ্য রাজনীতিতে ক্রমশ বাড়ছে, এই সিদ্ধান্ত তারই ইঙ্গিত বহন করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, স্পিকার হিসেবে রথীন্দ্রনাথ বসু নিরপেক্ষ ও সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করবেন;এমন প্রত্যাশাই এখন সকলের। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন, সম্মান ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে এই ঘটনা যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, তা বলাই যায়।

হাতির হানায় মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা ঃ ডুয়ার্সের চানাডিপা এলাকায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল আকাশ উরাও নামে এক যুবকের। শুক্রবার সন্ধ্যায় দুরামারি বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আচমকাই রাস্তা আটকে দাঁড়ায় একটি বুনো হাতি। অভিযোগ, এরপরই যুবকের উপর আক্রমণ চালায় হাতিটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আকাশ উরাওয়ের। বৃষ্টি থামার পর এলাকাবাসীরা হাতি তাড়াতে গিয়ে যুবকের দেহ দেখতে পান। স্থানীয়দের দাবি, হাতির হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বানারহাট থানার পুলিশ।

পাশাপাশি বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড ও মরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরাও ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

চাঁচলে ফের প্রকাশ্য তোলাবাজি! গর্জে উঠল আমজনতা

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ রাজ্যে সরকার বদলের পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তোলাবাজির বিরুদ্ধে কোনও রকম আপস নয়। 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। কিন্তু সেই নির্দেশের মাঝেই মালদহের চাঁচলে প্রকাশ্যে সামনে এল তোলাবাজির অভিযোগ। আর সেই দৃশ্য ধরা পড়ল সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাতেও।অভিযোগ, চাঁচল এলাকায় নর্থ মালদহ ড্রাইভার কল্যাণ সমিতি নামাঙ্কিত কূপন ধরিয়ে বাইরে থেকে আসা প্রতিটি লরির কাছ থেকে ৫০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। ইলিয়াস নামে এক ব্যক্তি রাস্তায় দাঁড়িয়ে লরির চালকদের হাতে কূপন তুলে দিয়ে টাকা নিচ্ছেন বলে দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এইভাবে টাকা তোলা হচ্ছে। তবে কার নির্দেশে বা কী কারণে এই টাকা নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেননি তিনি।ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে চাঁচলের সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, আগের সরকারের আমল থেকেই এলাকায় তোলাবাজির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সরকার পাল্টালেও সেই পুরনো চিত্র এখনও বদলায়নি। তবে নতুন সরকারের আমলে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেই আশাবাদী তারা।এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বিজেপির উত্তর মালদহের সহ-সভাপতি তথা চাঁচলের বিজেপি প্রার্থী রতন দাসও। তাঁর অভিযোগ, বিগত সরকারের সময় তোলাবাজি একপ্রকার 'কালচার'-এ পরিণত হয়েছিল। এখন সেই সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত ও কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

খাগড়াকুড়িতে অক্সফোর্ড জিনিয়াস স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার কুশমন্ডি ব্লকের খাগড়াকুড়িতে অবস্থিত অক্সফোর্ড জিনিয়াস স্কুল -এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সিবিএসই কারিকুলামের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা। রঙিন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ প্রতিভা ও উৎসবমুখর আবহে এদিন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।অনুষ্ঠানে নৃত্য, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য, ক্যারাটে প্রদর্শনী সহ একাধিক আকর্ষণীয় পরিবেশনা উপস্থাপন করে ছাত্র-ছাত্রীরা। বিশেষভাবে দর্শকদের মন জয় করে 'ওল্ড জেনারেশন বনাম নিউ জেনারেশন' বিষয়ভিত্তিক নাট্য পরিবেশনা, যেখানে আধুনিকতা ও প্রজন্মগত ভাবনার পার্থক্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়। খুদে পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাসী ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপস্থিত অতিথি, অভিভাবক ও দর্শকদের মুগ্ধ করে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌরব সিং, দেবলীনা ভদ্র, পূজা শ্রীবাস্তব, প্রীতি রায়, সমীর ঠাকুর ও অভিষেক সেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু অভিভাবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশ ঘটানোই তাদের মূল লক্ষ্য।

দুর্ঘটনার কবলে স্কুল ফেরত পড়ুয়ারা , টোটোচালক সহ আহত ৮

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল স্কুল পড়ুয়াদের একটি টোটো। ঘটনায় আহত হয়েছে টোটো চালক-সহ মোট ৯ জন। বৃহস্পতিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে চোপড়া কালাগছ মাঝামাঝি ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পোল ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেন্ট পল নামে একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন পড়ুয়া স্কুল ছুটির পর টোটোযোগে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। সেই সময় পোল ফ্যাক্টরি এলাকার কাছে পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে।ধাক্কার জেরে টোটোটি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। ঘটনায় টোটোতে থাকা আটজন স্কুল পড়ুয়া ও টোটো চালক গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের হাত ভেঙে যায় এবং অনেকে মুখ ও শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত পান বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় চোপড়া ব্লকের দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর টোটো চালকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বাকি আহত পড়ুয়াদের চিকিৎসা চলছে দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

টানা এক বছর ধরে মহিলাকে নির্যাতন, পুলিশের হাতে গ্রেফতার পঞ্চায়েত সদস্য

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে মহিলাদের ওপর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শুক্রবার। এই মর্মে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর গ্রেপ্তার হয় ওই পঞ্চায়েত সদস্য। সরকার বদলের পর থেকেই ভয় কাটছে সাধারণ মানুষের।অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে গ্রাম বাংলা। সেরকমই এক ঘটনার প্রতিফলন ঘটল রায়গঞ্জে।রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ১২ নং বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পঞ্চায়েত সদস্য মিঠুন বর্মনের বিরুদ্ধে শ্লীলতা হানির অভিযোগ আনেন স্থানীয় এক মহিলা। অভিযোগ প্রায় এক বছর ধরেই নানাভাবে ওই মহিলাকে উত্যক্ত করছিল পেশায় রংমিস্ত্রি অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য। সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বারে বারে কুপ্রস্তাব দেন ওই মহিলাকে। রাস্তাঘাটে এমনকি স্বামী বাড়িতে না থাকাকালীন অবস্থাতেও ওই মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এলাকায় জানিয়েও দীর্ঘদিন ধরে সুবিচার পাচ্ছিলেন না ঐ মহিলা। প্রতিবাদ করতে গেলে ভয় দেখান মিঠুন বর্মন বলে অভিযোগ করেন নির্যাতিতা মহিলা।এরপর ভোটের কারণে গ্রামে ফেরে গ্রামের পুরুষেরা। সৃষ্টি হয় বিক্ষোভ।

অবশেষে শুক্রবার এলাকার সকল মহিলারা জোট বদ্ধ হয়ে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দাবি করলেন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের।

অবশেষে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবিষয়ে এলাকার বাসিন্দা বীনা ঝাঁ বলেন, এতদিন আতঙ্কে থাকতো গ্রাম বাংলার মহিলারা। সরকার পরিবর্তন হওয়াতেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার এই সাহস পাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

মাটির নিচে চাপা পড়া পুকুরের ফিরে আসা ঃ পুরাতন মালদায় প্রশাসনের 'পাল্টা গল্প'

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ প্রায় দুই বছর আগে, নীরবে মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল একটি পুকুর। চারপাশ বদলেছে, জমির ব্যবহারও বদলেছে, কিন্তু সেই জলের অস্তিত্ব যেন হারিয়েই গিয়েছিল। শুক্রবার, প্রশাসনের উদ্যোগে সেই হারিয়ে যাওয়া জলাশয় আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়।রাজ্যে পালাবদলের পর অবৈধ পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে পুরাতন মালদা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। সেই তৎপরতারই একটি স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ল সাহাপুর অঞ্চলের মোড়গ্রাম এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একাধিক মালিকানাধীন প্রায় দুই বিঘা জমির মধ্যে একটি পুকুর ছিল, যা ফার্ম হাউসের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রায় দুই বছর আগে সেটিকে অবৈধভাবে ভরাট করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি যেন নতুন পরিচয় পেতে শুরু করেছিল।কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকেই বদলাতে থাকে দৃশ্য। প্রশাসনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শুরু করেন মাটি কাটার কাজ। স্তর স্তর মাটি সরতেই ধীরে ধীরে ফিরে আসে পুকুরের পুরনো চেহারা,যেন চাপা পড়ে থাকা স্মৃতি আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল।এই বিষয়ে পুরাতন মালদা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সৌমেন্দ্রনাথ সাহা জানান, বহুদিন ধরেই এই নিয়ে অভিযোগ আসছিল। তদন্তে গিয়ে বিষয়টি সত্য প্রমাণিত হওয়ায় জলাশয়টি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান চলবে বলেও তিনি জানান।এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা রাজবংশী বলেন, এটা শুরু মাত্র। আগামী দিনে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে একটাই আলোচনা, আইন ভেঙে প্রকৃতিকে চাপা দেওয়া যত সহজ, তাকে ফিরিয়ে আনা ততটাই কঠিন। তবুও পুরাতন মালদার এই ঘটনা যেন জানিয়ে দিল, দেরি হলেও হারিয়ে যাওয়া জলাশয় আবারও ফিরে আসতে পারে।

পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতী

নয়া জামানা, মালদহ ঃ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল মালদহ জেলা পুলিশ। কালিয়াচক থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল চারটি বেআইনি ওয়ানশাটার আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাইক সওয়ার দুই দুষ্কৃতীকে। ধৃতদের নাম মঙ্গল মন্ডল (২৭) ও সুজন মন্ডল (২০)। মঙ্গলের বাড়ি ইংরেজবাজারের কাটাগড় এলাকায় এবং সুজনের বাড়ি কালিয়াচকের উমাকান্তটোলায়। মালদহ জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। খবর ছিল, শাহবাজপুর এলাকা থেকে দুই যুবক বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সারদহের দিকে যাচ্ছে। সারদহ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে একটি বাইক আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই ধৃতদের কাছে থাকা নাইলনের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় চারটি বেআইনি ওয়ানশাটার। ঘটনার পরই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি মালদহে আনা হয়েছিল।তবে এই অস্ত্রগুলি ব্যক্তিগত অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হত নাকি অন্য কারও কাছে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ব্রাউন সুগার চক্রে পুলিশি সাফল্য, ২২ লক্ষ টাকার কাঁচামাল উদ্ধার

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ ফের মাদকচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ। ব্রাউন সুগার তৈরির বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল উদ্ধার করে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নাজমূল মোল্লা। তার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানা এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মালদহ শহরের বাঁধাপুকুর মোড় এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেই সময় সন্দেহভাজন অবস্থায় নাজমূল মোল্লাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার তৈরির বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২০ থেকে ২২ লক্ষ টাকা।তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ওই কাঁচামাল মালদহে এনে ব্রাউন সুগার তৈরির পরিকল্পনা ছিল ধৃতের। ফলে এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে এবং জেলার কোথাও গোপনে মাদক তৈরির কারখানা চলছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মাদক পাচার রুখতে পুলিশ যে আরও কড়া অবস্থান নিচ্ছে, এই অভিযান তারই বড় উদাহরণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।মালদহ জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, গোটা চক্রের শিকড় খুঁজে বের করতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃতকে মালদহ জেলা আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

কাঁটাতারের তাগিদে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ ক্যাম্প

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকে বিশেষত চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেই কম বেশি সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়েই রয়েছে ভারতীয় গ্রাম এবং কৃষি জমি। হিলি ব্লক শ্রীরামপুর থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণপুর উত্তর, জামালপুর, গোবিন্দপুর, আগ্রা, বৈগ্রাম, হাড়ি পুকুর উজাল দক্ষিণপাড়া গোসাইপুর ডুমরন চক গোপাল গয়েশপুর জামালপুর মথুরাপুর এবং লোকমা সহ প্রায় ৩৭ কিলোমিটার সীমান্ত পথ এখনো বিভিন্ন সমস্যা এবং সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের সাথে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতা থেকে যাওয়ায় বিএসএফ এর পক্ষ থেকে কিছু কিছু এলাকায় অস্থায়ীভাবে বাঁশ এবং তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা হলেও এখনো কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকায় স্থায়ীভাবে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই সেই সব অস্থায়ী সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ সহ পাকিস্তানি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা অস্থায়ী কাঁটাতারে বেড়া টপকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে সুযোগ বুঝে দেশের বিভিন্ন জনবহুল এবং শহরে ঘাঁটি গেড়ে অসামাজিক কার্যকলাপ করতে পারে এমনটা আশঙ্কা করা হচ্ছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। তাই এবারে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের যেসব সীমান্তবর্তী এলাকায় এখনো কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়নি সেইসব এলাকার ভারতীয় কৃষকদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণের জন্য দফায় দফায় নথি সংগ্রহের কেন চালুর নির্দেশিকা জারি করা করেছে। আগামী ইংরেজি ১৮ই মে থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত বেলা বারোটা থেকে বৈকাল চারটা পর্যন্ত হিলি ব্লকের ১৬ টি সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত মৌজার জমির মালিকদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্য হিলি ব্লক ভূমি এবং রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।ভূমি দপ্তরের পক্ষ জানা গেছে যে চকগোপাল, গোসাইপুর ডুমরন, উজালধারণা, বাসুদেবপুর, উত্তর আগ্রা চকগোপাল সহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন তারিখে ক্যাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমির কাগজপত্র যাচাই করে নো অবজেকশন আকারে একটি লিখিত কাগজপত্র তাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। তারপরেই সরকারি যে নির্ধারিত মূল্য সেই মূল্যে জমিদারদের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণ করার পরেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে হিলি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক দীপেশ মল্লিক বলেন যে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় যেসব কৃষকদের জমি রয়েছে তাদের এই জমি অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তারিখে একটি করে ক্যাম্প করা হবে। সেই ক্যাম্পের মাধ্যমেই কৃষকদের জমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করা হবে।

বুলবুলচন্ডী কাণ্ডে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যভেদ, পুলিশের জালে ২

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ বুলবুলচন্ডীতে ২০ বছরের যুবক গোপাল সরকার খুনের ঘটনায় মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই বড়সড় সাফল্য পেল হবিবপুর থানার পুলিশ। টাকার লোভে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে পুলিশি জেরায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য স্বীকার করেছে ধৃতরা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবক গোপাল সরকারের বাড়ি আইহো বক্সীনগর লালচাঁদপুর এলাকায়। তিনি একটি ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার অধীনে কাজ করতেন। বুধবার কোম্পানির টাকা কালেকশনের কাজে পাকুয়াহাট এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি। রাতে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও আর ফেরেননি। বৃহস্পতিবার সকালে বুলবুলচন্ডী রেল স্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের ধারে ঝোপের মধ্যে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত দেহ।গলায় ধারালো অস্ত্রের গভীর আঘাত দেখে প্রথম থেকেই খুনের সন্দেহ করে পরিবার।এরপর হবিবপুর থানার আইসি কৌশিক বিশ্বাসের নেতৃত্বে তদন্তে নামে পুলিশ।শুরু হয় জোর তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। তদন্তের মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে দুই যুবক রণি মজুমদার ও শত্রুঘ্ন মণ্ডল। ধৃতদের মধ্যে রণির বাড়ি হবিবপুরের ঋষিপুর এলাকায় এবং শত্রুঘ্নের বাড়ি মালদহ থানার সাহাপুরে।অভিযোগ, গোপালের কাছে থাকা কোম্পানির মোটা অঙ্কের টাকা ছিনতাই করতেই তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়।পরে দেহ ফেলে দেওয়া হয় রেললাইনের ধারে।পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র, মৃতের মোবাইল ফোন ও কিছু টাকা উদ্ধার করেছে। শুক্রবার ধৃতদের মালদহ জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্য মেধা তালিকায় মালদহের দুই ছাত্র

নয়া জামানা, মালদা ঃ উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতেই গর্বে ভাসছে মালদহ।এবারের পরীক্ষায় রাজ্যের প্রথম দশের ৬৪ জনের মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করল দুই কৃতী ছাত্র। একজন মালদহ শহরের অন্যজন গ্রাম বাংলার কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা সংগ্রামী মেধাবী। তাঁদের সাফল্যে খুশির হাওয়া গোটা জেলায়।মালদহ শহরের ঝলঝলিয়া দেশবন্ধুপাড়া এলাকার বাসিন্দা অরিত্র সাহা এবছর মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। ফল প্রকাশের পর জানা যায়, সে ৫০০-র মধ্যে ৪৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সম্ভাব্য অষ্টম স্থান অর্জন করেছে। শতাংশের হিসেবে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৭.৮০। অরিত্র শুধু রাজ্যস্তরেই নয়, মালদহ জেলাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ছেলের এই সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা পরিবার, শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ।অন্যদিকে, মালদহের কালিয়াচকের সুজাপুর হাইস্কুলের ছাত্র মহম্মদ শাহাবুদ্দিন আলিও মেধাতালিকায় নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেছে। বৈষ্ণবনগরের ভগবানপুর এলাহীটোলার বাসিন্দা শাহাবুদ্দিনের বাবা সাইফুদ্দিন আহমেদ একজন সাধারণ কৃষক। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে সে ৪৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সম্ভাব্য নবম স্থান অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত শতাংশ ৯৭.৬০। জেলায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে সে নজর কাড়ে সকলের।দুই কৃতীর এই অসাধারণ সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মালদহবাসী। তাঁদের ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের ঢল নেমেছে সর্বত্র।

পুলিশি অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র -গুলি সহ গ্রেপ্তার এক

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সালার থানার পুলিশের তৎপরতায় গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও জীবন্ত গুলি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সালার বাসস্ট্যান্ড মোড় এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় সালার থানার পুলিশ। পুলিশের এই সফল অভিযানে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ মে রাত আনুমানিক ১২টা ২৫ মিনিট নাগাদ পি এস আই সামিম আখতার-এর নেতৃত্বে সালার থানার একটি বিশেষ পুলিশ দল সালার বাসস্ট্যান্ড মোড় এলাকায় নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ইউনুস খান ওরফে বাচ্চু (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে। এরপর পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি চালায়।তল্লাশির সময় অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি জীবন্ত গুলি উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেফতার করে সালার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃত ইউনুস খান সালার থানার কাজিপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওই আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, কী উদ্দেশ্যে তিনি তা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখ তে তদন্ত শুরু করেছে সালার থানার পুলিশ।গভীর রাতে পুলিশের এই তৎপরতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সময়মতো পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারত।

পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসাও করেছেন অনেকেই।উল্লেখ্য, ধৃত ব্যক্তি এলাকার এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের আত্মীয় বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনও বিস্তারিতভাবে তদন্ত চালাচ্ছে সালার থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সাধারণ মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

হেলমেট ছাড়া রাস্তায় নামলেই জরিমানা,বহরমপুরে পুলিশের অভিযান

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ রাজ্যে নতুন সরকারের ঘোষণার পর থেকেই বাইক চালকদের জন্য হেলমেট বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ কার্যকর করতে তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। সেই নির্দেশকে সামনে রেখেই মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে শুরু হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযান। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হচ্ছে। লাগাতার এই অভিযানে শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। পুলিশের কড়াকড়ির জেরে আতঙ্কে বহু বাইক চালক এখন হেলমেট কিনতে ছুটছেন দোকানে। ফলে গত এক সপ্তাহে হেলমেট বিক্রিও উল্লেখ যোগ্য হারে বেড়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। বৃহস্পতিবার বহরমপুর শহরের কান্দি বাসস্ট্যান্ড, গির্জার মোড় ও ভাকুড়ি মোড়ে একযোগে অভিযান চালায় ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র ওইদিনই প্রায় ৩০ জন বাইক চালকের বিরুদ্ধে চালান কাটা হয়েছে। গত এক সপ্তাহে এই সংখ্যা দু'শোর গণ্ডি ছাড়িয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই অভিযান শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনেও তা চলবে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এক কর্তা জানান, দুই চাকার যান চালানোর ক্ষেত্রে হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক। দুর্ঘটনার সময় মাথায় গুরুতর আঘাত এড়াতে হেলমেট অত্যন্ত জরুরি। তাই হেলমেট ছাড়া কোনও বাইক চালককে রেয়াত করা হবে না। নিয়ম ভাঙলেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শহরের বিভিন্ন মোড়ে ট্রাফিক পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

হেলমেট ছাড়া বাইক চালকদের থামিয়ে সংশ্লিষ্ট ধারায় জরিমানার মামলা করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেও রেহাই মিলছে না। ট্রাফিক কর্মীরা মোবাইল ফোনে বাইকের নম্বর প্লেটের ছবি তুলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চালানের নোটিস পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাইকের মালিকের মোবাইলে পৌঁছে যাচ্ছে জরিমানার বার্তা। হেলমেট না থাকার ক্ষেত্রে জরিমানার অঙ্ক রাখা হয়েছে এক হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার গির্জার মোড়ে পুলিশের অভিযানের মুখে পড়েন প্রলয় মজুমদার নামে এক যুবক। তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। প্রলয়বাবুর বক্তব্য, মাঠে হাঁটাহাঁটির পর ঘেমে যাওয়ায় হেলমেট মাথায় না দিয়ে বাইকে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। আচমকাই পুলিশ রাস্তা আটকে দেয়। সব কথা বলার পরও জরিমানা করা হয়েছে। তবে মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশের এই উদ্যোগকে আমি সমর্থন করি। পুলিশের এই ধারাবাহিক অভিযানের প্রভাব পড়েছে বাজারেও। বহরমপুরের বিভিন্ন হেলমেটের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। ব্যবসায়ীদের মতে, দীর্ঘদিন পরে হেলমেট বিক্রিতে এমন গতি দেখা যাচ্ছে। শহরের এক হেলমেট বিক্রেতা বিকাশ হাজরা বলেন, গত এক সপ্তাহ ধরে হঠাৎ করেই বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে। আগে মানুষ এত গুরুত্ব দিত না। এখন পুলিশের কড়াকড়ির কারণে অনেকেই বাধ্য হয়ে হেলমেট কিনছেন। এদিকে, রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলের একাংশের দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর পুলিশ প্রশাসন আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বহরমপুর শহরে ধারাবাহিক ট্রাফিক অভিযান তারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও প্রশাসনের দাবি, এটি কোনও বিশেষ অভিযানের অংশ নয়, বরং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত আইন প্রয়োগের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শহরের বহু বাসিন্দার মতে, নিয়ম মেনে হেলমেট ব্যবহার করলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। তাই জরিমানার ভয় নয়,

নিজের নিরাপত্তার স্বার্থেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। পুলিশের তরফেও জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র জরিমানা নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাও এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য। আগামী দিনেও বহরমপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান আরও জোরদার হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। ফলে এখন থেকেই হেলমেট ছাড়া রাস্তায় না নামার পরামর্শ দিচ্ছেন ট্রাফিক

প্রতিকূলতার মধ্যেও সাফল্য, উচ্চ মাধ্যমিকে একই নং পেয়ে নজির যুগলবন্দি আবিদ-আকিলের

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ একসঙ্গে জন্ম, একসঙ্গে বেড়ে ওঠা। ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে পড়াশোনা, একই মাঠে খেলাধুলা, একই স্বপ্নকে সামনে রেখে এগিয়ে চলা। জীবনের প্রতিটি ধাপে যেন ছিল এক অদৃশ্য সুরের মিল। আর সেই মিলই এ বার নতুন করে চমকে দিল উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিন। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের ধুলিয়ান পুরসভা এলাকার কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশনের দুই যমজ ছাত্র আবিদ হাসান ও আকিল হাসান উচ্চ মাধ্যমিকে পেয়েছেন হুবহু একই নম্বর;৩৯৪। শতাংশের হিসেবে দু'জনের প্রাপ্ত নম্বর ৮৯.৪৯ শতাংশ। ফল প্রকাশের পর থেকেই এলাকায় দুই ভাইকে নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক চর্চা। পরিবারের সদস্য থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রতিবেশী থেকে সহপাঠীরা; সকলেই অবাক এই বিরল কাকতালীয় ঘটনায়। একই পরিবারে যমজ দুই ভাইয়ের একই নম্বর পাওয়ার ঘটনা কার্যত নজির তৈরি করেছে এলাকায়। ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোদাবন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা আবিদ ও আকিল। তাঁদের বাবা জাহাঙ্গির আলম পেশায় ডেয়ারি ফার্ম ব্যবসায়ী। মা রেনু বিবি গৃহবধূ। চার ছেলে ও দুই মেয়ের বড় সংসার। তবে গত প্রায় দু'বছর ধরে অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন পরিবারের কর্তা জাহাঙ্গির আলম। ফলে সংসারের দায়িত্ব অনেকটাই এসে পড়ে বড় ছেলেদের কাঁধে। সেই দায়িত্ব থেকে বাদ যাননি আবিদ ও আকিলও। পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার ব্যবসার কাজে নিয়মিত সাহায্য করেছেন দুই ভাই। পরিবারের আর্থিক ও মানসিক চাপের মধ্যেও পড়াশোনায় কখনও ভাটা পড়তে দেননি তাঁরা। দিনের একাংশ ব্যবসার কাজে কাটলেও রাত জেগে চলেছে পড়াশোনা। দুই ভাইয়ের কথায়, পরিস্থিতি কঠিন ছিল ঠিকই, কিন্তু বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করার ইচ্ছেটাই আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর পরিবারের বাড়িতে যেন খুশির বন্যা নেমে আসে। প্রতিবেশীরা ভিড় জমান শুভেচ্ছা জানাতে। আত্মীয়-পরিজনের ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে গোটা পরিবার। জাহাঙ্গির আলম আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর অনেক চিন্তায় ছিলাম। ছেলেরা সংসারের কাজ সামলে যে এ ভাবে পড়াশোনায় সাফল্য পাবে, তা সত্যিই গর্বের। যদিও মোট নম্বর একই, তবে বিষয়ভিত্তিক নম্বরে রয়েছে সামান্য পার্থক্য। আবিদ বাংলায় পেয়েছেন ৭৭, ইংরেজিতে ৮৭, কেমিস্ট্রিতে ৭৬, অঙ্কে ৮০, ফিজিক্সে ৭২ এবং বায়ো সায়েন্সে ৭৪। অন্যদিকে আকিল বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৮৬, কেমিস্ট্রিতে ৭২, অঙ্কে ৭৮, ফিজিক্সে ৬৫ এবং বায়ো সায়েন্সে ৭৮ নম্বর পেয়েছেন। আলাদা বিষয়ে নম্বরের তারতম্য থাকলেও মোট নম্বরে দু'জনের সমতা যেন আরও বেশি করে বিস্মিত করেছে সকলকে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও দুই ভাইয়ের কিছুটা আলাদা। আকিল ভবিষ্যতে মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করতে চান। অন্যদিকে আবিদের আগ্রহ বায়োলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায়। তবে লক্ষ্য একটাই; নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো। কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মাসুদ হাই রহমান বলেন, দুই ভাই অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং ভদ্র স্বভাবের ছাত্র। স্কুলের শিক্ষক হিসেবে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। একই নম্বর পাওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে বিরল। ওরা আগামী দিনে আরও বড় সাফল্য অর্জন করুক, এটাই আমাদের শুভেচ্ছা। শিক্ষকদের একাংশের মতে, বর্তমান সময়ে মোবাইল ও নানা বিভ্রান্তির যুগে দাঁড়িয়ে দুই ভাইয়ের এই সাফল্য অন্য পড়ুয়াদের কাছেও বড় অনুপ্রেরণা। সীমিত সামর্থ্য, পারিবারিক দায়িত্ব ও প্রতিকূলতার মধ্যেও যে অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে সাফল্য অর্জন সম্ভব, আবিদ ও আকিল যেন তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। গ্রামের মানুষও এখন গর্বিত দুই ভাইকে নিয়ে। তাঁদের সাফল্যে খোদাবন্দপুর গ্রামেও যেন উৎসবের আবহ। স্থানীয়দের আশা, ভবিষ্যতে আরও বড় মঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে জেলার নাম উজ্জ্বল করবেন এই যমজ দুই কৃতী

ভোট দিয়েছেন, তবু তালিকা থেকে নাম বাদ !এসআইআর ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে বিপাকে তিন ভাই

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ এসআইআর শুনানিতে হাজিরা, সমস্ত নথিপত্র জমা, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি- এমনকি সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাঁরা। কিন্তু তারপরও আচমকাই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেল একই পরিবারের তিন সদস্যের নাম। নতুন করে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার নোটিস হাতে পেয়ে হতবাক ফরাক্কার শেখ পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের বেনিয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫১ নম্বর বুথ এলাকার আন্ধুয়া দক্ষিণ পাড়ার। স্থানীয় বাসিন্দা মুদ্দিন শেখ ও তাঁর স্ত্রী সাবেরা বিবির তিন ছেলে; বাসির শেখ, কামরুল শেখ ও নাজবুল শেখ; সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়ার আওতায় ট্রাইব্যুনালে ডাকা হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। শুনানিতে হাজির হয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়ার পর তাঁদের নাম সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুদ্দিন শেখ শিয়ালদহ রেল বিভাগের প্রাক্তন কর্মী। প্রায় ১২ বছর আগে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ওই পরিবার এলাকায় বসবাস করছে। এসআইআর শুনানিতে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, স্কুলের শংসাপত্র-সহ একাধিক নথি জমা দেওয়ার পরই তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু কয়েকদিন আগে আচমকাই ফরাক্কা বিডিও দপ্তর থেকে ফোন আসে। জানানো হয়, কলকাতার জোকায় অবস্থিত ১১ নম্বর ট্রাইব্যুনালে বিচারপতি ইন্দ্রজিত চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে হাজির হতে হবে। কারণ জানতে চেয়ে পরিবার দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁরা জানতে পারেন, ভোটার তালিকায় তিন ভাইয়ের নাম 'ডিলিট' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সূত্রেই পুনরায় শুনানির নির্দেশ। ঘটনায় কার্যত হতভম্ব হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। বাসির শেখ বলেন, আমরা তিন ভাই বাবা-মায়ের সমস্ত নথিপত্র, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও স্কুলের শংসাপত্র জমা দিয়েছি। শুনানির পর আমাদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয়েছিল। ভোটও দিয়েছি। হঠাৎ করে আবার নাম বাদ দেওয়ায় আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। স্থানীয় বিএলও শেখ রেজাউলও বিষয়টি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, তিন ভাইয়ের নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় ওঠার পর তাঁরা ট্রাইব্যুনালে কোনও আপিলও করেননি। হঠাৎ তাঁদের ফের ডাকা হল। পরে দেখি ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম 'ডিলিট' দেখাচ্ছে। বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। ট্রাইব্যুনাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন ভাইয়ের বয়সের ব্যবধান সংক্রান্ত নথিতে অসঙ্গতি থাকায় তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাসির শেখের জন্মতারিখ ৩ মার্চ ১৯৮১, কামরুল শেখের জন্ম ১১ নভেম্বর ১৯৮১ এবং নাজবুল শেখের জন্ম ২০ জুন ১৯৮২। অর্থাৎ ভাইদের জন্মের ব্যবধান অত্যন্ত কম হওয়ায় নথির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই কারণেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পরিবার ও স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে। তাঁদের প্রশ্ন, একবার সমস্ত নথি যাচাই করে নাম অন্তর্ভুক্ত করার পর ভোটদান পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পরে কীভাবে আবার নাম বাতিল করা হল? বিষয়টি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে বলে মনে করছেন অনেকে। পরিবারের দাবি, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এদেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন এবং সমস্ত বৈধ নথিও রয়েছে। ফলে নতুন করে নাগরিকত্ব প্রমাণে দৌড়ঝাঁপ শুরু হওয়ায় চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের একাংশ অবশ্য জানাচ্ছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তথ্য যাচাই চলাকালীন নথিতে গরমিল ধরা পড়লে নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যদিও ভোট দেওয়ার পর নাম বাতিল হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে পুরো প্রক্রিয়া নিয়েই। এখন শেখ পরিবারের নজর উচ্চ আদালতের দিকে। তাঁদের আশা, আদালতের হস্তক্ষেপে পুনরায় নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার ফিরে পাবেন তিন ভাই।

ইউনিফর্ম সরবরাহে দুর্নীতির অভিযোগ, মহিলা মহাসংঘে বচসা থেকে মারামারি

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ সুতি-২ ব্লকের নারীর শক্তি মহিলা মহাসংঘ অফিস। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বাবলম্বী করার এই কেন্দ্রই আচমকা বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। মহাসংঘের ভেতরের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এদিন আছড়ে পড়ল প্রকাশ্য রাস্তায়। হিসাব নিয়ে বচসা থেকে শুরু করে দুই পক্ষের মধ্যে চলল তুমুল হাতাহাতি ও গালাগালির পর্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।সংগঠনের সম্পাদিকা শাকিলা বানুর অভিযোগের তির সরাসরি সভানেত্রীর দিকে। তাঁর দাবি, সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এলাকার ইউনিফর্ম তৈরির কাজ বাইরে থেকে করিয়ে এনে অনৈতিকভাবে সাপ্লাই করা হয়েছে।সম্পাদিকা শাকিলা বানুর বক্তব্য সরকারকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত মালের টাকা তুলে নিজেদের পকেটে ঢোকানো হয়েছে। আদার্স প্রতিনিধিরা এখনও টাকা পাননি। বডিকে না জানিয়ে গোপনে মিটিং করা হচ্ছে এবং যারা কাজ করেন না, তাদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।ক্ষ্মতিনি স্পষ্ট জানান, সংগঠনের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ হওয়া উচিত এবং দোষীদের শাস্তি হওয়া দরকার।তবে চুপ করে বসে থাকেনি সভানেত্রীর পক্ষও। তাঁদের পাল্টা দাবি, দুর্নীতির এই পাঠ নাকি সম্পাদিকা শাকিলা বানুই তাঁদের শিখিয়েছেন! অতীতে শাকিলা বানু নিজেই বাইরে থেকে ইউনিফর্মের কাজ আনিয়ে করতেন বলে পাল্টা তোপ দাগেন তাঁরা। সভানেত্রীর বক্তব্য শাকিলা বানুই আগে বাইরে থেকে ইউনিফর্মের কাজ এনে করতেন। ওনাদের দেখেই আমরা শিখেছি।সরকারি প্রকল্পের কাজ এবং তার আর্থিক হিসাব নিয়ে দুই পক্ষের এই কাদা ছোঁড়াছুড়িতে এখন সরগরম সুতি-২ নম্বর ব্লক। একদিকে স্বনির্ভরতার নামে সরকারি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ, অন্যদিকে আদি-নব্য দ্বন্দ্ব। এই ঘটনায় সংগঠনের অন্দরে চাপানউতোর এখন তুঙ্গে। শেষ পর্যন্ত এই দুর্নীতির জল কতদূর গড়ায় এবং প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন দেখার।

উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা যুব কংগ্রেসের

মুক্ত দাস, নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ হরিহরপাড়া ব্লকে উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিল হরিহরপাড়া ব্লক যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ। শুক্রবার বিকেলে ব্লক স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ফুলের তোড়া, উপহার এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে সম্মান জানানো হয়। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হরিহরপাড়া ব্লক স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করেছে স্বরুপপুর হাই স্কুলের ছাত্রী সাদিয়া সুলতানা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭০। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে রুকুনপুর হাই স্কুলের ছাত্রী মিমি দাস, তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৭। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তরতিপুর হাই স্কুলের ছাত্রী জিনিয়া হক, তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৬। এদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে হরিহরপাড়া ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি রফিকুল ইসলাম, ধরমপুর অঞ্চল যুব কংগ্রেস সভাপতি শাকিল আনসারী, হরিহরপাড়া ব্লক ছাত্র পরিষদ সভাপতি রোজ বিশ্বাস সহ যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের একাধিক নেতৃত্ব সংবর্ধনা দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কৃতী পড়ুয়াদের এই সাফল্য আগামী দিনে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের আরও উৎসাহিত করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো ফলাফল করা পড়ুয়াদের পাশে সবসময় থাকার বার্তাও দেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

রেজিনগর থেকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন হুমায়ুন

নয়া জামানা মুর্শিদাবাদ ঃ নওদা ও রেজিনগর; দুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, জয়ী হলেও একটি আসন ছেড়ে দিতেই হতো তাকে। অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে , শুক্রবার রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দিলেন হুমায়ুন কবির। আর এর সাথেই বড় চমক দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন,

রেজিনগরের উপনির্বাচনে এবার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হতে চলেছেন তার নিজের ছেলে !সাম্প্রতিক নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিয়ে নওদা এবং রেজিনগর; দুই কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবির। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী, কোন প্রার্থী দুটি আসনে একসাথে বিধায়ক থাকতে পারেন না।কোন আসনটি তিনি নিজের কাছে রাখবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গত কয়েকদিন ধরেই জোর চর্চা চলছিল। অবশেষে আজ সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রেজিনগর বিধানসভা আসনটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি এবং স্পিকারের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দেন। ফলে তিনি এখন নওদার বিধায়ক হিসেবেই থাকছেন।রেজিনগর আসনটি হাতছাড়া করতে নারাজ হুমায়ুন কবির। ইস্তফা দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি এক মস্ত বড় ঘোষণা করেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির টিকিটে লড়াই করবেন তার সুযোগ্য পুত্র।রাজনৈতিক মহলের মতে, হুমায়ুন কবিরের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত চতুর এবং দূরদর্শী। একদিকে তিনি নওদা আসনটি নিজের দখলে রাখলেন, অন্যদিকে রেজিনগরে নিজের ছেলেকে প্রার্থী করে ঘরের ক্ষমতা ঘরেই ধরে রাখার মাস্টারস্ট্রোক দিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ঘুরে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনা ! তিন বন্ধুর ১জন মৃত, আহত ২

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম আকাশ কর্মকার (২০), বাড়ি পলাশিপাড়া থানার চকবিহারী গ্রামে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে আরও দুজন।

বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চকবিহারী ঘোষ পাড়ার সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার তিন বন্ধু এক বাইক করে বেড়াতে যায়। ফেরার পথে কোনভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় তাঁদের বাইকটি। পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষ তিনজনকে উদ্ধার করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসক আকাশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দুজনের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাঁদের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক মাস ধরে নদীয়ার একাধিক জায়গায় বিশেষ করে রাজ্য ও জাতীয় সড়ক গুলিতে ঘটে যাওয়া পথ দুর্ঘটনার জেরে মানুষের মধ্যে এখনো আতঙ্ক বর্তমান। তারওপর এই দুর্ঘটনাটি নতুন করে পথচারীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করল।

তৃণমূলের তালাবন্ধ শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় খুলে দিল বিজেপির কর্মীরা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুরের জামবুনি বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিক সংগঠনের একটি ঘরের তালা ভাঙাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তৃণমূল পরিচালিত সংগঠনের বন্ধ থাকা ওই ঘরে তালা ভেঙে প্রবেশ করেন এক বাসকর্মী এমনটাই অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কর্মীদের মধ্যে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোলপুর থানার পুলিশ।জানা গিয়েছে, বোলপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন রুটে কয়েকশো বাস চলাচল করে। এই বাসস্ট্যান্ডের সঙ্গে চারশোরও বেশি কর্মচারী যুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে বাসস্ট্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়নের অফিস তৃণমূল সমর্থিত সংগঠনের দখলে ছিল। সম্প্রতি বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে ওই অফিসে নেতৃত্বদের আর দেখা যায়নি। সেই সময় থেকেই ঘর তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এই আবহেই এদিন সকালে একটি ঘরের তালা ভাঙাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। অভিযোগ ওঠে, বিজেপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত এক বাস কর্মচারী ওই তালা ভেঙেছেন। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত কর্মী ও বিজেপি নেতৃত্ব।উল্লেখ্য, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় বা ইউনিয়ন অফিস দখল নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, দলের নামে কোনও ট্রেড ইউনিয়ন বা তোলাবাজির সংস্কৃতি বরদাস্ত করা হবে না। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এ বিষয়ে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছেন।এদিন সকালে বোলপুর বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশন ও কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বরা। বৈঠকে বাসস্ট্যান্ডের পরিকাঠামো, কর্মীদের সমস্যা, যাত্রী সুরক্ষা ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয় বলে দাবি বিজেপির। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সম্পাদক বিকাশ মিশ্র বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশীর্বাদে ১৫ বছর পর বিজেপি সরকার গঠন করেছে। রাজ্যের বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে পুরনো ট্রেড ইউনিয়ন অফিস তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু বিজেপির কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নেই। রাজ্য নেতৃত্ব যা নির্দেশ দেবে, সেই ভাবেই কাজ হবে। বাস মালিক ও কর্মচারীদের সমস্যার কথা শুনতেই আমরা এসেছিলাম।তালা ভাঙার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমন কোনও ঘটনা হয়ে থাকলে তা খ তিয়ে দেখা হবে।অভিযুক্ত বাস কর্মচারী বিজু হাজরা অবশ্য দাবি করেছেন, বাস কর্মীদের বসার জন্য একটি ঘর ছিল। সেখানে কে তালা মেরেছিল জানি না। বসতে সমস্যা হচ্ছিল।

তাই কর্মীরা মিলেই তালা খুলেছে। এই নিয়ে বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, শান্তির বাংলা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে বিজেপি। আর তাদের কাজের নমুনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি পরিস্থিতি চলছে চারিদিকে।

হরিনাম সংকীর্তনের প্রসাদ খেয়ে মৃত ২, অসুস্থ প্রায় ৩৫ জন

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার তেহট্ট এলাকায় হরিনাম সংকীর্তনে প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বহু মানুষ। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছন্দা মণ্ডল (৪৫)ও ভারতী মন্ডল নামে দুই গৃহবধূর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রসাদ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েন ভক্তরা। বর্তমানে প্রায় ৩৫ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে তেহট্টের চাঁদের ঘাট এলাকার বাসিন্দা ব্যোমকেশ মণ্ডলের বাড়িতে একটি হরিনামের আয়োজন করা হয়। হরিনাম শেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।অভিযোগ, সেই প্রসাদ খাওয়ার পর থেকেই একে একে অসুস্থ হয়ে

পড়েন বহু মানুষ। পেট ব্যথা, বমি ও শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে অসুস্থদের তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এছাড়াও কয়েকজনকে বেসরকারি হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ছন্দা মণ্ডলের। অন্যদিকে ভারতী মণ্ডলও শুক্রবার রাতে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিজের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।বর্তমানে এখনও প্রায় ৩৫ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

সাফাই কর্মীদের অপমান ! প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

সায়ন, ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাস্তায় নেমে আন্দোলনের রেশ না কাটতেই আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূমের পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড। প্রতিদিনের ন্যায় শুক্রবারও পৌরসভায় কাজ শেষ করে হাজিরা দেওয়ার পর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন পৌরসভার সাফাই কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময় রামপুরহাট শহরের ডাকবাংলা মোড় এলাকায় রামপুরহাট পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর সাফাই কর্মী মহিলাদের দাঁড় করিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন পৌরসভার সাফাই কর্মীরা। গত বৃহস্পতিবার সেই দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভও দেখ ান তাঁরা। অভিযোগ, সেই আন্দোলনের আবহের মধ্যেই শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর রামপুরহাট পৌরসভার ৪ নম্বর

ওয়ার্ডের মহিলা ও পুরুষ সমস্ত সাফাই কর্মীরা একজোট হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভের মধ্যেই তাঁদের স্লোগান দিতে শোনা যায়, রামপুরহাট পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর আব্বাস হোসেনকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। পাশাপাশি সাফাই কর্মীদের হুঁশিয়ারি, অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তাঁরা রামপুরহাট পৌরসভার সাফাইয়ের কাজে যোগ দেবেন না। এরপর ওই অভিযোগকারী মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর আব্বাস হোসেনের বিরুদ্ধে রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রামপুরহাট পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর আব্বাস হোসেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সময়মতো বেতন নেই, কাটছাঁট চলছেই ! প্রতিবাদে পৌরসভার কর্মীদের ডেপুটেশন

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বৃহস্পতিবারের পথ অবরোধ আন্দোলনের পর শুক্রবার ফের নিজেদের একাধিক দাবি নিয়ে বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভায় লিখিত স্মারকলিপি জমা দিলেন পৌরসভার সাফাই কর্মী ও ট্রাক্টর চালকেরা। উল্লেখ্য, গতকাল রামপুরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সাফাই কর্মীরা। তাদের অভিযোগ ছিল, দীর্ঘদিন ধরেই প্রাপ্য বেতন ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না এবং বেতন থেকে বেআইনিভাবে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। বিক্ষোভের পর সাফাই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন রামপুরহাট পৌরসভার পৌরপতি সৌমেন ভগত। তিনি কর্মীদের আশ্বাস দেন, বিষয়টি লিখিতভাবে জমা দিলে তা খতিয়ে দেখা হবে। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই শুক্রবার রামপুরহাট পৌরসভায় লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন সাফাই কর্মী ও ট্রাক্টর চালকেরা। সাফাই কর্মীদের অভিযোগ, তারা নিয়মিতভাবে প্রাপ্য বেতন পাচ্ছেন না। পাশাপাশি পৌরসভার কিছু কর্মী ও অফিস স্টাফদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও তোলেন তারা। কর্মীদের দাবি, বেতন থেকে কাটছাঁট

বন্ধ করতে হবে, নির্দিষ্ট মজুরি সঠিকভাবে দিতে হবে এবং দীর্ঘদিনের কর্মীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করতে হবে। তাদের আরও অভিযোগ, গায়ের জোরে কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাফাই কর্মীরা জানান, তারা বহু বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এমনকি তাদের পরিবারের আগের প্রজন্মও পৌরসভার কাজে যুক্ত ছিলেন। কর্মীদের দাবি, বর্তমানে তারা দৈনিক ২১৫ টাকা হারে মজুরি পান। অন্যদিকে ট্রাক্টর চালকেরা মাসে মাত্র ৬৫০০ টাকা এবং মহিলা ঝাড়ুদার কর্মীরা মাসে ২০০০ টাকা করে পান বলে অভিযোগ করেন। বর্তমান বাজারদরে এই টাকায় সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব বলেও জানান তারা। অনেক দূর দুরন্ত গ্রাম থেকে এসে কাজ করতে হয় বলেও দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা। বর্তমানে রামপুরহাট পৌরসভায় চেয়ারম্যান না থাকায়, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতেই এদিন লিখিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মীদের দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনা রুখতে জিরো টলারেন্স, নদীয়াজুড়ে হেলমেট বিহীন বাইকারদের ধরপাকড়

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা, প্রাণ হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। একাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেও কর্ণপাত নেই বাইক চালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহন চালকদের। এবার দুর্ঘটনা এড়াতে এবং মানুষকে আরো একধাপ সতর্ক করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল নতুন রাজ্য সরকার। হেলমেট বিহীন অবস্থায় আর রাস্তায় বেরোতে পারবেন না, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করলে দিতে হবে জরিমানা, দেখাতে হবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। না দেখাতে পারলে দিতে হতে পারে অতিরিক্ত জরিমানা। শুক্রবার নদীয়ার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কসহ বিভিন্ন রাজ্য সড়কে বিশেষ তৎপরতা চলে ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে।

ঠিক তেমনি নদীয়ার শান্তিপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একই তৎপরতা চলছে ট্রাফিক গার্ডের তরফ থেকে। মাইকিং প্রচার করে করা হচ্ছে অতি সতর্কতা অবলম্বন।

হেলমেট বিহীন অবস্থায় রাস্তায় বেরোলে খপ করে ধরছে পুলিশ, কেন হেলমেট মাথায় দেননি প্রশ্ন করছে পুলিশ। যদিও প্রথম দিনের সতর্কতায় দেখা গেল পুলিশের মানবিক মুখ, দেওয়া হচ্ছে একবার ছাড়পত্র,

কিন্তু পরবর্তীতে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করলে কড়া পদক্ষেপের কথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে নদীয়ার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে একাধিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, প্রাণ হারিয়েছে প্রচুর সংখ্যক মানুষ।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার দুবরাজপুরে তৃণমূল কর্মী ও তাঁর ছেলে

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের দুবরাজপুর তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি স্বপন মন্ডল এবং তাঁর ছেলে দীপাঞ্জন মন্ডলকে গ্রেফতার করল সদাইপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃত দু'জনকে সিউড়ি আদালতে তোলা হলে পুলিশের পক্ষ থেকে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।

তবে আদালত ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমনাথ মাল নামে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার সদাইপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, একটি মনসা মন্দিরে মিটিং চলাকালীন স্বপন মন্ডল, তাঁর ছেলে দীপাঞ্জন মন্ডল সহ কয়েকজন দুষ্কৃতী এলাকায়

বোমাবাজি চালায় এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে। এমনকি ঘটনায় গুলি চালানোর অভিযোগও ওঠে।এই অভিযোগের ভিত্তিতেই শুক্রবার সকালে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাঁদের সিউড়ি আদালতে পেশ করা হয়।যদিও গোটা ঘটনাকে সম্পূর্ণ সাজানো বলে দাবি করেছে অভিযুক্ত পক্ষ। তাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে স্বপন মন্ডল ও তাঁর ছেলেকে।

দ্রুত শেষ হবে সাঁইথিয়া রেল ওভারব্রিজের কাজ, আশ্বাস বিধায়ক কৃষ্ণকান্তের

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সাঁইথিয়া শহরের বহুদিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রেলওয়ে ওভারব্রিজের অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন সাঁইথিয়া বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কান্ত সাহা। এদিন তিনি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে আবেদনপত্র জমা দিয়ে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির বিষয়টি তুলে ধরেন।চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, সাঁইথিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এই অসম্পূর্ণ ওভারব্রিজের কারণে চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন। দীর্ঘদিন ধরে কাজ আটকে থাকায় শহরে প্রায়শই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, নিত্যযাত্রী, ব্যবসায়ী, রোগী ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের যাতায়াতে ব্যাপক অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে রেলগেট বন্ধ থাকলে দীর্ঘক্ষণ যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যাচ্ছে।বিধায়ক কৃষ্ণ কান্ত সাহা বৈঠকে জানান, সাঁইথিয়ার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি এই রেল

ওভারব্রিজ। কাজ শুরু হলেও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়েছে। তাই বৃহত্তর জনস্বার্থে দ্রুত বাকি কাজ সম্পূর্ণ করে ওভারব্রিজটি চালু করার জন্য তিনি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানান। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষ্ণ কান্ত সাহা বলেন, সাঁইথিয়ার মানুষের স্বার্থে আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেছি। ডবল ইঞ্জিন সরকারের উপর মানুষের ভরসা রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে খুব দ্রুত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আমরা আশাবাদী। তিনি আরও বলেন, এই ওভারব্রিজ চালু হলে শুধু সাঁইথিয়া শহর নয়, আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই সহজ হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতেও বড় সুবিধা মিলবে।এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি উদয় শংকর ব্যানার্জি, রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ধ্রুব সাহা সহ বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী। বৈঠকের পর দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই আশাবাদ প্রকাশ করেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বীরভূমে মাদক পাচার মামলায় বড় রায়, অভিযুক্তদের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৩ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে চলা বহুচর্চিত মাদক পাচার মামলায় অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল আদালত। বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল একটি পাঞ্জাবি লরি, যেখান থেকে উদ্ধার হয় ৬ কুইন্টালেরও বেশি গাঁজা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে লরিটিকে আটক করে। তদন্তে জানা যায়, আসাম থেকে দুর্গাপুরের দিকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক পাচার করা হচ্ছিল।

এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় চার অভিযুক্ত ; গুরবিন্দ সিং, চন্দ্রদীপ সিং, কাজীম উদ্দিন শেখ ও রাসিকুল ইসলামকে। এরপর দীর্ঘ তদন্ত ও প্রায় তিন বছরের বিচার প্রক্রিয়া চলে আদালতে। পুলিশ তদন্তে একাধিক

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও প্রমাণ আদালতে পেশ করে।অবশেষে শুক্রবার আদালত চারজনকেই দোষী সাব্যস্ত করে কড়া শাস্তির নির্দেশ দেয়। আদালতের রায় অনুযায়ী, প্রত্যেক অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।মাদক পাচারের বিরুদ্ধে এই রায়কে বড় বার্তা হিসেবেই দেখছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ। পুলিশের দাবি, ভবিষ্যতেও আন্তঃরাজ্য মাদক চক্রের বিরুদ্ধে আরও কড়া অভিযান চালানো হবে।

পাঁচার রোধে পদক্ষেপ, নদীয়ায় খুব শীঘ্রই বসতে চলেছে কাঁটাতার

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্তের কাঁটাতার দেওয়ার জমি দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। নতুন রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের পর এবার অনুপ্রবেশকারী ও চোরাকারবারিদের রাতের ঘুম উড়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পর রাজ্য সরকারের কড়া সিদ্ধান্ত ৪৫ দিনের ভেতরে জমি অধিগ্রহণ করা হবে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে। যার ব্যতিক্রম নয় নদীয়াও। এখনো নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের একাধিক জায়গায় নেই কাঁটাতারের বেড়া, বিএসএফের নজরদারি থাকলেও তাদের চোখে ধুলো দিয়ে চলত

অবৈধ ব্যবসা, এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়তো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। এবার দীর্ঘদিনের জটিলতা কাটিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিল নতুন রাজ্য সরকার, রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পরেই সীমান্ত নিয়ে বিশেষ ঘোষণা করেন নব মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার কথায় ৪৫ দিনের মধ্যে অধিগ্রহণ করা হবে জায়গা, সঠিক জায়গা গুলি চিহ্নিতকরণ করে এবং যাতে কোনো রকম ফাঁকফোকর না থাকে পাকাপোক্তভাবে তৈরি করা হবে কাঁটাতারের বেড়া। নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ কিলোমিটার, চারটি বিধানসভার অতিক্রমের মধ্য দিয়ে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। কিন্তু সঠিক সময়ে জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় এখ নো একাধিক জায়গায় দেওয়া সম্ভব হয়নি কাঁটাতার। রাজ্য সরকারের উদ্যোগ মতোই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নদীয়ার ভারতের মানচিত্র এবং বাংলাদেশের মানচিত্রে আর থাকছে না কাঁটাতার বিহীন। বাড়ানো হবে বিএসএফের নজরদারি, দিয়ে দেওয়া হবে পাকাপোক্ত কাঁটাতারের বেড়া।

মজদুর থেকে মাফিয়া ! কাটোয়ায় বাবুলাল সাম্রাজ্যের পতন, নেপথ্যে কোন রহস্য ?

নয়া জামানা ।। কাটোয়া

পুরসভার সামান্য মজদুর থেকে শহরের প্রতাপশালী তৃণমূল নেতা, তারপর সোজা জানকীলাল শিক্ষা সদনের পরিচালন সমিতির মাথায়। রূপকথার মতোই দ্রুত উত্থান কাটোয়ার বাবুলাল শেখের। কিন্তু সেই রঙিন জগত এখন ধূসর। বালিঘাটের একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে শুরু করে জমি দখল, এমনকি অবৈধ জুয়া খেলার নিয়ন্ত্রণ;সবই ছিল বাবুলাল বাহিনীর হাতে। গত কয়েক বছর ধরে কাটোয়ায় গড়ে ওঠা বহুতলগুলোর সিন্ডিকেট ব্যবসারও মাথায় ছিল গ্যাংস অব বাবুলাল।

দলের প্রভাবশালী নেতাদের আশির্বাদ মাথায় নিয়ে বাবুলালের সম্পদ ও প্রতিপত্তি দুই-ই বেড়েছিল অভাবনীয় হারে। স্টেডিয়াম পাড়ায় বিশাল অট্টালিকা, ভাইদের নিয়ে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ, দুহাতে টাকা ওড়ানো;জীবনযাত্রাই বদলে গিয়েছিল পুরোপুরি। অভিযোগ, বাবুলালের এইসব কাজকর্মের কথা জেনেও তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব চোখ বুজে থাকত, উল্টে প্রশ্রয় দিত দিনের পর দিন। বালিঘাটের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে শহরে অবৈধ ওয়ান ফিগার জুয়া খেলা;সবই চলত বাবুলালের অঙ্গুলি হেলনে। এই জুয়ার ব্যবসা তদারকি করত বাবুলালের মেজ ভাই ছোট্টু শেখ। এমনকি শহরের কয়েকটি নামকরা ক্লাবেও রমরমিয়ে চলত এই সর্বনাশা লটারির কারবার। সাধারণ মানুষের কষ্টের পয়সা লুঠ করে সেই টাকা দিয়ে কার্তিক পূজায় চোখ ধাঁধানো আলো ও নামিদামী ব্যান্ড এনে আড়ম্বর করত ওই ক্লাবগুলো। অন্যদিকে, জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেন অনেকেই।

শহরের এক শিক্ষকের কথায়, বাবুলাল প্রভাব খাটিয়েই স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন সমিতিতে ‘পার্সন ইন্টারেস্টেড এডুকেশন’ পদে ঢুকেছিল। তৃণমূলের একাংশও স্বীকার করছে, বাবুলালদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ জমছিল, যা নেতারা বুঝতে পারেননি। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, কাটোয়ার এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বাবুলালের ঘনিষ্ঠতার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় বাসিন্দারা তাদের সমীহ করত। বর্তমানে বাবুলাল ও তার দুই ভাই পুলিশের হেফাজতে। তবে তাদের নিয়ে আলোচনা থামছে না। অনেকেই একে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার চিত্রনাট্যের সঙ্গে তুলনা করছেন। শহরের মানুষ এখন চাইছেন, বাবুলালদের বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে সঠিক তদন্ত হোক। তাদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের অর্থের জোগানদার কারা ছিল, কারা বাবুলালদের কাছ থেকে সুবিধা নিত; সব কিছুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছেন তারা। লটারির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের টাকা লুঠ ও জুয়ার কারবারের সঙ্গে আর কে কে জড়িত, তাও অবিলম্বে পুলিশ খুঁজে বের করুক বলে জোর দাবি উঠছে।

আসানসোলে আইনজীবীদের বিজয় মিছিল, স্বপ্নপূরণের উল্লাসে মাতোয়ারা বিজেপি লিগ্যাল সেল

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বাংলায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জয়ের পর বিজেপি সরকার গঠন করায় আসানসোল জেলা আদালত চত্বরে খুশির জোয়ার দেখা গেল।

শুক্রবার বিজেপি লিগ্যাল সেলের ডাকে এক বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিলের আয়োজন করেন আদালতের আইনজীবীরা। মিছিলটি গোটা আদালত চত্বর পরিক্রমা করে এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাজ্যে পালাবদল এবং শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় আইনজীবীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ আইনজীবী পীযুষ কান্তি গোস্বামী জানান, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় তারা আজ আনন্দিত। নতুন সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা অনেক। বিশেষ করে আদালতের পরিকাঠামো উন্নয়ন, আইনজীবীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে তারা আশাবাদী। আইনজীবীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে পর্যায়ক্রমে এই দাবিগুলো সরকারের কাছে পেশ করা হবে। মূলত এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা উদযাপন করতেই আসানসোলের আইনজীবীরা এই সংহতি মিছিলের আয়োজন করেন।

ব্যবসায়ীদের আর্জি মেনে পিছু হঠল আসানসোল পুরনিগম, উচ্ছেদ অভিযানে ১৫ দিনের ‘লাইফলাইন’

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোলের হটন রোডে বহুল চর্চিত উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে ফের পিছু হঠল আসানসোল পুরনিগম। আগের ঘোষণা অনুযায়ী, শুক্রবার ছিল অবৈধ নির্মাণ সরানোর শেষ দিন এবং শনিবার সকাল থেকে জিটি রোডের হটন রোড মোড় থেকে ইসমাইল মোড় পর্যন্ত বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালানোর কথা ছিল। প্রশাসনের এই কড়া মনোভাবে অনেক ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই তাঁদের অবৈধ শেড বা কাঠামো সরানো শুরু করেছিলেন। কিন্তু অভিযানের আগের মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে অবস্থান বদল করল পুর কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকালে নতুন করে মাইকিং করে জানানো হয়, ব্যবসায়ীদের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁদের আরও ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই সময়ের মধ্যে তাঁরা নিজেরাই ফুটপাথ ও রাস্তা দখল করে থাকা বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে নেবেন। পুরনিগমের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছে, ১৫ দিন পর আধিকারিকদের একটি দল এলাকা পরিদর্শন করবে; এর মধ্যে দখলমুক্ত না হলে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। হটন রোডের দীর্ঘদিনের যানজট ও ফুটপাথ দখলের সমস্যা মেটাতে পুরনিগমের এই সদিচ্ছাকে স্বাগত জানালেও সাধারণ মানুষের মনে সংশয় কাটছে না। এর আগেও একাধিকবার উচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েও শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে হয়েছে প্রশাসনকে। ফলে এবারের এই ১৫ দিনের ‘শেষ সুযোগ’ সত্যিই হটন রোডকে দখলমুক্ত করতে পারবে, নাকি এটিও নিছক কালক্ষেপণ;তা নিয়ে শহরজুড়ে জোর চর্চা চলছে। দিনশেষে এখন দেখার, ১৫ দিন পর আসানসোল পুরনিগম তার কঠোর মনোভাব বজায় রাখতে পারে কি না।

অন্ডালে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আহত মন্ডল সভাপতি সহ একাধিক নেতা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই বিভিন্ন প্রান্তে মাথাচাড়া দিচ্ছে বিজেপির ‘আদি’ ও ‘নব্য’ কোন্দল। শুক্রবার দুপুরে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল থানার শকরা এলাকায় এই বিবাদ রক্তক্ষয়ী রূপ নেয়। জানা গেছে, এদিন দুপুরে একদল যুবক এলাকায় বিজেপির একটি বিজয় মিছিল বের করলে সেখানে উপস্থিত হন স্থানীয় মন্ডল সভাপতি রাখালচন্দ্র দাস ও যুবনেতা প্রিয়াংশু রায়। বিনা অনুমতিতে কারা এই মিছিল বের করেছে, তা জানতে চাইলেই দুই পক্ষের মধ্যে রণক্ষেত্র তৈরি হয়। রাখালবাবুর অভিযোগ, মিছিলের আড়ালে থাকা একদল দুষ্কৃতী আচমকাই তাদের ওপর চড়াও হয়। সংঘর্ষে রাখালচন্দ্র দাস ছাড়াও গুরুতর আহত হন প্রিয়াংশু রায় ও অশোক বাধ্যকর। খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও অন্ডাল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মন্ডল সভাপতির দাবি, হামলাকারীরা আদতে তৃণমূল আশ্রিত এবং ভোটের ফল প্রকাশের পর রাতারাতি কার্যালয়ের রঙ বদলে নিজেদের বিজেপি বলে পরিচয় দিচ্ছে। এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি জেলা নেতৃত্বকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজয় মিছিলে মাছ-ভাত ভোজ

খণ্ডঘোষে মমতার মন্তব্যের পাল্টা জবাব বিজেপির

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে এক অভিনব বিজয় মিছিল ও ভোজসভার আয়োজন করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার খণ্ডঘোষের ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। তবে এই মিছিলের মূল আকর্ষণ ছিল মিছিল শেষে আয়োজিত বিশাল মাছ-ভাতের ভোজ, যা সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুরনো মন্তব্যের পাল্টা জবাব হিসেবে দেখছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচনের আগে বিভিন্ন সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে বাঙালিদের মাছ-ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সেই বক্তব্যের প্রতিবাদে এবং বাংলার সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতেই এদিন কর্মী-সমর্থকদের পাতে মাছ-ভাত তুলে দেওয়া হয়। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,

বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে বিজেপি কোনো হস্তক্ষেপ করবে না, বরং তা উদযাপন করবে;এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া ছিল মূল লক্ষ্য। বিজয় মিছিলটি শুরুর আগে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাম-সীতা সেজে একদল শিল্পী মিছিলে অংশ নেন, যা স্থানীয় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশাপাশি মা বসন্তচণ্ডীর পুজোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর খণ্ডঘোষের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিশাল এই মিছিল। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন মণ্ডলের সম্পাদক কৌশিক মণ্ডল এবং যুব সভাপতি পলাশ হাজরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর জেলা কমিটির সদস্য রাখি রায়, রাজ্য কমিটির প্রতিনিধি দেবিলাল রায়সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এলাকায় দলের জনপ্রিয়তা ও সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। এই ধরনের উৎসবের মাধ্যমে তারা বাংলার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের পাশেই থাকতে চান। অন্যদিকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উন্নয়ন ও দুর্নীতির ইস্যুর পাশাপাশি বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও আবেগকেও এখন হাতিয়ার করছে বিজেপি। খণ্ডঘোষের এই মাছ-ভাত ভোজ সেই কৌশলেরই এক বাস্তব প্রতিফলন। এই বিশেষ আয়োজনকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা জেলার রাজনৈতিক পরিবেশ।

জামালপুরে ত্রাণ শিবিরে তৃণমূল নেতার দুর্নীতির আখড়া, উদ্ধার সরকারি নথি ও মদের বোতল

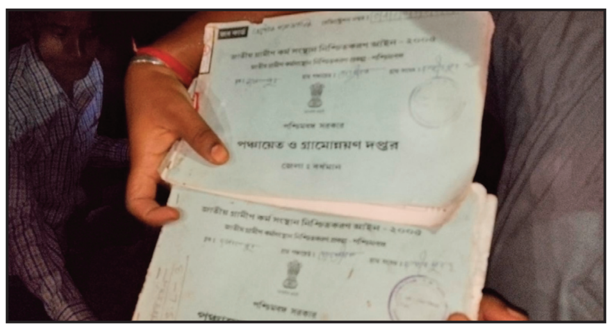

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক চাঞ্চল্যকর অভিযানে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতা তাবারক আলী মন্ডলের ডেরা থেকে বিপুল পরিমাণ বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। সরকারি ত্রাণ শিবিরকে ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে এই দাপুটে নেতার বিরুদ্ধে। তল্লাশিতে ওই শিবির থেকে অসংখ্য মদের বোতল, বস্তাভর্তি রাসায়নিক সার, বীজ ধান এবং সরকারি ওষুধ পাওয়া গেছে।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, সাধারণ মানুষের নামে থাকা অসংখ্য জবকার্ড, রেশন কার্ড এবং পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাবারক আলী ছিলেন এলাকার ‘অঘোষিত রাজা’, যার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেতেন না।

এমনকি বালি খাদানের অবৈধ কারবার এবং নিজস্ব বিচারসভা বসিয়ে অবাধ্যদের শাস্তি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে। ২০২৬-এর নির্বাচনে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়।

বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে থাকা এই নেতার কর্মকাণ্ডকে অনেকেই সন্দেশখালির ঘটনার সঙ্গে তুলনা করছেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ খতিয়ে দেখছে এই দুর্নীতির জাল কতদূর বিস্তৃত।

অপরাধ দমনে তৎপর পুলিশ, পূর্ব বর্ধমানে গবাদি পশু উদ্ধার সহ গ্রেপ্তার ১৮

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। অপরাধীদের তালিকা তৈরি করে কড়া পদক্ষেপের যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল, তার প্রতিফলন দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলায়। সম্প্রতি জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানে বড়সড় সাফল্য মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া ৩৭টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় ৩টি গাড়ি আটক করার পাশাপাশি ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৈধ নথিপত্র ছাড়াই নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘন করে এই পশুগুলিকে অন্য জেলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গবাদি পশু উদ্ধারের পাশাপাশি এলাকায় অশান্তি ছড়ানো এবং তোলাবাজির অভিযোগে আরও ৮ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে শেখ হাবিবুর রহমান, আলী হোসেন মণ্ডল ও শেখ আজাদ রহমানের মতো ব্যক্তিদের নাম জানা গিয়েছে। তদন্তকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং অপরাধীদের দমনে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও নিয়মিত চলবে। ধৃতদের ইতিমধ্যেই আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জামুড়িয়ায় অস্ত্র সহ গ্রেফতার ২, উদ্ধার নগদ টাকা ও কার্তুজ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কয়লা ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত মুন্না সিং ও বিজয় সিং অন্ডাল থানার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে জামুড়িয়ার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের পাকড়াও করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের কাছ থেকে একটি পিস্তল, ৫০ রাউন্ড কার্তুজ, একটি গাড়ি এবং নগদ ৮৪ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই ইসিএলের কয়লা ডিপো ও ট্রাক চালকদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছিল এই চক্রটি। শুক্রবার আসানসোল আদালত ধৃতদের ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এই চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সালানপুরে বেতন ও নিরাপত্তার দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর থানার দেন্দুয়া-কল্যাণেশ্বরী রোডে অবস্থিত ‘এলোকুয়েন্ট স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড’ কারখানার গেটের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকরা। বেতন বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিক নেতা অমর মাহাতোর নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন বিক্ষোভের এক অভিনব রূপ দেখা যায়, যেখানে শ্রমিকরা কারখানার গেটে গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনামলে দীর্ঘদিন ধরে তারা শোষণের শিকার হয়েছেন। ন্যায্য মজুরি না পাওয়া এবং কর্মস্থলে হয়রানির বিষয়টিও তারা তুলে ধরেন।

পাশাপাশি, বর্তমান বিজেপি বিধায়কের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রমিকরা আশা প্রকাশ করেন যে, জয়লাভের পর এবার তিনি তাদের দাবি পূরণে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। এই মর্মে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কল্যানেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। শ্রমিকদের দাবি পূরণ না হলে আগামীতে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ডিজিটাল দুনিয়ায় সব খবর সবার আগে
দৈনিক নয়া জামানা

ডাক্তারি স্বপ্নে উড়ছে দেবপ্রিয়, উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্যের ঝলক

নয়া জামানা,খড়্গপুর ঃ খড়্গপুর শহরের ভবানীপুর এলাকার মেধাবী ছাত্র দেবপ্রিয় সাহা উচ্চ মাধ্যমিকে অসাধারণ ফল করে আবারও নজর কেড়েছে। ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৭৩ পেয়ে সে খড়্গপুর অতুলমণি পলিটেকনিক হাইস্কুলে শীর্ষ স্থান দখ ল করেছে। ছোটবেলা থেকেই সে পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। প্রতিটি ক্লাসেই প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে এসেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ভালো ফল করেছিল সে। এবার উচ্চ মাধ্যমিকেও সেই ধারাই বজায় রেখে ছে দেবপ্রিয়। তার প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা হলেও সব বিষয়েই সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়াশোনা করেছে সে। তার প্রাপ্ত নম্বরগুলির মধ্যে বাংলা ৮৩, ইংরেজি ৯৮, জীববিজ্ঞান ৯৪, রসায়ন ৯৩, পদার্থবিদ্যা ৯৩ এবং অঙ্কে ৯৫। ফল প্রকাশের পর থেকেই দেবপ্রিয়র বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে ফোনের ভিড় লেগে গেছে। বাবা শান্তনু সাহা ও মা রঞ্জিতা সাহা গর্বিত হলেও বলছেন, সব কৃতিত্ব ছেলের নিজের পরিশ্রমের। দেবপ্রিয়র লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া। যদিও নিট পরীক্ষা নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা থাকায় সে কিছুটা চিন্তিত, তবু থেমে নেই তার প্রস্তুতি। জেইই মেইনে তার পারফরম্যান্সও ভালো হয়েছে, ৯৬.৯৬৬ পার্সেন্টাইল পেয়েছে সে। পড়াশোনার পাশাপাশি দেবপ্রিয় দাবা খেলাতেও দক্ষ। আগে সে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। বর্তমানে তার ফিডে স্ট্যান্ডার্ড রেটিং ১৬৮৭ এবং র‍্যাপিড রেটিং ১৬৫৫। ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি আবার দাবায় ফিরতে চায় সে। দেবপ্রিয়র বাবা একজন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও কোচ হওয়ায় খেলাধুলার পরিবেশও ছিল ঘরে। তবে এখন তার পুরো মন ডাক্তারি পড়ার দিকেই।

রাজ্যে অষ্টম ধৃতিমান, প্রশাসনের ফুল-মিষ্টি সংবর্ধনায় উচ্ছ্বাস

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ধৃতিমান পাল। তার এই সাফল্যে গর্বিত গোটা মেদিনীপুর জেলা। কৃতী ছাত্রকে সম্মান জানাতে উদ্যোগ নেয় জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল ধৃতিমানের মেদিনীপুর শহরতলীর বাড়িতে পৌঁছায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার বাবা বুদ্ধদেব পাল, যিনি ব্যানার্জীডাঙা হাইস্কুলের শিক্ষক, এবং মা অনিতা পাল, গৃহবধূ। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতেই ধৃতিমানকে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে পুষ্পস্তবক, মিষ্টি ও একটি বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করা হয়। সেই বার্তাটি রাজ্য সরকারের তরফে প্রেরিত বলে জানানো হয়, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ও শুভেন্দু অধিকারীর স্বাক্ষর রয়েছে। এই সম্মান পেয়ে ধৃতিমান ও তার পরিবার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। প্রশাসনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সদরের মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃদুল শ্রীমানী, জেলা শিক্ষা আধিকারিক ড. এষা ঘোষ এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) অমিত রায়সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অফিসাররা ধৃতিমানের কঠোর পরিশ্রম ও সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্যের জন্য উৎসাহ দেন। তারা বলেন, এই ধরনের মেধাবী ছাত্ররাই জেলার গর্ব এবং আগামী দিনের সম্পদ। ধৃতিমান জানায়, সে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করে দেশের জন্য কিছু করতে চায়। তার এই সাফল্যে স্কুল ও এলাকাজুড়ে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ডিজে নয়, ঢাকের তালে বিজয় মিছিল ! মহিলা ঢাকিদের ঢাকে বেজে উঠল বাঙালির ঐতিহ্য

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ ডিজে সাউন্ডের ব্যবহার কমে আসতেই এখন রাজনৈতিক বিজয় মিছিলে নতুন রং যোগ হচ্ছে;মহিলা ঢাকিদের উপস্থিতি। শুক্রবার মানবাজারের ডুমুরিয়া গ্রামে বিজেপির বিজয় মিছিলকে ঘিরে এমনই এক ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেল। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে ডিজে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঢাকের তালে মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ মিছিলে বাঁকুড়া জেলা থেকে ১৪ জন মহিলা ঢাকি আসেন ডুমুরিয়া গ্রামে। ঢাকের গম্ভীর শব্দে পুরো এলাকা যেন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডিজের বদলে ঢাকের তালেই মানুষ অংশ নেন, যা স্থানীয়দের মতে একেবারেই ত্সাবেকি বাঙালিয়ানারদ পুনরাবৃত্তি। বিজেপির বুথ সভাপতি বিকাশ চন্দ্র রায় জানান, পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এবং দলীয় নির্দেশ মেনে ডিজে ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। তার বদলে ঐতিহ্যবাহী ঢাককে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মহিলা ঢাকিদের অংশগ্রহণ এই মিছিলে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। বাঁকুড়া জেলা থেকে তাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মহিলা ঢাকি অঞ্জলি কালিন্দী বলেন, আগে পুরুষ ঢাকিদের কাজ হিসেবে দেখা হলেও এখন মহিলা ঢাকিদের চাহিদা অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে নিয়মিত ডাক পাচ্ছেন তারা। পুরুলিয়ায় এই প্রথম বড় কোনো রাজনৈতিক মিছিলে অংশ নিয়ে তারা খুবই আনন্দিত। স্থানীয়দের মতে, ডিজে নয় ঢাকের শব্দে মিছিল আরও প্রাণবন্ত ও সংস্কৃতিময় হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে এমন উদ্যোগ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাঁশকুড়ায় উত্তেজনা বিজেপি নেতার ওপর হামলা অভিযোগে গ্রেফতার ৪ তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা , পাঁশকুড়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল এক বিজেপি নেতার ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ মণ্ডলের ওপর বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করা হয়। ঘটনায় মাথায় বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করা হয় এবং প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে দাবি। ঘটনাটি ঘটে পাঁশকুড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় পাঁশকুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রসেনজিৎ মণ্ডল। তিনি দাবি করেন, হামলার সময় তিনি কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসেন। এরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন গুরুপদ মুন্সী, কামাল হাসান, ভীম সেতুয়া এবং জাহিরুল ইসলাম। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর ও হুমকির মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির দাবি, এটি পরিকল্পিত হামলা। অন্যদিকে শাসক দলের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার পেছনে আর কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখ া হচ্ছে। ধৃতদের শুক্রবার তমলুক আদালতে পেশ করা হবে। ঘটনাকে ঘিরে পাঁশকুড়া শহরে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে এবং এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

তমলুকে তোলপাড় ! তৃণমূল নেতা চঞ্চল খাঁড়া গ্রেপ্তার, একাধিক গুরুতর অভিযোগে চাঞ্চল্য

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ও প্রাক্তন পুরপ্রধান চঞ্চল খাঁড়াকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মহিলাদের কটূক্তি, ধর্ষণের হুমকি এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলাবাজির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে তমলুক থানার পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর বয়ানে অসঙ্গতি পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। এরপর শুক্রবার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে তোলার আগে তাঁর মেডিকেল পরীক্ষাও সম্পন্ন করা হয়। চঞ্চল খাঁড়া বর্তমানে তমলুক পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন। ফলে এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ঘটনার দিন তমলুক থানা চত্বরে এক স্থানীয় মহিলা সংবাদমাধ্যমের সামনে চঞ্চলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর মেয়েকেও রাস্তায় কটূক্তির শিকার হতে হয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে তাঁকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুধু মহিলাদের হেনস্থা নয়, বিভিন্ন নার্সিংহোম ও ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে টাকা তোলার অভিযোগও তদন্তে উঠে এসেছে। একাধিক অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। চঞ্চল খাঁড়ার গ্রেপ্তার নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া মিলেছে মিশ্র। তৃণমূল নেতৃত্ব এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেনি। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, এটি দীর্ঘদিনের দুর্নীতি ও তোলাবাজির ফল। পুলিশ পুরো ঘটনার নেপথ্যে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছে।

অমৃতভারতে নতুন রূপে দীঘা স্টেশন, বদলে যাচ্ছে সৈকত শহরের গেটওয়ে

নয়া জামানা,দীঘা ঃ কাঁথির দীঘা রেলস্টেশন 'অমৃত ভারত' প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন রূপ পাচ্ছে। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই স্টেশনকে আধুনিক, সুন্দর ও যাত্রীবান্ধব করে গড়ে তোলার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। আড়াই বছর আগে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সূচনার পর উন্নয়ন কাজ শুরু হয়। শুরুতে ধীরগতিতে কাজ চললেও এখন তা অনেক দ্রুত এগোচ্ছে। দীঘা রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক এখ ানে আসেন।

জগন্নাথ মন্দির তৈরি হওয়ার পর ভিড় আরও বেড়েছে। তাই স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় স্টেশনের পুরো ভবনের নকশা বদলে ফেলা হচ্ছে। কনকোর্স এলাকা এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যাতে যাত্রীরা বিমানবন্দরের মতো অভিজ্ঞতা পান। প্রবেশ ও বেরোনোর পথ আধুনিক ডিজাইনে সাজানো হচ্ছে। বসার জায়গা, প্ল্যাটফর্ম এবং ছাউনিগুলিও নতুনভাবে তৈরি ও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অপেক্ষালয়, পর্যাপ্ত শৌচালয়, উন্নত আলোব্যবস্থা এবং পার্কিং জোন তৈরি হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য লিফট, এসকালেটর এবং ফুট ওভারব্রিজ বসানো হচ্ছে। পাশাপাশি থাকছে ফুড কোর্ট, রেস্তরাঁ ও হস্তশিল্পের স্টলও। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো দীঘায় আসা পর্যটকদের যাত্রা আরও আরামদায়ক ও আধুনিক করা। ভবিষ্যতে ওড়িশার জলেশ্বর থেকে দীঘা রেললাইন চালু হলে এই স্টেশনের গুরুত্ব আরও বাড়বে। স্থানীয় সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিরা মনে করছেন, কাজ শেষ হলে দীঘা স্টেশন শুধু পরিবহন কেন্দ্র নয়, পর্যটন মানচিত্রেও একটি আধুনিক আকর্ষণ হয়ে উঠবে। রামনগরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল দ্রুত কাজ শেষ করার আবেদন জানিয়েছেন, যাতে যাত্রীরা দ্রুত সুবিধা পান।

শিক্ষক সংকট মেটাতে জোর দাবি, সুস্থ শিক্ষা পরিবেশ ফেরাতে উদ্যোগ চায় জেলার শিক্ষামহল

নয়া জামানা , তমলুক ঃ স্কুলগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা শিক্ষক ঘাটতি এবার বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরে। জেলার শিক্ষামহলের একাংশের দাবি, অবিলম্বে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ না হলে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে। তাঁদের মতে, সুস্থ ও মানসম্মত শিক্ষা পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। একসময় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে শীর্ষস্থান দখল করত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে জেলা দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে। পাশের হারও সামান্য কমে ৯৪.৮২ শতাংশ হয়েছে। প্রথম স্থানে রয়েছে কালিম্পং। এই পরিবর্তন সামনে আসতেই শিক্ষক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের অভিযোগ, বহু স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। ফলে অনেক সময় পড়ুয়াদের মূলত নিজের চেষ্টায় বা সীমিত ক্লাসের ওপর নির্ভর করতে হয়। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল;দুই ক্ষেত্রেই এই সমস্যা রয়েছে বলে দাবি তাঁদের। তবে সব চ্যালেঞ্জের মধ্যেও জেলার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এ বছর মেধা তালিকার প্রথম দশে জায়গা পেয়েছে জেলার ২৩ জন ছাত্রছাত্রী। তমলুকের ঐতিহ্যবাহী হ্যামিল্টন হাইস্কুল থেকে পাঁচজন পড়ুয়া তালিকায় রয়েছে। ময়না বিবেকানন্দ কন্যা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা ভঞ্জ বলেন, শিক্ষক সংকট থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল করছে, যা প্রশংসনীয়। তবে দীর্ঘমেয়াদে সাফল্য ধরে রাখতে শিক্ষক নিয়োগ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শম্ভু মান্না বলেন, সীমিত শিক্ষক ও নানা সমস্যার মধ্যেও জেলার ফল ভালো হয়েছে। তিনি দ্রুত শূন্যপদ পূরণ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির দাবি জানান। শিক্ষামহলের মতে, পূর্ব মেদিনীপুরে শিক্ষা শুধু পরীক্ষার ফল নয়, বরং সামাজিক মর্যাদার অংশ। তাই আগামী দিনে সরকার কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করে, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

পিংলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! লরির ধাক্কায় রক্তাক্ত রাজ্য সড়ক

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার দুজিপুর বাজার সংলগ্ন রাজ্য সড়কে শুক্রবার বিকেলে ঘটে গেল ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। দ্রুতগতির একটি ১৬ চাকার লরির ধাক্কায় মোটরবাইকে থাকা দুই যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনায় গোটা এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি লরি জামনার দিক থেকে খড়্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল।

একই সময় খড়্গাপুর দিক থেকে তিন যুবক একটি মোটরবাইকে করে ফিরছিলেন। দুজিপুর বাজারের কাছে একটি তেল পাম্পের সামনে পৌঁছাতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইক আরোহীরা রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান এবং রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে পিংলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। বর্তমানে দুই যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে দু'জনের পরিচয় মিলেছে। তাঁরা সবংয়ের খাগড়াগ্যেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার পণ্ডা ও দেবব্রত দে। অপর যুবকের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হয়নি, তবে তিনি বিপদমুক্ত বলে জানা গেছে। জানা গেছে, তিনজনই রান্নার কাজে বাইরে গিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ঘটনার পর রাজ্য সড়কে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে লরিটিকে শনাক্ত করা হয়েছে, তবে গাড়িটি এখনও আটক হয়নি। লরির গতি ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ খতিয়ে দেখছে পিংলা থানার পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

অভাবকে জয় করে মাধ্যমিকে ৬৭৪ ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নে উড়ছে অয়ন

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ অভাব-অনটনের মধ্যেও অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমে মাধ্যমিকে ৬৭৪ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির ভাইউদি হাইস্কুলের ছাত্র অয়ন দাস। ছোট্ট এক আনাজের দোকানই তার পরিবারের একমাত্র ভরসা, সেই আয়েই চলে সংসার ও পড়াশোনা। অয়নের বাবা অভয় দাস পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। পরিবারের নিজের কোনো জমিও নেই। দিনভর কঠোর পরিশ্রম করে যা আয় হয়, তা দিয়েই ছেলেমেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। মা দীপালি দাসও সংসারের কাজে পাশে থাকেন। অয়নের দিদি অঙ্কিতা দাস বর্তমানে ডিএলএড পড়ছেন। তিনি জানান, ছোট থেকেই অয়ন খুব পরিশ্রমী। অনেক সময় পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার দোকানেও সাহায্য করত সে। অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত টিউশন না পেলেও নিজের প্রচেষ্টা ও স্কুল শিক্ষকদের সহায়তায় অয়ন অসাধারণ ফল করেছে। তার এই সাফল্যে পরিবার, স্কুল ও এলাকাজুড়ে খুশির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মাধ্যমিকের পর সে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে। অয়নের স্বপ্ন বড় হয়ে ডাক্তার হওয়া এবং নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের সেবা করা। কিন্তু তার এই স্বপ্নের পথে সবচেয়ে বড় চিন্তা এখন অর্থ। উচ্চশিক্ষার খরচ কীভাবে জোগাড় হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার। অঙ্কিতা বলেন, ভাইয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে অনেক টাকার প্রয়োজন, যা তাদের পক্ষে বহন করা কঠিন। তবুও তারা আশা ছাড়ছে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোককুমার হাজরা জানান, অয়ন অত্যন্ত মেধাবী ও ভদ্র ছাত্র।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১০
১৬ মে ২০২৬

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

সীমান্তে দালাল চক্রে কড়া ধাক্কা

বাংলাদেশ যাতায়াতের সময় আটক ৩

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাতায়াতের চেষ্টার অভিযোগে দালাল-সহ তিন যুবককে আটক করল বিএসএফ। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠায় স্বরূপনগর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরূপনগরের হাকিমপুর ও তারালি সীমান্ত এলাকা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াতের চেষ্টা চলে। বৃহস্পতিবার ১৪৩ ব্যাটালিয়নের কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে নজরদারি চালানোর সময় সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। এরপর তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তে জানা যায়, আটক বিপুল গুহর বাড়ি গাইঘাটা থানা এলাকায়। তিনি হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের যশোর জেলার বাসিন্দা

মোহাম্মদ রনি হোসেন ভারতে প্রবেশের জন্য স্বরূপদাহ গ্রামের যুবক সামাদ গাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ, মোটা টাকার বিনিময়ে সামাদ গাজী তাকে সীমান্ত পার করানোর ব্যবস্থা করছিল। বিএসএফের জওয়ানরা তারালি বিওপি এলাকায় তাঁদের আটক করে।

পরে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আটক তিনজনকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার দুপুরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠায়। সীমান্ত এলাকায় দালাল চক্রের সক্রিয়তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে এই ধরনের অবৈধ যাতায়াত রুখতে নজরদারি আরও জোরদার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

অবৈধ গরু পাচার রুখতে মাঠে বিধায়িকা রেখা পাত্র

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি ফেরিঘাট এলাকায় অবৈধভাবে গরু পাচারের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে খ বর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়িকা রেখা পাত্র । সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান কয়েকটি গরু গাড়িতে করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, সেগুলি অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরিস্থিতি বুঝে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে গরুগুলিকে নামানোর নির্দেশ দেন বিধায়িকা। পরে গরুগুলিকে রাস্তার ধারে একটি গাছের ছায়ায় বেঁধে রাখা হয়। শুধু তাই নয়, পশুগুলির জন্য জল ও বিচুলির ব্যবস্থাও করেন তিনি। ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমে যায় এবং এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিধায়িকা রেখা

পাত্র জানান, সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ গরু পাচারের অভিযোগ উঠে আসছে। তিনি দাবি করেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবৈধ গরু ব্যবসার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মেনেই সন্দেহজনক এই গাড়িটিকে আটকানো হয়েছে বলে জানান তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা এলাকায় পৌঁছান। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখ া হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় আবারও অবৈধ পাচার চক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগ সামনে উঠে এল।

সদ্যোজাত বদল ও মৃত্যুর অভিযোগে উত্তাল বারাসত মেডিক্যাল হাসপাতাল

নয়া জামানা , বারাসত ঃ বারাসত মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশু বদল ও মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনায় দুই পরিবারের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও কান্নার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে এবং শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গেছে, আমডাঙার বাসিন্দা শফিকুল শেখের সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে ভুল করে দেগঙ্গার একটি পরিবারের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। হাসপাতাল প্রথমে পরিবারকে জানিয়েছিল যে তাঁদের পুত্রসন্তান হয়েছে।

পরে শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে দ্রুত কলকাতা শিশু হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়। এরপর দেগঙ্গার পরিবার মৃতদেহ নিয়ে বাড়ি ফেরে। সৎকারের প্রস্তুতির সময় তাঁরা লক্ষ্য করেন, মৃত শিশুটি আসলে কন্যাসন্তান। এরপরই পুরো ঘটনায় নতুন মোড় আসে এবং বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে শফিকুল শেখের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে তাঁর সন্তানকে হারাতে হয়েছে। তিনি দাবি করেন, সঠিক নজরদারি থাকলে শিশুটির জীবন বাঁচানো যেত। দুই পরিবারই হাসপাতালের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তো ষ প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে অভিযোগ ওঠে, হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলা হয় তভুল হয়েছে, কন্যাসন্তান ফিরিয়ে দিন এবং চুপিচুপি এসে ছেলেকে নিয়ে যানদ;এই মন্তব্য আরও বিতর্ক বাড়ায়। হাসপাতালের এমএসভিপি অভিজিৎ সাহা জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কীভাবে এই ভুল হলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুই পরিবারই নিরপেক্ষ তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির শৌচালয়ে রহস্যময় বালতি, বোমাতঙ্কে চাঞ্চল্য হাড়োয়ায়

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত আলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকুন্দপুর পায়রাগাছা এলাকায় শনিবার ভোরে পরিত্যক্ত একটি বাগানবাড়ির শৌচালয় থেকে রহস্যজনক বালতি উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, বালতির ভিতরে তাজা বোমা মজুত করে রাখা হয়েছে। খবর ছড়াতেই গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে কয়েকজন বাসিন্দা পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শৌচালয়ের ভিতরে

একটি সন্দেহজনক বালতি দেখতে পান। কাছে গিয়ে উঁকি মারতেই তাঁদের সন্দেহ হয়, বালতির ভিতরে একাধিক তাজা বোমা থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় হাড়োয়া থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বালতির ভিতরে আদৌ বোমা রয়েছে কিনা, তা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে বোম্ব স্কোয়াডের সাহায্য নেওয়া হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, ভোট-পরবর্তী অশান্তি বা হিংসাত্মক কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই ওই বিস্ফোরক মজুত করে রাখা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ। কে বা কারা ওই বালতি সেখানে রেখে গিয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

রেখা পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে গোবর ছড়িয়ে ‘শুদ্ধিকরণ’, হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপির ব্যতিক্রমী বিজয় উৎসব

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩১ নম্বর বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে অভিনব কায়দায় পালিত হল বিজয় উৎসব। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এলাকায় তৃণমূলের সন্ত্রাস, অশান্তি ও অপশাসনের পরিবেশ ছিল বলে দাবি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। এবার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে বলেই আনন্দে মেতে ওঠেন এলাকার বিজেপি সমর্থকেরা। এই বিজয় উৎসবে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়িকা রেখা পাত্র । তাঁকে সঙ্গে নিয়েই মহিলা বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা এলাকাজুড়ে বিজয় মিছিল করেন। মিছিল চলাকালীন বিভিন্ন রাস্তায় গোবরের ছড়া দিয়ে প্রতীকী ‘শুদ্ধিকরণ’-এর কর্মসূচিও পালন

করা হয়। বিজেপি কর্মীদের দাবি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার অশান্তি ও ভয়ের পরিবেশ দূর হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই এলাকায় এমন ব্যতিক্রমী বিজয় উৎসব ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ও উৎসাহ দেখা যায়। বহু মহিলা সমর্থক হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। ঢাক-ঢোল, স্লোগান এবং উচ্ছ্বাসে পুরো এলাকা উৎসবের আবহে ভরে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বহুদিন পর এলাকায় শান্তির পরিবেশ ফিরছে এবং মানুষ স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারছেন। এদিনের বিজয় মিছিলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিজেপির বিক্ষোভের পর সাসপেন্ড ক্যানিং থানার আইসি

রাজনৈতিক মহলে তুমুল চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মধ্যেই বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ। ক্যানিং থানার আইসি অমিত কুমার হাতিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই তাঁকে ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। অভিযোগ, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার মাতলা ২ পঞ্চায়েতের মিঠাখালি এলাকায় বিজেপির পার্টি অফিসে গিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হুমকি দেয়। বিজেপির অভিযোগ, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের

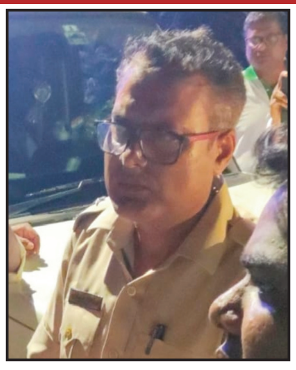

ঘনিষ্ঠ কয়েকজন দুষ্কৃতি বন্দুক নিয়ে পার্টি অফিসে ঢুকে কর্মীদের ভয় দেখ ায় এবং হামলার হুমকি দেয়। অভিযোগ অনুযায়ী, বিজেপি কর্মী মুন্না লস্কর ও সুমন চক্রবর্তীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। দুষ্কৃতীরা নাকি বলে, রাতে পার্টি অফিসে তাণ্ডব চালানো হবে এবং তবিজেপি করার সাধ চিরতরে ঘুচিয়ে দেওয়া হবেদ। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে ক্যানিং থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসন এখনও তৃণমূলের প্রভাবেই চলছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বিশেষ করে আইসি অমিত কুমার হাতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা হয়। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর শুক্রবার আইসি-র সাসপেনশনের খবর সামনে আসে। যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, তবুও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যানিংয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

মন্দিরবাজারে পুলিশের জালে ১৮ উট, পাচারচক্রের যোগে ধৃত দুই

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় সাফল্য মিলল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৮টি উট উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে। ধৃতদের নাম রোহিত কুমার ও আনমূল যাদব। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দু’জনেরই বাড়ি উত্তরপ্রদেশে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া উটগুলিকে পাচারের উদ্দেশ্যেই এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও ঠিক কোথায় বা কোন রাজ্যে পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ। অভিযানের সময় পুলিশ দেখতে পায়, একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক উট

সন্দেহজনকভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপরই গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় ১৮টি উট। ঘটনাস্থল থেকেই দুই ব্যক্তিকে আটক করে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া উটগুলিকে আপাতত নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে। পশু চিকিৎসকদের একটি দল এসে উটগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। পাশাপাশি প্রতিটি উটের কানে নম্বরযুক্ত ট্যাগ লাগানো হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সেগুলিকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখ া হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় মন্দিরবাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পুলিশের এই তৎপরতার প্রশংসা করেছেন।

ফলতায় ফের সক্রিয় জাহাঙ্গীর খান, ‘পুষ্পা ঝুকেগা নেহি’ মন্তব্যে অনড় তৃণমূল প্রার্থী

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রায় ১০ দিন পর শুক্রবার ফলতায় ফের সক্রিয় হল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলতা বিধানসভা এলাকার দলীয় কার্যালয় খুললেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবির। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কার্যালয়ে পৌঁছে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মন্তব্য করেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সরব হয়ে জাহাঙ্গীর খ ান অভিযোগ করেন, ভোট নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়নি। তাঁর দাবি, ২৯ তারিখের ভোটকে ঘিরে মাত্র ৩২টি বুথ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ২৮৫টি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ততাহলে কে হারলো, আমি ?দ এদিন বহুল আলোচিত তাঁর তপুষ্পা ঝুকেগা নেহিদ মন্তব্য নিয়েও অনড় অবস্থান বজায় রাখেন

জাহাঙ্গীর খান। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, নিজের বক্তব্য থেকে তিনি একচুলও সরে আসেননি। পাশাপাশি ভোটের সময় পুলিশ অবজারভার অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টির অভিযোগও তোলেন তিনি। যদিও সেই পরিস্থিতির মধ্যেও ভোট পরিচালনা হয়েছে বলেই দাবি তাঁর। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জাহাঙ্গীর খান বলেন, পালাবদলের পরে কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তবে ফলতায় যাতে কোনও অশান্তি না ছড়ায় এবং দলীয় কর্মীদের নিরাপত্তা বজায় থাকে, সেই কারণেই তিনি এতদিন কিছুটা নীরব ছিলেন। যদিও এলাকায় থেকেই পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছিলেন বলে জানান তিনি। নিজেকে ফলতার তভূমিপুত্রদ দাবি করে জাহাঙ্গীর খান বলেন, ভোটের আগেই তাঁর প্রচার সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাই আলাদা করে প্রচারের প্রয়োজন পড়ে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ভাঙচুর পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই, পার্টি অফিস পরিষ্কারে নিজেই নামলেন পরেশরাম দাস

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোট পরবর্তী অশান্তির আবহে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। এলাকায় এখনও স্পষ্ট ভাঙচুরের চিহ্ন। তবে রাজনৈতিক সংঘাতের সেই ক্ষত মুছে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাস। শনিবার সকালে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি অফিসে পৌঁছে পরিষ্কার ও সংস্কারের কাজে হাত লাগান। অফিস চত্বর পরিষ্কার করা, ভাঙা চেয়ার-টেবিল সরানো, ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলা থেকে শুরু করে নতুনভাবে অফিস সাজানোর কাজ চলে জোরকদমে। বিধায়কের সঙ্গে স্থানীয় কর্মীদেরও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে দেখা যায়। এদিন পরেশরাম দাস বলেন,

তভাঙচুর করে মানুষের মনোবল ভাঙা যায় না। তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় মানুষের পাশে ছিল, এখ নও আছে এবং আগামীদিনেও থাকবে। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে আমরা ফের মানুষের জন্য কাজ করব।দ তিনি আরও জানান, ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিকভাবে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। দলীয় কর্মীরা যেভাবে আবার একজোট হয়ে কাজে নেমেছেন, তাতে নতুন উদ্যম তৈরি হয়েছে সংগঠনের ভিতরে। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর অব্যাহত রয়েছে, তবুও তৃণমূল কর্মীদের একাংশের দাবি, বিধায়কের এই উদ্যোগ কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার লড়াই ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বলেও মত স্থানীয় নেতৃত্বের।

মন্দিরবাজারে মাইকের দৌরাত্ম্যে কড়া রাশ, যানজট ঠেকাতে লক্ষীকান্তপুর বাজারে প্রশাসনের কড়া নির্দেশ

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ এলাকায় শব্দদূষণ ও যানজট নিয়ন্ত্রণে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল মন্দিরবাজার থানার প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে থানার আইসি কৌশিক নাগ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও অনুষ্ঠান, সামাজিক আয়োজন বা বাড়ির অনুষ্ঠানে দু’টির বেশি সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা যাবে না। পাশাপাশি উচ্চস্বরে মাইক বাজানোর উপরও কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়ম ভাঙলে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার সমস্ত মাইক ব্যবসায়ীদের নিজেদের কাছে থাকা মাইক সেট ও সাউন্ড বক্সের সংখ্যা থানায় জানাতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন কোন এলাকায় মাইক ভাড়া যাচ্ছে তারও বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হবে প্রশাসনের কাছে। কোনও এলাকায় নিয়ম ভেঙে উচ্চস্বরে মাইক বাজানোর

অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা তৈরি না করে পরে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট মাইক মালিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে যানজটের সমস্যায় ভোগা লক্ষীকান্তপুর বাজারকে স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ী সমিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে প্রশাসন। বৈঠকে আইসি কৌশিক নাগ স্পষ্ট নির্দেশ দেন, কোনও দোকানদার দোকানের বাইরে রাস্তাজুড়ে মালপত্র রাখতে পারবেন না। সাধারণ মানুষের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখতে রাস্তার অন্তত তিন থেকে চার ফুট জায়গা ফাঁকা রাখতেই হবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আজ থেকেই এই নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে। নির্দেশ অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এলাকার শান্তি, শৃঙ্খলা ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে মন্দিরবাজার থানার প্রশাসন।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১১
১৬ মে ২০২৬

হরেকরকম

নয়া জামানা

১২ থেকে ১৮ মে ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
অন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করুন। নিজের ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলুন, এতে অন্যদের কাছে একটা নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারবেন।

বৃষ রাশি
পারিবরিক এবং কর্মের দিকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। পরিবারের মানুষ আপনার সঙ্গ আশা করবেন।

মিথুন রাশি
বিদ্যার্থীদের জন্য ভাল। বিদ্যার্থীরা বহুমুখী প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারে।

কর্কট রাশি
খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটাবেন। যার ফলে মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকতে পারে।

সিংহ রাশি
ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে খরচ বাড়তে পারে। প্রেমের দিক বেশ ভাল থাকবে, তবে সময়ের সঙ্গে চলতে না পারায় অশান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি
অনেক দিন ধরে না-আদায় হওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। আর্থিক স্থিতি ভালই হবে।

তুলা রাশি
পরিবারের মানুষের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান, অন্যথায় তাঁদের অভিযোগের শিকার হতে হবে। সন্তানেরা চাইবে আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে।

বৃশ্চিক রাশি
নিজের ব্যবসা কারও প্রতি বেশি বিশ্বাস করে ছেড়ে দেবেন না, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সঙ্গীর সঙ্গে বুঝে ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি
কর্মের জায়গায় কারও উপদেশ নিতে যাবেন না, নিজে বুদ্ধিতেই কাজ করুন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর রাশি
কাউকে উপদেশ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। সামাজিক কাজের জন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি
প্রত্যেকের প্রতি সৃজনশীল ব্যবহার এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দয়ালু স্বভাবটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।

মীন রাশি
অনেক দিনের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে খুব বুঝে কথা বলুন। বাড়ির মানুষেরা আপনাকে নাও বুঝতে পারেন।

বৃষ্টি নামলেই প্রেম বাড়ে,বর্ষায় ডেটিং হোক আরও গভীর আরও কাছের

নয়া জামানা ঃ টুপটাপ বৃষ্টির শব্দে শহর যখন ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে তখন যেন মানুষের মনও একটু বদলে যায়। ব্যস্ততা কমে, গতি থামে, আর সেই ফাঁকেই জায়গা করে নেয় এক ধরনের কোমল অনুভূতি। এই সময়টাকে অনেকেই নিছক অলসতা বা ঘরে বসে থাকার ঋতু বলে মনে করলেও, সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা বরং বর্ষাই হতে পারে প্রেমের সবচেয়ে সুন্দর সময়। বৃষ্টির দিনে চারপাশের পরিবেশে এক ধরনের আবেগঘন আবহ তৈরি হয়। আকাশ ধূসর, বাতাসে ভেজা গন্ধ, জানালার কাঁচে বৃষ্টির ফোঁটা সব মিলিয়ে একটা নির্জন,শান্ত অনুভূতি তৈরি করে। এই আবহেই মানুষ নিজের ভেতরে একটু বেশি ডুবে যায়, আর ঠিক তখনই প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কাটানো সময় হয়ে ওঠে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ।

বর্ষার দিনে ডেটিং মানেই বড় কোনো আয়োজন নয়। বরং ছোট ছোট মুহূর্তই এখানে বড় হয়ে ওঠে। যেমন হঠাৎ করে বৃষ্টিতে ভিজে ফেলা, ছাতা ভাগাভাগি করে হাঁটা, কিংবা কোনো চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে গরম চা খাওয়া এই সাধারণ দৃশ্যগুলোই সম্পর্কের ভেতরে তৈরি করে অন্যরকম উষ্ণতা। অনেক সময় এই ছোট্ট অভিজ্ঞতাগুলোই হয়ে ওঠে সবচেয়ে স্মরণীয়। আবার যারা ভিড় বা বাইরে যেতে পছন্দ করেন না, তাদের জন্য ঘরও হতে পারে দারুণ এক ডেট স্পেস। বৃষ্টির দিনে ঘরের ভেতর আলো কমিয়ে, প্রিয় গান চালিয়ে, একসঙ্গে গল্প করা বা সিনেমা দেখা এসব মুহূর্ত সম্পর্ককে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। বাইরে বৃষ্টি পড়তে থাকে, আর ভেতরে তৈরি হয় এক ধরনের নিরাপত্তা ও স্বস্তির অনুভূতি যা সম্পর্ককে গভীর করে ।বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্ষার আবহাওয়া মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। এই সময়ে মানুষ বেশি অনুভব করে, বেশি শোনে, আর একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে। ফলে সম্পর্কের ভেতরে জমে থাকা দূরত্ব কমে আসে। অনেক অপ্রকাশিত কথাও এই সময় সহজে বলা যায়।

তবে বর্ষার ডেটিং শুধু রোমান্স নয়, এতে থাকে যত্নের বিষয়ও। যেমন বৃষ্টিতে ভিজলে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকে, তাই পরিকল্পনায় একটু সচেতনতা জরুরি। কোথায় যাবেন, কীভাবে সময় কাটাবেন এই ছোটখাটো পরিকল্পনাগুলোই পুরো অভিজ্ঞতাকে আরও সুন্দর করে তোলে। সব মিলিয়ে, বর্ষা আসলে শুধু ঋতু নয় এটা একটা অনুভূতি। আর সেই অনুভূতিকে যদি ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে সম্পর্কও পায় নতুন এক মাত্রা ।তাই বৃষ্টি নামলেই নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার বদলে, এই সময়টাকে একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করুন। হয়তো এক কাপ চা, কিছু কথা আর একটু সময় এই সামান্য জিনিসই আপনার সম্পর্ককে নিয়ে যেতে পারে আরও গভীর, আরও উষ্ণ এক জায়গায়।

পেটের ব্যথাকে অবহেলা ? নেপথ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে পিত্তথলির পাথর

নয়া জামানা ঃ যদুবাবু মাঝেমধ্যেই পেটের মাঝ বরাবর তীব্র ব্যথা অনুভব করতেন। কখনও সেই ব্যথা ছড়িয়ে যেত ডান কাঁধ পর্যন্ত। তবে বিষয়টিকে সাধারণ গ্যাসের সমস্যা ভেবেই দীর্ঘদিন এড়িয়ে যান তিনি। অ্যান্টাসিড খেয়ে সাময়িক স্বস্তি মিললেও ধীরে ধীরে সমস্যা বাড়তেই থাকে। অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে পরীক্ষা করাতে গিয়ে ধরা পড়ে পিত্তথলিতে পাথর জমেছে। চিকিৎসকদের মতে, অস্ত্রোপচার ছাড়া এখন আর উপায় নেই ।চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, পিত্তথলিতে পাথর বা গলস্টোনের সমস্যা বর্তমানে অত্যন্ত সাধারণ হলেও অধিকাংশ মানুষ প্রথমদিকে উপসর্গকে গুরুত্ব দেন না। অনেকের ধারণা, শুধু অতিরিক্ত তেল-ঝাল বা চর্বিযুক্ত খাবারই এই রোগের কারণ। কিন্তু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় উঠে এসেছে আরও বিস্তৃত তথ্য ।বিশেষজ্ঞদের মতে, পিত্তথলির প্রায় ৮০ শতাংশ পাথরই তৈরি হয় কোলেস্টেরল থেকে। যখন লিভার থেকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল পিত্তরসে মিশে যায় এবং তা সঠিকভাবে দ্রবীভূত হতে পারে না, তখন ধীরে ধীরে স্ফটিক জমে পাথরের আকার নেয়।

অতিরিক্ত চিনি, ময়দাজাতীয় খাবার ও পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট এই ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। তার প্রভাবে লিভার আরও বেশি কোলেস্টেরল তৈরি করে, যা পিত্তরসের রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। একই সঙ্গে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত আঁশ বা ফাইবারের অভাব থাকলে পিত্তথলি ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। ফলে পিত্তরস জমে থেকে পাথর তৈরির আশঙ্কা বাড়ে ।বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, বিস্কুট, প্যাটিস, হোয়াইট ব্রেড বা প্রক্রিয়াজাত খাবারে থাকা ট্রান্স ফ্যাট পিত্তরসের গঠন বদলে দেয়। অন্যদিকে অতিরিক্ত লাল মাংস খাওয়ার অভ্যাসও পিত্তথলির প্রদাহ ও পাথরের ঝুঁকি বাড়ায়। সফ্ট ড্রিংকস বা সোডাযুক্ত পানীয় এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে ।তাহলে উপায় কী ? চিকিৎসকদের পরামর্শ, দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। চিনি ও ময়দাজাতীয় খাবার কমিয়ে খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে শাকসবজি, গোটা শস্য, ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল, বাদাম এবং অলিভ অয়েলের মতো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা ও পর্যাপ্ত জলপানও গুরুত্বপূর্ণ ।চিকিৎসকদের কথায়, পিত্তথলির পাথর শুধু সাময়িক ব্যথার কারণ নয়, দীর্ঘমেয়াদে হজম প্রক্রিয়ার উপরও গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পেটের ব্যথা বা হজমের সমস্যাকে অবহেলা না করে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

নজরে INSTA

তামান্না

ঈশা

শ্যাম্মুপ্তী

ঐন্দ্রিলা

দিতিপ্রিয়া

আম খেলে ওজন বাড়বে না, বরং কমবে

নয়া জামানা ঃ গ্রীষ্মকাল মানেই বাজারজুড়ে আমের সমারোহ। রসালো, সুগন্ধি আর মিষ্টি স্বাদের কারণে আম বাংলাদেশের প্রায় সব বয়সীর কাছেই প্রিয় একটি ফল। কিন্তু এই প্রিয় ফল নিয়েই একটি পুরোনো ভয় কাজ করে আম খেলে কি ওজন বেড়ে যায়? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ নয়। পুষ্টিবিদদের মতে, আম নিজে ওজন বাড়ায় না বরং এর পরিমাণ, খাওয়ার সময় এবং খাওয়ার ধরনই নির্ধারণ করে এটি শরীরে কী প্রভাব ফেলবে। সঠিকভাবে খেলে আম বরং স্বাস্থ্যকর ডায়েটের অংশ হয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করতে পারে ।পুষ্টিগুণের দিক থেকে আম অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ফল। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, আঁশ, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রাকৃতিক শর্করা। খোসা ও আঁটি ছাড়া ১০০ গ্রাম আমে প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ ক্যালরি থাকে, যা তুলনামূলকভাবে কম।

অন্যদিকে একই পরিমাণ সেদ্ধ ভাতে ক্যালরি থাকে প্রায় ১২৫ এবং কার্বোহাইড্রেটও অনেক বেশি। অর্থাৎ শুধু ক্যালরি নয়, পুষ্টির দিক থেকেও আম অনেক ক্ষেত্রে ভাত বা প্রসেসড স্ন্যাক্সের চেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে। তবে সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন আমরা আমকে ভুলভাবে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাই।

আম খেয়ে ওজন বাড়ার প্রধান কারণ হলো খাওয়ার ভুল অভ্যাস। আমাদের অনেকেরই অভ্যাস হলো ভাত বা রুটির পর ডেজার্ট হিসেবে আম খাওয়া, কিংবা দুধ, মুড়ি বা অন্যান্য স্ন্যাক্সের সঙ্গে আম খাওয়া। এই অভ্যাসে একসঙ্গে একাধিক কার্বোহাইড্রেট শরীরে প্রবেশ করে, ফলে ক্যালরি অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে রাতে খাবারের পর আম খেলে সমস্যা আরও বাড়ে, কারণ তখন শরীরের শারীরিক কার্যকলাপ কম থাকে এবং ক্যালরি বার্ন হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে অতিরিক্ত শক্তি শরীরে চর্বি হিসেবে জমা হতে শুরু করে, যা ধীরে ধীরে ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আম খাওয়ার সঠিক উপায় জানা থাকলে এটি ওজন নিয়ন্ত্রণের ডায়েটেও জায়গা পেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সকালের নাশতা বা দুপুরের খাবারের বিকল্প হিসেবে পরিমাণমতো আম খাওয়া যেতে পারে। এক বেলায় প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ গ্রাম আম, অর্থাৎ দুই থেকে তিনটি মাঝারি আকারের আম খাওয়া যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে অন্য কোনো কার্বোহাইড্রেট খাবার গ্রহণ করা উচিত নয়। আমকে আলাদা খাবার হিসেবে খাওয়া সবচেয়ে ভালো, যাতে এটি ভাত বা রুটির মতো অন্য শর্করাসমৃদ্ধ খাবারের সঙ্গে মিশে অতিরিক্ত ক্যালরি তৈরি না করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময়। বিকেলের আগেই আম খাওয়া শেষ করা ভালো, কারণ দিনের বেলায় শরীর তুলনামূলক বেশি সক্রিয় থাকে এবং ক্যালরি খরচ হওয়ার সুযোগ থাকে। সন্ধ্যার পর বা রাতে আম খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়া আমের জুস না খেয়ে আস্ত ফল চিবিয়ে খাওয়া বেশি উপকারী, কারণ এতে আঁশ পাওয়া যায় এবং হজম প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হয়, যা দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। খাওয়ার পর হালকা হাঁটাহাঁটি বা শারীরিক নড়াচড়া করলে অতিরিক্ত ক্যালরি ব্যবহারে সহায়তা হয় ।অনেকে আবার মনে করেন খালি পেটে আম খেলে গ্যাস্ট্রিক হতে পারে। তবে আম টকজাতীয় ফল নয় এবং এতে প্রাকৃতিক শর্করা ও আঁশ থাকে, তাই পরিমিত পরিমাণে খেলে সাধারণত গ্যাস্ট্রিকের ঝুঁকি থাকে না। বরং এটি হজমে সহায়তা করে এবং শরীরে প্রাকৃতিক শক্তি যোগায়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, আম কোনো ওজন বাড়ানোর ফল নয়। বরং এটি একটি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার, যা সঠিক নিয়মে খেলে ডায়েটের অংশ হিসেবেও কাজ করতে পারে। আসল বিষয় হলো আপনি কখন খাচ্ছেন, কতটা খাচ্ছেন এবং কীভাবে খাচ্ছেন। তাই আম খাওয়া নিয়ে ভয় না পেয়ে, সচেতনভাবে এবং নিয়ম মেনে খেলে এই প্রিয় ফলটি স্বাস্থ্য ও স্বাদের দারুণ সমন্বয় হয়ে উঠতে পারে।

সকালেই ক্লান্ত লাগছে? অবসাদ গ্রাস করছে মন ? ‘বার্ন আউট’-এর লক্ষণ নয় তো !

নয়া জামানা ঃ রাতভর ঘুমিয়েও সকালে উঠে শরীর-মনে ক্লান্তি অনুভব করছেন? কোনও কাজেই আগ্রহ পাচ্ছেন না? সারাদিনের রুটিন যেন একঘেয়ে ও অসহ্য মনে হচ্ছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি সাধারণ ক্লান্তি নয়, বরং ‘বার্ন আউট’-এর লক্ষণ হতে পারে। বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রায় কর্মক্ষেত্রের চাপ, সংসারের দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত সময়ের অভাব অনেককেই ধীরে ধীরে মানসিক অবসাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মনোবিদদের ভাষায়, দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক চাপের ফলে মানুষ একসময় সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকেই বলা হয় ‘বার্ন আউট’।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বার্ন আউটের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ রয়েছে। যেমন;

অন্যের কথা শুনতেও বিরক্তি

যাঁরা সাধারণত অন্যের সমস্যায় পাশে দাঁড়ান, তাঁরাও হঠাৎ করে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন। পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আনন্দের বদলে ক্লান্তিকর মনে হতে পারে।

ছোট সিদ্ধান্ত নিতেও অনীহা

কী রান্না হবে, কোনও মেসেজের কী উত্তর দেওয়া উচিত; এই সাধারণ সিদ্ধান্ত নিতেও অনীহা তৈরি হয়। অনেকের মধ্যেই ‘যা হওয়ার হোক’ ধরনের উদাসীনতা দেখা যায় ।রাত জেগে ফোনে সময় কাটানোদিনভর বাধ্যতামূলক কাজের চাপে নিজের জন্য সময় না পাওয়ার অনুভূতি থেকে অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত ফোন স্ক্রোল করেন। ফলে ঘুমের ঘাটতি আরও বাড়ে ।আবেগ নিয়ন্ত্রণে সমস্যাসহজেই রাগ, বিরক্তি বা হতাশা তৈরি হয়। আবার কখনও কোনও আবেগই অনুভব করতে ইচ্ছে করে না। অনেকের ক্ষেত্রে রবিবার থেকেই সোমবারের কাজের চাপ ভেবে অস্বস্তি শুরু হয়ে যায়।

শরীরেও দেখা দেয় প্রভাব

দীর্ঘদিন মানসিক চাপ চলতে থাকলে ঘাড়ে ব্যথা, মাথা ভার লাগা, হজমের সমস্যা বা অনিদ্রার মতো শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে ।মনোবিদদের মতে, শুধু এক-দু’দিনের ছুটি নিলেই এই সমস্যা পুরোপুরি মেটে না।

বরং কোন কাজ বা পরিস্থিতি থেকে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করা জরুরি। নিজের পছন্দের কাজের জন্য সময় বের করা, দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া এবং প্রয়োজন হলে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা গুরুত্বপূর্ণ।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 16-05-2026 10:27 Page 12

মুখ্যমন্ত্রী যেন মসিহা !

কুর্সিতে বসেই ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা বিজয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাজনীতিতে নামার আগে তাঁর শেষ ছবি ছিল জন নয়াগণ। তামিল এই কথাটির অর্থ জনতার নেতা। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সেই 'জন নয়াগণ' ইমেজ ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন থলপতি বিজয়। বৃহস্পতিবার তিনি সরকারি কর্মচারীদের জন্য ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন। সবমিলিয়ের তামিলনাড়ুর ১৬ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক এবং পেনশনভোগীরা উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেই ৭১৭টি মদের দোকান বন্ধ করেছিলেন বিজয়। এবার সরকারি কর্মীদের জন্য সুসংবাদ শোনাল তাঁর প্রশাসন। বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানেই ঘোষণা করা হয়, তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মীদের ২ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হল। বর্তমানে তামিলভূমের সরকারি কর্মীরা ৫৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পান। এবার সেটা বেড়ে দাঁড়াল ৬০ শতাংশ। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই নতুন মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হবে।

তার ফলে সরকারি কোষাগার থেকে ১২৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে বলেই জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। কেবল ডিএ বৃদ্ধি নয়, মহিলাদের জন্য মাসিক ১০০০ টাকার ভাতার মে মাসের কিস্তি দ্রুত পৌঁছে যাবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন বিজয়। তামিলনাড়ুর ১ কোটি ৩১ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হন।উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করছেন বিজয়। নির্দেশ দিয়েছেন, উপাসনাস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাস স্টপের ৫০০ মিটারের মধ্যে থাকা সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করতে হবে। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করতে হবে এই সরকারি নির্দেশ।

তার ফলে অন্তত ৭১৭টি মদের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এটাই বিজয় সরকারের প্রথম সামাজিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। তামিল অভিনেতাদের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন বিজয়ের এই পদক্ষেপকে।নির্বাচনী প্রচারে বিজয় বারবার দাবি করেছিলেন, দুর্নীতিমুক্ত সরকার গঠন করবেন তিনি।

প্রতিষ্ঠা করবেন আমজনতার সরকার। তাই মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি মেনে তিনটি অধ্যাদেশ সই করেছেন থলপতি।

২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন এবং মাদক সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিটি জেলায় বিশেষ বাহিনী গঠনের অধ্যাদেশ সই করেছেন। তারপরেও একের পর এক জনস্বার্থমূলক পদক্ষেপ করছেন বিজয়। ফলে শুধু তামিলনাড়ু নয়, দেশজুড়েই বাড়ছে বিজয়ের জনপ্রিয়তা। নির্বাচনী প্রচারে বারবার বলেছিলেন, মাদকমুক্ত তামিলনাড়ু গড়বেন। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে জোরকদমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন চন্দ্রশেখর জোসেফ বিজয়। তামিলনাড়ুর কুর্সিতে বসেই ঘোষণা করেছিলেন, সেখানকার মন্দির, স্কুল এবং বাস স্ট্যান্ডের ৫০০ মিটারের মধ্যে সব সরকারি মদের দোকান অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। এবার তিনি ঘোষণা করলেন, ২১ বছরের কমবয়সিরা মদ কেনার অনুমতি পাবে না। মদের ক্রেতাদের বয়স যাচাই করতে হবে। রাজ্য সরকার পরিচালিত তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং করপোরেশনের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে বিজয়ের প্রশাসন। বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ২১ বছর বয়সের নিচে মদ্যপান বেআইনি। তাই ২১ বছরের কমবয়সিদের মদ কেনার অনুমতি দেওয়া হবে না। মদ বিক্রেতা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আধার কার্ড দেখে ক্রেতাদের বয়স এবং পরিচয় যাচাই করতে হবে। মদ্যপানে লাগাম টানতে আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ করতে পারে বিজয়ের সরকার।

তারমধ্যে অন্যতম হল মদের দোকানের সময় কমানো। তামিলনাড়ু
স্টেট মার্কেটিং করপোরেশনের আউটলেটগুলি বর্তমানে দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

সেই সময়টা ২ ঘণ্টা কমিয়ে আনার কথা ভাবছে তামিলনাড়ু সরকার। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেই বিজয় নির্দেশ দিয়েছেন, উপাসনাস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাস স্টপের ৫০০ মিটারের মধ্যে থাকা সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করতে হবে। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করতে হবে এই সরকারি নির্দেশ। তার ফলে অন্তত ৭১৭টি মদের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এটাই বিজয় সরকারের প্রথম সামাজিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। তামিল অভিনেতা-পরিচালকদের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন বিজয়ের এই পদক্ষেপকে। এবার ২১ বছরের নিচে মদ্যপান রুখতে উদ্যোগ নিলেন থলপতি। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই তামিলনাড়ুর সরকারি কর্মচারীদের জন্য ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন বিজয়।

বর্তমানে তামিলভূমের সরকারি কর্মীরা ৫৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পান। এবার সেটা বেড়ে দাঁড়াল ৬০ শতাংশ। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই নতুন মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হবে। কেবল ডিএ বৃদ্ধি নয়, মহিলাদের জন্য মাসিক ১০০০ টাকার ভাতার মে মাসের কিস্তি দ্রুত পৌঁছে যাবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন বিজয়। সবমিলিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী হয়েই একের পর এক জনস্বার্থমূলক পদক্ষেপ করছেন বিজয়। ফলে শুধু তামিলনাড়ু নয়, দেশজুড়েই বাড়ছে বিজয়ের জনপ্রিয়তা।

গ্রেপ্তার নিট প্রশ্নফাঁসের মাস্টারমাইন্ড

নিট ইউজি-র প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় সাড়া পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে এবার সিবিআইয়ের জালে মূল অভিযুক্ত। পিভি কুলকর্নি নামে পুণের বাসিন্দা এক শিক্ষককে এদিন গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং এনটিএ-র তরফে নেওয়া নিট পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেকচারার হিসেবে কর্মরত। আধিকারিকদের মতে, কুলকর্নি আসলে মহারাষ্ট্রের লাতুরের বাসিন্দা। বেশ কয়েকবছর ধরে নিটের প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকারী কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে প্রশ্নফাঁসের বিরাট চক্র তৈরি করা হয়েছিল। রিপোর্ট বলছে, গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে নিজের বাড়িতে একটি কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেন ওই অভিযুক্ত। এখানে তিনি আর এক অভিযুক্ত মনীষা ওয়াঘমারের সাহায্য নেন। গত ১৪ মে মনীষাকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। দাবি করা হচ্ছে, এই কোচিংয়ে কুলকর্নি নিটের প্রশ্ন ও উত্তর বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন। পরে দেখা যায়, ৩ মে নিটের যে পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে আসা প্রশ্নের সঙ্গে তা হুবহু মিলে গিয়েছে। এদিকে নিটের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর শুক্রবারই প্রথম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, যেসব মাফিয়া চক্র বারবার প্রশ্ন ফাঁস করছে তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে।থ

পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের সঙ্গে কোনভাবেই আপস করা হবে না। সাংবাদিক সম্মেলনে ধর্মেন্দ্র বলেন, তরাধাকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করা সত্ত্বেও কমান্ড চেনে ত্রুটি ছিল। আমরা তা স্বীকার করছি এবং এটি উন্নত করার দায়িত্ব নিচ্ছি।দ ইতিমধ্যেই প্রশ্ন ফাঁসের তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, মামলার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ৭ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। অভিযুক্তরা জয়পুর, গুরুগ্রাম, নাসিক, পুণে এবং অহল্যানগরের বাসিন্দা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নিটের মতো কঠিন পরীক্ষা বারবার দেওয়া পরীক্ষার্থীদের জন্য শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার শামিল। তাই আগামী দিনে যেন প্রশ্ন ফাঁস একেবারে আটকে দেওয়া যায়, সেজন্য নিটের পরীক্ষা পদ্ধতি পুরোপুরি পালটে দেওয়া হবে। চলতি বছর পর্যন্ত পরীক্ষা হত খাতায় কলমে। ওএমআর শিটে পরীক্ষা দিত পড়ুয়ারা।

আগামী ২১ জুন নিট পরীক্ষাও এই পদ্ধতিতেই নেওয়া হবে। কিন্তু পরের বছর থেকে পরীক্ষা পদ্ধতি পুরোপুরি ডিজিটাল হয়ে যাবে। কম্পিউটারে পরীক্ষা দেবে পড়ুয়ারা। অনলাইন পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। উল্লেখ্য, গত ৩ মে নিট ইউজির পরীক্ষা নিয়েছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। প্রায় ২৩ লক্ষ পড়ুয়া এই পরীক্ষায় বসেন। জানা যায়, পরীক্ষার অন্তত একমাস আগে কিছু ছাত্রছাত্রীর হাতে এসেছিল একটি সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র। ওই সম্ভাব্য প্রশ্নপত্রে ৪১০টি প্রশ্ন ছিল। পরীক্ষার পর দেখা যায় ১২০টি রসায়ন প্রশ্ন আসল প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে।

শুধু প্রশ্ন নয়, মিলে গিয়েছে উত্তরের অপশনও। এহেন দুর্নীতি যেন আর না হয় সেটা নিশ্চিত করতেই অনলাইন পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

বিশ্বমঞ্চে হরমুজ নিয়ে কড়া বার্তা ভারতের

ভারতে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনে তুমুল ঝগড়ায় জড়াল ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি ও আমিরশাহীর বিদেশমন্ত্রী খলিফা শহিন আল মারার মধ্যে বাকবিতণ্ডার জেরে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে হল নয়াদিল্লিকে।

শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী। পাশাপাশি এই সম্মেলনে হরমুজের নিরাপত্তা নিয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের তরফে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর গোটা মধ্যপ্রাচ্যে হামলা শুরু করে ইরান। রেহাই পায়নি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীও। পরে জানা যায়, সেই হামলার পালটা ইরানের দ্বীপে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল আমিরশাহীও। ফলে বলার অপেক্ষা রাখে না, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়।

এই অবস্থায় আলোচনা চলাকালীন আমিরশাহীর জ্বালানি পরিকাঠামোয় ইরানের হামলার প্রসঙ্গ ওঠে। যার জেরে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় দুই বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে।

পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসে হরমুজ প্রসঙ্গ।

বিশ্বের সামনে ভারত নিজের অবস্থান তুলে ধরে জানায়, আন্তর্জাতিক আইন মেনে সমুদ্রপথ খোলা রাখা উচিত। কোনও দেশের একতরফা পদক্ষেপ বা নিষেধাজ্ঞা উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর চাপ তৈরি করছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'হরমুজ প্রণালী এবং লোহিত সাগর-সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক জলপথগুলিতে নিরাপদ ও বাধাহীন পরিবহণ বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য।' কোনও দেশের নাম না নিলেও জয়শংকর বলেন, সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি সম্মানই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত। সংঘাত মেটানোর একমাত্র পথ হল সংলাপ ও কূটনীতি।

উল্লেখ্য, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল ব্রিকস।

এই সংগঠনের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ২০২৪ সালে এতে যুক্ত হয় মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। ২০২৫ সালে ব্রিকসে যোগ দেয় ইন্দোনেশিয়া।

নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসে দায় স্বীকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

ইতিমধ্যে বাতিল হওয়া নিটের নতুন দিনক্ষণ জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। এবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ভার স্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এমনকী তাঁর মুখে শোনা গেল 'সংগঠিত চক্র' এবং 'শিক্ষা মাফিয়া'র মতো শব্দও। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন, বছর বছর কীভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে? একাধিকবার পরীক্ষা কোনও সমাধান হতে পারে না।

নিটের মতো কঠিন পরীক্ষা বারবার দেওয়া পরীক্ষার্থীদের জন্য শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার শামিল। গত ৩ মে দেশজুড়ে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়। কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের জেরে সেই পরীক্ষা বাতিল হয়। আগামী ২১ জুন নতুন করে নিট পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেকথা জানিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন একাধিক বিকল্প প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে উচ্চশিক্ষা দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার রাজ্যের সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগ রেখে তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। শিক্ষামন্ত্রী

মন্তব্য করেছেন, তরাধাকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করা সত্ত্বেও কমান্ড চেনে ত্রুটি ছিল। আমরা তা স্বীকার করছি এবং এটি উন্নত করার দায়িত্ব নিচ্ছি। ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল, এদিন সেকথা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। জানা গিয়েছে, ওই কমিটি পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় সংস্কারের জন্য ৯৫টি সুপারিশ করেছিল, যদিও রহস্যময়ভাবে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্নপত্র ফাঁসে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) কেউ জড়িত নয় তো? এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, তসিবিআই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করবে। সিবিআই একটি নির্ভরযোগ্য সংস্থা এবং তারা বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করবে। 'শিক্ষা মাফিয়া'দের জন্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা, বলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এই পরিস্থিতি যাতে ভবিষ্যতে না হয়, তার জন্য আগামী বছর অনলাইনে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

ইরানি অভিনেত্রীর সঙ্গে 'প্রেমালাপ' ম্যাক্রোঁর, দেখেই ঠাটিয়ে 'চড়' স্ত্রীর !

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর গালে ঠাসিয়ে চড় মেরেছিলেন স্ত্রী ব্রিগেট। ভাইরাল হয়েছিল ভিডিওটি। পরে অবশ্য বিষয়টা সামলে নিতে ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন, এটা স্রেফ স্বামী-স্ত্রীর খুনসুটি। অবশেষে জানা গেল, আসল কারণ! সদ্য প্রকাশিত একটি বইয়ে এই বিষয়টি সামনে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, মোটেই কোনও খুনসুটির ব্যাপার নয়। ফ্লোরিয়ান টার্ডিফের লেখা 'পারফেক্ট কাপল' বইয়ে দাবি করা হয়েছে, সেই সময় আচমকাই ম্যাক্রোঁর স্ত্রী আবিষ্কার করেন ইরানি অভিনেত্রী গলশিফতের ফারাহানির সঙ্গে দিব্যি চ্যাট করে চলেছেন স্বামী! দেখতে পান, তিনি লিখেছেন 'তুমি বড্ড সুন্দরী!' আর এতেই মেজাজ গরম হয়ে যায় তাঁর। সেই সময় ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া সফর শুরু করেছেন সস্ত্রীক ম্যাক্রোঁ। বিমান প্রথম অবতরণ করে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে। সেখানেই বিমানের দরজা খুলে নামার সময় এমন অপ্রীতিকর দৃশ্য একেবারে সকলের চোখের সামনে। দেখা যাচ্ছে, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্রোঁর গালে সপাটে এসে পড়ে চড়! স্ত্রীর রণমূর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে যান প্রেসিডেন্ট। মুহূর্তের মধ্যে অবশ্য সবটা সামলে বিমান থেকে নেমে আসেন দম্পতি। সেসময় স্ত্রী ব্রিগেটের হাত ধরতে যান ম্যাক্রোঁ। কিন্তু ব্রিজিট দূরত্ব বজায় রেখেই সিঁড়ি দিয়ে নামেন। ভিডিও ভাইরাল হতেই স্ত্রীর হাতে চড় খাওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন ম্যাক্রোঁ। তাঁকে বলতে শোনা যায়, তআমার স্ত্রী আর আমি মৃদু ঝগড়া করছিলাম। বলা ভালো খুনসুটি করছিলাম। কিন্তু সেটা যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে আমি স্তম্ভিত। গোটা ঘটনাটা এবার মহাজাগতিক বিপর্যয়ের সমতুল্য হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। নানা তত্ত্বও বানাচ্ছেন অনেকে। কিন্তু এই ভিডিওগুলোতে স্রেফ দেখা যাচ্ছে, আমি একটা টিস্যু নিলাম, একজনের সঙ্গে হাত মেলালাম আর স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি করলাম যেটা আমরা প্রায়শই করে থাকি। এর বাইরে আর কিছুই নয়।দ তবে তিনি এমন কথা বললেও ভিন্ন কথা বলছে নতুন বইটি। ফার্স্ট লেডির প্রতিনিধি অবশ্য দাবি করছেন, এই দাবি একেবারেই অসত্য।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

মার্শ-ঝড়ে ‘লাস্ট বয়’ লখনউয়ের কাছে হার, প্লেঅফ অঙ্ক জটিল চেন্নাইয়ের

প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যেমন একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, লখনউ সুপার জায়ান্টসের পারফরম্যান্সও যেন ঠিক তেমনই। পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা দলটি এদিন দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়ে অনায়াসে হারিয়ে দিল অনেকটাই উপরে থাকা চেন্নাই সুপার কিংসকে। মিচেল মার্শের বিধ্বংসী ইনিংসের সৌজন্যে ৭ উইকেটে জয় তুলে নিল এলএসজি। চেন্নাই সুপার কিংসের সামনে সমীকরণটা ছিল খুবই সহজ, লখনউকে হারালেই প্রথম চারে ঢুকে পড়বে। কিন্তু মাঠে নামার পর সেই সমস্ত হিসাবই ওলটপালট করে দিল এলএসজি। ১৮৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার তারকা মিচেল মার্শ যেভাবে ব্যাট চালালেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। একদিকে মার্শ ছিলেন মারমুখী মেজাজে, অন্যদিকে তাঁর সঙ্গী জস ইংলিশ খেললেন দায়িত্বশীল ইনিংস। স্পেনসার জনসন, অংশুল কম্বোজদের মতো বোলাররা মার্শের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন। আর ইংলিশ শান্ত মাথায় ইনিংস গড়ে মার্শকে সঙ্গ দেন। সুযোগ পেলেই স্ট্রাইক ঘুরিয়ে সতীর্থকে বড় শট খেলার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন তিনি। মার্শ-ইংলিশের জুটিতে ভর করেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নেয় লখনউ। দু’জনে মিলে মাত্র ৭০ বলে যোগ করেন ১৩৫ রান। চেন্নাইয়ের হয়ে প্রথম সাফল্য এনে দেন মুকেশ চৌধুরী। ৩২ বলে ৩৬ রানে ফেরেন ইংলিশ। তবে এরপরই আসে ম্যাচের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্ত। শতরানের একেবারে কাছে পৌঁছে গিয়েও রান আউট হয়ে ফিরতে হল মার্শকে। নন-স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অজি তারকা তখন অনেকটাই ক্রিজের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় নিকোলাস পুরানের সোজা ব্যাটে শট বোলার মুকেশ চৌধুরীর আঙুলের ডগায় লেগে স্টাম্পে আঘাত করে। সামান্য ডিফ্লেকশন হলেও সেটাই যথেষ্ট ছিল মার্শকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত ৩৮ বলে ৯০ রান করে থামতে হয় তাঁকে। দুর্ভাগ্যের কারণে অধরাই থেকে গেল দুরন্ত এক শতরান। তাতে অবশ্য জয় আটকায়নি লখনউয়ের। এই হারের পর প্লেঅফ অঙ্ক অনেকটাই জটিল হল চেন্নাইয়ের। শুক্রবার বিপক্ষের ঘরের মাঠে শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি সিএসকে’র। মন্থর পিচে রান তুলতে রীতিমতো লড়াই করতে দেখা যায় টপ অর্ডারের ব্যাটারদের। বড় শট খেলতে সমস্যায় পড়েন সঞ্জু স্যামসন ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সঞ্জু ২০ বলে ২০ রান করে ফিরলেও রুতুরাজের ব্যাট থেকে আসে মাত্র ১৩ রান। আগের ম্যাচে আইপিএলে নজির গড়া উর্বিল পটেলও এদিন ব্যর্থ। ৬ রান করে সাজঘরে ফেরেন। ৫২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় চেন্নাই। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন কার্তিক। ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে সঙ্গে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ৭০ রানের জুটি গড়েন তিনি। শর্ট বলের বিরুদ্ধে কিছুটা অস্বস্তি থাকলেও এ দিন ধৈর্য ধরে ইনিংস সাজান কার্তিক। বিশেষ করে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ছিলেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। শাহবাজ আহমেদকে এক ওভারেই দু’টি চার ও দু’টি ছক্কাও হাঁকান। পরে পেসারদের বিরুদ্ধেও হাত খুলে খেলেন। প্রিন্স যাদবকে পরপর দু’টি ছয় মারেন। অন্যদিকে, ব্রেভিসও ২৫ রান করে ভালো সঙ্গ দেন। ৩৫ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন কার্তিক, যদিও এরপর কয়েক বলের ব্যবধানে দু’জনকেই হারায় চেন্নাই। শেষ দিকে শিবম দুবের অপরাজিত ৩২ রান এবং প্রশান্ত বীরের ছোট্ট ইনিংসে (১৩) ভর করে লড়াই করার মতো রান করে সিএসকে। জবাবে একেবারেই অসুবিধায় পড়েনি লখনউ। পঞ্চম ওভারে অংশুল ২৮ রান হজম করে। পাওয়ার প্লে-তেই ওঠে ৮৬ রান তুলে ফেলে লখনউ। সৌজন্যে মার্শ। দুরন্ত শুরু করার পর পরপর দুই ওপেনারের উইকেট হারিয়ে আচমকাই চাপে পড়ে যায় তারা। আবদুল সামাদও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হন। মাত্র ৭ রান করেই ফিরতে হয় তাঁকে। শুরুতে নিকোলাস পুরান কিছুটা ধীরেসুস্থে খেলছিলেন। বেশ কয়েকটি বল খেলেও রান তোলার গতি বাড়াতে পারছিলেন না তিনি। তবে ঋষভ পন্থকে সঙ্গে পেয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার। দু’জনে মিলে ইনিংস সামলে নেওয়ার পাশাপাশি রান তোলার গতিও বাড়াতে থাকেন। একটা সময় ২৪ বলে লখনউয়ের দরকার ছিল ২৪ রান। সেই পরিস্থিতিতে অংশুল কম্বোজের এক ওভারে চার বলে টানা চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচ কার্যত একাই শেষ করে দেন পুরান।

নিজের সেরা সময়ের চেয়েও এক সেকেন্ড দ্রুত হওয়ার মরিয়া লড়াইয়ে সাজন প্রকাশ

মাত্র এক সেকেন্ড। বর্তমানে এই এক সেকেন্ডের হিসেব ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে বত্রিশ বছর বয়সি ভারতীয় সাঁতারু সাজন প্রকাশের গোটা দুনিয়া। নিজের সেরা সময়ের চেয়ে মাত্র এক সেকেন্ড দ্রুত সাঁতার কাটার অদম্য জেদ এখন তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে তিনি তাঁর কেরিয়ারের সেরা সময় (১ মিনিট ৫৬.৩৮ সেকেন্ড) করেছিলেন। এখন প্রতিবার পুলে ঝাঁপ দেওয়ার সময় বা জিমে ঘাম ঝরানোর সময় তাঁর মাথায় ঘুরতে থাকে ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের সেই জাদুকরী লক্ষ্যের কথা। কারণ তিনি জানেন, নিজের সেরা সময়ের চেয়ে আর মাত্র এক সেকেন্ড আগে দেওয়াল ছুঁতে পারলেই আগামী জুলাই-অগস্ট মাসে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে তাঁর গলায় পদক ঝুলবে। প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে সম্ভবত এটাই তাঁর শেষ বছর হতে চলেছে, আর তাই পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে বদ্ধপরিকর এই অভিজ্ঞ সাঁতারু। সাজনের মাথায় পদকের এই সমীকরণটি অত্যন্ত পরিষ্কার। চার বছর আগে বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ১ মিনিট ৫৬.৭৭ সেকেন্ড সময় করে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন জেমস গাই। সেখানে ১ মিনিট ৫৫.৮৯ সেকেন্ডে রুপো জেতেন চাদ লে ক্লস এবং ১ মিনিট ৫৫.৬০ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা ছিনিয়ে নেন লুইস ক্লেয়ারবার্ট। সম্প্রতি সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল এজ গ্রুপ সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১ মিনিট ৫৭.০৯ সেকেন্ড সময় করে রুপো জিতেছেন সাজন। তাই নিজের সেরা সময়কে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য এখন নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছেন তিনি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পুলে গড়ে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার সাঁতার কেটেছেন। জলের নিচে তাঁর মুভমেন্টের স্লো-মোশন পরীক্ষার জন্য সম্প্রতি ম্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন, যাতে টেকনিকের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে জলের বাধা কমিয়ে আরও কয়েক মাইক্রো-সেকেন্ড সময় বাঁচানো যায়। এর পাশাপাশি, ভুটানের উচ্চ পার্বত্য এলাকায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর এবার স্পেনের সিয়েরা নেভাদায় আরও তিন সপ্তাহের হাই-অ্যালটিটিউড ক্যাম্প করতে চলেছেন তিনি। এরপর কমনওয়েলথ গেমসের আগে ইংল্যান্ডে তিন সপ্তাহের একটি বিশেষ প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেবেন। বিজয়নগরের ইন্সপায়ার ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসে (আইআইএস) দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাজন বলেন, প্রতিদিন আপনাকে এমনভাবে অনুশীলন করতে হবে যেন আপনি মূল প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, যাতে আসল লড়াইয়ের দিন শরীর স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। এই কঠোর পরিশ্রমের পর মাঝে মাঝে শরীর এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে এক পা হাঁটার ক্ষমতাও থাকে না। এই পর্যায়ে এক সেকেন্ড সময় কমানো যে কতটা কঠিন, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে ২ মিনিটের গণ্ডি পেরোনোর পর সেখান থেকে ১ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে পৌঁছতে আমার প্রায় দু’বছর সময় লেগেছিল। এর জন্য আমাকে ১৩টি রেসে নামতে হয়েছিল। আর আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি ১ মিনিট ৫৬.৩৮ সেকেন্ডে, যা আমি ২০২১ সালে করেছিলাম। তারপর থেকে আর সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। এটা সত্যিই খুব কঠিন। ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের এই রেসে পুলের চারটে ল্যাপ কভার করতে সাজনের প্রায় ৮১টি স্ট্রোক লাগে। শরীরের ক্লান্তির ওপর নির্ভর করে তাঁর প্রতিটি স্ট্রোকের দূরত্ব। সাধারণত প্রতিটি স্ট্রোকে তিনি ১.৫ থেকে ১.৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন, কিন্তু শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়লে তা কমে ১.৪৫ মিটারে দাঁড়ায়। এই বয়সে সাজনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কঠিন অনুশীলনের পর দ্রুত রিকভারি বা শরীরের ক্লান্তি কাটানো। তাঁর বর্তমান কোচ তথা একসময়ের সতীর্থ সন্দীপ সেজওয়াল জানান, সাজন যখন ২২ বা ২৩ বছরের ছিলেন, তখন তিনি এমন কঠোর অনুশীলন করতেন যা অন্যরা ভাবতেও পারত না, এবং পরের দিন আবার একই এনার্জি নিয়ে পুলে নামতে পারতেন। কিন্তু এখন তাঁর শরীর সেই ধকল সামলে উঠতে আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় নেয়। কমনওয়েলথ বা এশিয়ান গেমসে পদক জিততে গেলে তাঁকে দিনে দু’বার পুলে নামতে হবে; সকালে যোগ্যতা অর্জন পর্বে এবং সন্ধ্যায় ফাইনালে। তাই দ্রুত রিকভারির ওপরই এখন সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। আইআইএস-এর হাই-পারফরম্যান্স সেন্টারে সাধারণত অ্যাথলিটদের সাপ্লিমেন্ট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হলেও সাজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের পারফরম্যান্স সায়েন্স বিভাগের প্রধান স্যামুয়েল পুলিঙ্গার জানান, সাজনের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুটিন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পুষ্টি এবং পারফরম্যান্স সায়েন্সের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেরা ফলাফল পাওয়া যায়। পুলের লড়াইয়ের পাশাপাশি প্রতি একদিন অন্তর জিমে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্ট্রেংথ ট্রেনিং করছেন সাজন। কোচ সেজওয়াল জানান, ২০২১ সালে নিজের সেরা পারফরম্যান্স দেওয়ার পর সাজন এমন এক চোটের কবলে পড়েন, যার সঠিক চিকিৎসা সেসময় হয়নি। এর ফলে তাঁর প্রশিক্ষণের অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

মরণবাঁচন ম্যাচের আগে নেটে বল করলেন বরুণ, ছেলের খেলা দেখতে ইডেনে গিলের বাবা

স্বস্তির খবর পেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। চোট কাটিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন দলের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে মরণবাঁচন ম্যাচের আগে তাঁর ফিটনেস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিল কেকেআর শিবির। অন্যদিকে, ছেলের খেলা দেখতে ইডেনে হাজির শুভমান গিলের বাবা। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে নেটে বল করেছেন বরুণ। তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর সর্বক্ষণ নজর রাখছেন দলের মেডিক্যাল টিম ও কোচিং স্টাফ। কেকেআরের সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আজ ইডেন গার্ডেন্সে নেটে বল করেছে বরুণ। আগামিকালের ম্যাচে ওকে পাওয়া যাবে কিনা, তা মেডিক্যাল টিম এবং কোচিং স্টাফের রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে। তাঁরা নিয়মিত বরুণকে পর্যবেক্ষণে রাখছেন।’ যদিও এদিন মাঠে বেশ খুড়িয়েই হাঁটতে দেখা যায় বরুণকে। চলতি মরশুমে কেকেআরের বোলিং বিভাগের অন্যতম ভরসা বরুণ। তাঁর প্রত্যাবর্তন দলকে বাড়তি শক্তি জোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্লেঅফের লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে আগামী ম্যাচে জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাইটদের কাছে। অন্যদিকে, কেকেআর শিবির ছেড়েছেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার রাচীন রবীন্দ্র। ইংল্যান্ড সফরের প্রস্তুতির জন্য দেশে ফিরে গিয়েছেন তিনি। কেকেআরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘রাচীন রবীন্দ্র ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সফরের আগে লাল বলের ক্রিকেটে প্রস্তুতির জন্য নিউজিল্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন।’ যদিও রাচীনের ফিরে যাওয়ায় দল গঠনে খুব একটা প্রভাব পড়বে না। এখনও পর্যন্ত কেকেআরের কোনও ম্যাচে খেলেননি রাচীন। ২ কোটি টাকায় তাঁকে নিলাম থেকে কেনে নাইটরা। টপ অর্ডারে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি স্পিন বোলিং করেন। একাধিকবার তাঁকে খেলানো নিয়ে চর্চা হলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামতে পারেনি। এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলে অষ্টম স্থানে রয়েছে কেকেআর। ১১ ম্যাচে নাইটদের সংগ্রহ ৯ পয়েন্ট। নেট রান রেট -০.১৯৮। প্লেঅফের আশা বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ঘরের মাঠে গুজরাটের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই নাইটদের সামনে। অন্যদিকে, টানা পাঁচ জয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে শুভমান গিলের গুজরাট। তারা চাইবে কলকাতাকে হারিয়ে শীর্ষে উঠতে। সেই দৃশ্য ইডেনে বসে দেখতে কলকাতায় হাজির শুভমান গিলের বাবা লখবিন্দর সিং গিল। তিনি অতীতেও ছেলের খেলা দেখে গিয়েছেন এই মাঠে। কারণ কেকেআর থেকেই আইপিএলে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন শুভমান। সেই সুবাদে লখবিন্দর আবার কলকাতায় এসে জানতে চাইলেন, শনিবার কিং খান উপস্থিত থাকবেন কিনা।

বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে সান্দা বিশ্বকাপে সোনা জয় ভারতের অপর্ণা দাহিয়ার

ম্যাকাউয়ে আয়োজিত একাদশ সান্দা বিশ্বকাপে মহিলাদের ৫২ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন ভারতীয় উশু খেলোয়াড় অপর্ণা দাহিয়া। গতকাল ফাইনালে তিনি ভিয়েতনামের বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন থি ফুওং এনগা এনগো-কে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। গত ১২ মে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় এটিই ভারতের প্রথম সোনার পদক। এর আগে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব উশু চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে এই একই প্রতিপক্ষের কাছে হারতে হয়েছিল অপর্ণাকে। প্রতিযোগিতামূলক উশু মূলত দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত; তাওলু এবং সান্দা। তাওলু হলো জিমন্যাস্টিকস এবং মার্শাল আর্টের একটি সংমিশ্রণ, যেখানে প্রতিযোগীদের তাদের মুভমেন্ট বা নড়াচড়ার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হয় এবং পয়েন্ট দেওয়া হয়।

এর মধ্যে রয়েছে দাঁড়ানোর বিশেষ ভঙ্গি, লাথি, ঘুষি, ভারসাম্য, লাফ, সুইপ এবং থ্রো। অন্যদিকে, সান্দা হলো একটি আধুনিক নিরস্ত্র কমব্যাট স্পোর্টস বা যুদ্ধখেলা, যা ঐতিহ্যবাহী উশু কৌশল থেকে বিকশিত হয়েছে এবং এতে মূলত ঘুষি, লাথি, থ্রো, কুস্তি এবং আত্মরক্ষামূলক কৌশল ব্যবহার করা হয়।

তিলক বর্মার বিধ্বংসী ইনিংসে পাঞ্জাবের টানা পাঁচ হার,

আইপিএল ২০২৬-এর রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ধরমশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে রান তাড়া করতে নেমে তিলক বর্মার অপরাজিত ৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস মুম্বইকে এক স্মরণীয় জয় এনে দিয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়া ও সূর্যকুমার যাদবের অনুপস্থিতিতে এই ম্যাচে মুম্বইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। যদিও মুম্বই প্লে-অফের দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল, তবে পাঞ্জাবের জন্য এই ম্যাচ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই হারের ফলে পাঞ্জাব টানা পাঁচটি ম্যাচে পরাজিত হল, যা তাদের শেষ চারে যাওয়ার পথকে আরও কঠিন করে তুলল। ম্যাচের শুরুতে টসে জিতে পাঞ্জাবকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় মুম্বই। পাঞ্জাবের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা শুরুটা ভালো করলেও মাঝপথে কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রভসিমরান সিং ৩২ বলে ৫৭ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন, যেখানে তিনি ছ’টি চার ও চারটি ছক্কা মারেন। তবে মুম্বইয়ের বোলার শার্দুল ঠাকুর মাঝের ওভারগুলোতে দুর্দান্ত বোলিং করে পাঞ্জাবের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। তিনি ৩৯ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন। এক সময় পাঞ্জাব ১৪০ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল, কিন্তু শেষ দিকে আজমতুল্লাহ ওমরজাইয়ের ১৭ বলে ৩৮ রানের ক্যামিও এবং বিষ্ণু বিনোদের সহায়তায় পাঞ্জাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ২০১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মুম্বই শুরুতেই রোহিত শর্মা ও শেরফেন রাদারফোর্ডের উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায়। তবে মিডল অর্ডারে তিলক বর্মা ছিলেন অটল। তিনি পাঞ্জাবের বোলারদের ওপর শুরু থেকেই চড়াও হন এবং মাত্র ৩৩ বলে ৭৫ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। তার এই ইনিংসে ছিল অসাধারণ কিছু শট যা মুম্বইকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। শেষ ওভারে জয়ের জন্য যখন ১৫ রান প্রয়োজন ছিল, তখন তিলক বর্মা পর পর দুটি ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচটি মুম্বইয়ের পকেটে পুরে নেন। অন্য প্রান্তে উইল জ্যাকসও একটি ছক্কা মেরে জয় নিশ্চিত করেন। শেষ পর্যন্ত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান তুলে নেয় এবং ৬ উইকেটে ম্যাচটি জিতে নেয়। এই জয়ের ফলে তিলক বর্মা আরও একবার প্রমাণ করলেন কেন তাকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ভবিষ্যৎ বলা হচ্ছে। অন্যদিকে পাঞ্জাব কিংসের জন্য এই পরাজয় প্লে-অফের স্বপ্নকে বড়সড় ধাক্কা দিল।

সাহসী লুকে বাজিমাত! সুন্দরী বলেই সঞ্চালনায়? নিন্দুকদের পালটা জবাব হেডেন-কন্যা গ্রেসের

ক্রিকেট সঞ্চালিকাদের তালিকায় আকর্ষণীয় নাম গ্রেস হেডেন। তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে। তিনি প্রাক্তন অজি তারকা ম্যাথু হেডেনের মেয়ে। কিন্তু সবসময় এতো ‘সাজুগুজু’ করে থাকেন কেন? এবার তার সপাটে জবাব দিলেন গ্রেস। পুরুষ আধিপত্যের মধ্যেও নিজের ছন্দে উজ্জ্বল থাকতে চান হেডেন-কন্যা। ২০২৩-র বিশ্বকাপে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন। ভারতকে নিজের ‘দ্বিতীয় বাড়ি’ বলে মনে করেন গ্রেস। এছাড়া ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও সঞ্চালনা করেছেন। শচীন তেণ্ডুলকরের কন্যা সারার সঙ্গেও দারুণ বন্ধুত্ব। যদিও সারার থেকে ৫ বছরের ছোট ২২ বছর বয়সি গ্রেস। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় দু’লক্ষ। তবে মূল পরিচয় সঞ্চালিকা হিসেবেই। চারিদিকে পুরুষ সঞ্চালকদের ভিড়। তার মধ্যেও নজরকাড়া গ্রেস। তবে তাঁকে নিয়ে একটা অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। তিনি নাকি একটু বেশিই ‘গ্ল্যামারাস’। পুরুষ আধিপত্যের এই জগতে ২৩ বছর বয়সি সঞ্চালিকার সাজপোশাক ও আচরণ নিয়ে বাঁকা কথা তুলতেও ছাড়ে না নিন্দুকরা। কেউ আবার বলেন শুধু রূপ ও গ্ল্যামারের জন্যই সঞ্চালনার দায়িত্ব পান। খেলা নিয়ে নাকি ততটাও ধারণা নেই। তবে গ্রেস ওসবে পাত্তাও দেন না। আপাতত অস্ট্রেলিয়ান ফ্যাশান উইকের কাছে খুব ব্যস্ত। একদিকে খেলার মাঠ, অন্যদিকে গ্ল্যামারের দুনিয়া, একসঙ্গে সামলাতে সামলাতে নিন্দুকদের জবাব দিলেন হেডেন-কন্যা। গ্রেস বলেন, ক্ষ্মআমার মনে হয় খেলা ও মিডিয়া জগতে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ বদলাচ্ছে। আর সোশাল মিডিয়ায় পরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে কথাবার্তা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে আমি ওসব নিয়ে খুব একটা ভাবি না। আমার মূল লক্ষ্য থাকে আমার কাজ কীরকম হল। তাঁর সংযোজন, ক্ষ্মআমি সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রাখি। সবসময় শিখতে থাকি। পেশাদারভাবে যে দায়িত্ব নিই, সেটা পালন করার চেষ্টা করি। খেলা, ফ্যাশান বা বিনোদনের জগতে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাতে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, উন্নতির সুযোগ থাকে। আমাদের কাজের জন্য সেটা দরকার। কিন্তু ফ্যাশানে এতো আগ্রহ কেন? হেডেন-কন্যা বলেন, ক্ষ্মফ্যাশানের জগতে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। নিজের বলার কথা প্রকাশ করা যায়। সব ইন্ডাস্ট্রির একটা নিজস্ব ভাষা আছে। এই ফ্যাশান উইকটা আমার কাছে সৃজনশীলতার উদযাপন। অস্ট্রেলীয় ডিজাইনারদের পাশে দাঁড়াতে চাই। কারণ এটাকে আমি ভালোবাসি। ২৩ বছর বয়সি সঞ্চালিকার সাফ কথা, ক্ষ্মলোকের বহু মতামত আছে। টিভিতে বা খেলার জগতে কাজ করলে অনেক কথা শুনতে হয়। সেসব আমি বুঝি। কিন্তু আমি সবসময় ইতিবাচক থাকতে পছন্দ করি। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের আবহে বড় হওয়া গ্রেসের কাছে এই খেলা কেবল পেশা নয়, আবেগের বিষয়। গ্রেসের সঞ্চালনার মূল শক্তি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা। কথায় ও সৌন্দর্যে দর্শকদের মনোরঞ্জন করায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া নাচটাও ভালোই জানেন। বাবা হেডেন এবার গুজরাট টাইটান্সের ব্যাটিং কোচ। আশিস নেহরা এবং ক্রিকেট ডিরেক্টর বিক্রম সোলাঙ্কির সঙ্গে কাজ করছেন। সেই কারণেই তাঁর লাস্যময়ী কন্যা এখন গুজরাটের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। বাবার টানেই এতদিন সিএসকে’র হয়ে গলা ফাটিয়েছেন। এবার তাঁকে দেখা গেল গুজরাট টাইটান্সকে সমর্থন করতে। এর আগে সোশাল মিডিয়ায় রসিকতায় মেতেছিলেন ম্যাথু ও হেডেন। গতবছর অ্যাসেজে জো রুট সেঞ্চুরি না করলে নগ্ন হয়ে হাঁটবেন। তখন গ্রেস রুটকে ট্যাগ করে ইনস্টাগ্রামে বিনীত আর্জি করেছেন, ‘প্লিজ জো রুট, একটা সেঞ্চুরি করো।’ রুট সেঞ্চুরি করায় সে যাত্রা বেঁচে যান হেডেন। পরে অবশ্য বাবাকে বকে দেন গ্রেস।

বেঙ্গালুরুতে ফুটবল ও ক্রিকেটের মেলবন্ধনঃ অনন্য এক ক্রীড়া সংস্কৃতির গল্প

ভারতের ক্রীড়াজগতে বেঙ্গালুরু শহরটি বরাবরই এক অনন্য স্থান দখল করে রয়েছে। এই শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের উন্মাদনা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট খেলার গণ্ডিতে আটকে নেই। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর ফুটবল এবং ক্রিকেটের এই মেলবন্ধনের এক অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে, যা এই শহরকে দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তুলেছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) এবং বেঙ্গালুরু এফসি (বিএফসি);এই দুই দলই যেন বেঙ্গালুরুবাসীর হৃদয়ের দুটি আলাদা স্পন্দন। একদিকে যেমন এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পর দর্শকরা বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়েন, ঠিক তেমনই শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সুনীল ছেত্রীদের পায়ের জাদুতেও একই রকম গর্জন শোনা যায়। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই দুটি স্টেডিয়ামের ভৌগোলিক নৈকট্য এই মেলবন্ধনকে আরও দৃঢ় করেছে। ক্রিকেট মরশুম চলাকালীন চিন্নাস্বামীর গ্যালারিতে যেমন লাল-কালো জার্সির বন্যা দেখা যায়, তেমনি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বা আইএসএল-এর সময় কান্তিরাভাতেও নীল জার্সিতে সেজে ওঠেন হাজার হাজার সমর্থক। এমনকি বহু সমর্থক আছেন যাঁরা এই দুই দলেরই সমান ভক্ত এবং নিয়মিত স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকেন। ‘ওয়েস্ট ব্লক ব্লুজ’-এর মতো ফ্যান ক্লাবগুলোও প্রমাণ করে যে ফুটবলের প্রতি তাদের আবেগ কোনো অংশে ক্রিকেটের চেয়ে কম নয়।

উইক END

নয়া জামানা

পাহাড়ের কোলে এক চিলতে মেঘের ঘর

এই গরমে ঘুরে আসুন শান্ত সবুজ কালিম্পং

লিখেছেন টিনা প্রামানিক

গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন সমতল পুড়ছে, চাতক পাখির মতো মন তখন খোঁজে একটুখানি ঠান্ডা হাওয়া, পাইন বনের ছায়া আর মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি। উত্তরবঙ্গের পাহাড় বলতেই সবার আগে মাথায় আসে 'পাহাড়ের রানি' দার্জিলিংয়ের নাম। কিন্তু দার্জিলিংয়ের চেনা ভিড়, গাড়ির হর্ন আর কোলাহল যদি আপনার ছুটির মেজাজটাই বিগড়ে দিতে চায় তবে আপনার জন্য আদর্শ আশ্রয় হতে পারে তার প্রতিবেশী জেলা কালিম্পং ।সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,১০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি শহরটি তার শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ, অর্কিডের সমাহার আর কাঞ্চনজঙ্ঘার মায়াবী রূপ নিয়ে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে সদা প্রস্তুত। ব্রিটিশ আমলের নস্টালজিয়া, তিব্বতি সংস্কৃতির ছোঁয়া আর লেপচা উপজাতির সরল আতিথেয়তা সব মিলিয়ে কালিম্পং এক অদ্ভুত জাদুনগরী। এই গরমে আপনার ছুটির দিনগুলোকে স্মরণীয় করে তুলতে কালিম্পং এবং তার আশেপাশের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলি নিয়ে সাজানো হলো এই বিশেষ ভ্রমণ ফিচার।

ব্রিটিশ ইতিহাস ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঃ কালিম্পং শহরের অন্দরে

কালিম্পং শহরের মূল আকর্ষণ লুকিয়ে রয়েছে তার শান্ত রাস্তা, প্রাচীন স্থাপত্য এবং পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গড়ে ওঠা ভিউ-পয়েন্টগুলোর মধ্যে। শহরে পা দিয়েই যে জায়গাগুলো আপনার তালিকায় রাখা আবশ্যিক, সেগুলি নিচে আলোচনা করা হলো

ডেলো হিল ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোমুখি

কালিম্পং শহরের সর্বোচ্চ বিন্দু হলো ডেলো হিল। প্রায় ৫, ৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো কালিম্পং শহর নিচে বয়ে চলা রুপোলি সুতোর মতো তিস্তা নদী এবং উপত্যকার এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার বিশাল রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে যা দেখার অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় ।ডেলো পাহাড়ের মাথায় রয়েছে একটি বিশাল এবং সুসংরক্ষিত পার্ক। সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া এই পার্কে বসে শুধু অলস সময় কাটানোই নয়, যাঁরা একটু রোমাঞ্চ পছন্দ করেন তাঁদের জন্য এখানে রয়েছে প্যারাগ্লাইডিংয়ের সুবর্ণ সুযোগ। মেঘের ওপর ভেসে বেড়ানোর সেই অনুভূতি সারাজীবন মনে রাখার মতো ।এছাড়া এখানে পর্যটন দপ্তরের একটি সুন্দর গেস্ট হাউসও রয়েছে।

ডুরপিন দারা ও জ্যাং ডগ পালরি ফোডং মঠ

শহরের অপর প্রান্তে অবস্থিত ডুরপিন দারা হিল। ডেলোর মতোই এখান থেকেও কালিম্পং শহর এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার প্যানোরামিক ভিউ পাওয়া যায়। তবে এই পাহাড়ের মূল আকর্ষণ হলো এর চূড়ায় অবস্থিত 'জ্যাং ডগ পালরি ফোডং' মঠ, যা সাধারণত ডুরপিন মঠ নামেই পরিচিত।১৯৭৫ সালে তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা নিজে এই মঠটির উদ্বোধন করেছিলেন। মঠের ভেতরে প্রবেশ করলেই এক অদ্ভুত মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ, প্রদীপের মৃদু আলো আর তিব্বতি স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন এই মঠের দেওয়ালে দেওয়ালে খোদাই করা রয়েছে। মঠের ওপর তলা থেকে চারপাশের উপত্যকা এবং ভারত-ভুটান সীমান্তের পাহাড়গুলোর দৃশ্য সত্যি দেখার মতো।

পাইন ভিউ নার্সারি ঃ ক্যাকটাসের স্বর্গরাজ্য

কালিম্পং তার রকমারি ফুলের জন্য বিশ্বখ্যাত বিশেষ করে অর্কিড এবং ক্যাকটাস। শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো 'পাইন ভিউ নার্সারি'। আপনি যদি গাছপালা নাও ভালোবাসেন তাহলেও এই নার্সারিতে এসে আপনি মন্ত্রমুগ্ধ হতে বাধ্য।

এখানে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মরুভূমি থেকে আনা প্রায় ১৫০০-রও বেশি প্রজাতির বিরল এবং বিচিত্র ক্যাকটাসের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে। কোনোটি দেখতে একদম গোল বলের মতো, কোনোটি আবার বিশালাকার গাছের মতো উঁচু। পাহাড়ের ঠান্ডা আবহাওয়াতেও কীভাবে এই ক্যাকটাসগুলো সগৌরবে বেঁচে রয়েছে তা সত্যিই এক বিস্ময়।

ডক্টর গ্রাহামস হোম ঃ শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যের ক্যাম্পাস

১৯০০ সালে স্কটিশ মিশনারি ডক্টর জন অ্যান্ডারসন গ্রাহাম কালিম্পং পাহাড়ে একটি অনাথ আশ্রম এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আজ 'ডক্টর গ্রাহামস হোম' নামে পরিচিত। প্রায় ৫০০ একর পাহাড়ি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শহরের মতো ।এর নিজস্ব খামার, চ্যাপেল (গির্জা), শতাব্দী প্রাচীন ঔপনিবেশিক আমলের চুন-পাথরের তৈরি ছাত্রাবাস এবং সবুজে ঘেরা রাস্তা আপনাকে ইউরোপের কোনো প্রাচীন শহরের কথা মনে করিয়ে দেবে। এখানকার শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ পর্যটকদের ভীষণ টানে।

মরগ্যান হাউস ঃ ভুতুড়ে রোমাঞ্চ ও হেরিটেজের মেলবন্ধন

কালিম্পংয়ের কথা হবে আর মরগ্যান হাউসের নাম উঠবে না তা হতেই পারে না। ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী জর্জ মরগ্যান এই পাথুরে বাংলোটি তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম দ্বারা একটি হেরিটেজ হোটেল হিসেবে পরিচালিত হয় ।পাইন এবং দেবদারু বনে ঘেরা এই বাংলোটির দেওয়ালে সবুজ লতাগুল্ম জড়িয়ে থাকে যা একে এক রহস্যময় রূপ দেয়। প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী, এই বাংলোটি নাকি 'ভুতুড়ে' বা হন্টেড ! তবে ভুতুড়ে তকমা ছাড়িয়ে এর আসল সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে এর স্থাপত্যে এবং লন থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যাস্তের দৃশ্যে। এখানে এক রাত কাটানো যেকোনো ভ্রমণপিপাসুর কাছে এক পরম প্রাপ্তি।

কোলাহলমুক্ত অফবিট ডেস্টিনেশন ঃ কালিম্পংয়ের পাহাড়ি গ্রামসমূহ

যদি আপনি শহরের ট্রাফিক এবং কংক্রিটের ছোঁয়া থেকে সম্পূর্ণ দূরে, প্রকৃতির আদিম রূপের মাঝে হারিয়ে যেতে চান তবে কালিম্পং জেলার অফবিট পাহাড়ি গ্রামগুলি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

লাভা ঃ পাইন বনের কুয়াশাঘেরা উপত্যকা

কালিম্পং শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে, ৭,০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত একটি ছোট্ট, শান্ত পাহাড়ি গ্রাম লাভা। কালিম্পংয়ের তুলনায় লাভা অনেকটাই ঠান্ডা। গ্রীষ্মের দিনেও এখানে হালকা গরম পোশাকের প্রয়োজন হতে পারে। লাভা মূলত বিখ্যাত তার ঘন পাইন, ফার এবং বার্চ বনের জন্য, যা সারাবছর কুয়াশায় ঢাকা থাকে ।লাভার মূল আকর্ষণ হলো 'লাভা মনাস্ট্রি' বা মঠ। শান্ত এই মঠের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের উপত্যকা দেখার আনন্দই আলাদা। এছাড়া লাভা হলো নিওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার, তাই অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য এই জায়গাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রিশপ ঃকাঞ্চনজঙ্ঘার সবচেয়ে কাছাকাছি

লাভা থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার ট্রেকিং পথ বা ৯ কিলোমিটার গাড়ির রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছানো যায় রিশপ। প্রায় ৮,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই গ্রামটিতে কোনো আধুনিক বিলাসবহুল হোটেলের ভিড় নেই রয়েছে শুধু কাঠের তৈরি সুন্দর সুন্দর হোমস্টে। রিশপের ইউএসপি হলো এর অবস্থান। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং তার সংলগ্ন পর্বতমালাকে এতটাই স্পষ্ট এবং বিশালাকার দেখায় যে মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। ভোরে যখন সূর্যোদয়ের প্রথম আলো কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফে পড়ে তখন পুরো পর্বতশ্রেণী সোনার মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। রাতে রিশপ থেকে নিচের নাথুলা পাস বা গ্যাংটক শহরের আলো দেখে মনে হয় যেন আকাশেরই এক ঝাঁক তারা মাটিতে নেমে এসেছে।

লোলেগাঁও ঃ হেরিটেজ ফরেস্ট ও ক্যানোপি ওয়াক

লাভা থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরেকটি জাদুকরী গ্রাম হলো লোলেগাঁও। এই গ্রামটি বিখ্যাত তার 'হেরিটেজ ফরেস্ট' বা প্রাচীন বনের জন্য। লেপচাদের এই জনপদে গাছপালার ঘনত্ব এতটাই বেশি যে বনের ভেতরে সূর্যের আলো সহজে প্রবেশ করতে পারে না ।লোলেগাঁওয়ের প্রধান আকর্ষণ হলো'ক্যানোপি ওয়াক'। ঘন অরণ্যের বড় বড় গাছের মাঝখানে মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে দড়ির তৈরি একটি ঝুলন্ত সেতু রয়েছে। এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাওয়ার এই ঝুলন্ত সেতু দিয়ে যখন আপনি হাঁটবেন আর নিচে থাকবে আদিম অরণ্য সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আপনার অ্যাড্রেনালিন রাশ বাড়িয়ে দেবে। এছাড়া এখানকার 'জেলেপ লা ভিউ পয়েন্ট' থেকে সূর্যাস্তের দৃশ্যও অসাধারণ।

পেডং ও রিশিখোলা ঃ সিল্ক রুটের ইতিহাস ও নদীর কলতান

কালিম্পং থেকে আলগাড়া হয়ে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পেডং। এটি প্রাচীন ভারত-তিব্বত সিল্ক রুটের একটি ঐতিহাসিক অংশ। পেডংয়ে রয়েছে প্রাচীন 'সাংচেন দোরজি মঠ' এবং ফরাসি মিশনারিদের তৈরি গির্জা। এখান থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত দামসাং ফোর্ট, যা লেপচা রাজাদের শেষ দুর্গ ছিল, যদিও আজ তা ধ্বংসাবশেষে পরিণত ।পেডং থেকে আরও কিছুটা নিচে নামলে সিকিম সীমান্তে অবস্থিত রিশিখোলা। 'খোলা' শব্দের অর্থ নদী। রেশি নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই উপত্যকাটি ইকো-ট্যুরিজমের জন্য বিখ্যাত। পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলা পাথুরে নদীর শব্দ, নদীর ওপরে কাঠের সেতু আর নদীর ধারেই তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্পিং শহুরে জীবনের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়ার জন্য এই এক জায়গাই যথেষ্ট। এখানে বসে নদী থেকে টাটকা মাছ ধরে বার্বিকিউ করার আনন্দই আলাদা।

অ্যাডভেঞ্চার ও বন্যপ্রাণের খোঁজে ঃ নিওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান

প্রকৃতি যাদের টানে এবং যারা বনের আদিম নিস্তব্ধতাকে ভালোবাসেন তাদের জন্য কালিম্পং জেলার সবচেয়ে বড় রত্ন হলো নিওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। ১৯৮৬ সালে একে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এটি পূর্ব ভারতের অন্যতম দুর্গম এবং জৈব-বৈচিত্র্যে ভরপুর একটি অরণ্য।

রেড পান্ডা এবং বিরল বন্যপ্রাণী

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই উদ্যানের উচ্চতা প্রায় ১,৫০০ ফুট থেকে শুরু করে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল উচ্চতার তারতম্যের কারণে এখানে চিরহরিৎ অরণ্য থেকে শুরু করে আলপাইন বন;সব ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। নিওরা ভ্যালির মূল অহংকার হলো অত্যন্ত বিপন্ন এবং কিউট দেখতে রেড পান্ডা । ভাগ্য ভালো থাকলে বাঁশ বনের আড়ালে এদের দেখা মিলতে পারে।

এছাড়াও এই ঘন জঙ্গলে বাস করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ক্লাউডেড লেপার্ড, হিমালয়ান কালো ভাল্লুক, এবং সুদৃশ্য কস্তুরী মৃগ।

পক্ষীপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য

পাখি দেখতে যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য নিওরা ভ্যালি এক স্বর্গলোক। এখানে প্রায় ৩০০-রও বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। যার মধ্যে রুফাস-নেকড হর্নবিল, স্যাটার ট্রাগোপান, কালচিং ফিঞ্চের মতো বিরল পাহাড়ি পাখির দেখা মেলে। জঙ্গলের বুক চিরে চলে যাওয়া ট্রেকিং রুটে হাঁটতে হাঁটতে নানা অচেনা পাখির ডাক আপনাকে এক অন্য দুনিয়ায় নিয়ে যাবে।

সংস্কৃতির কোলাজ ও সুস্বাদু পাহাড়ি রসনা

ভ্রমণ শুধু নতুন জায়গা দেখার নাম নয়, ভ্রমণ মানে সেখানকার মানুষ, সংস্কৃতি এবং খাবারকে জানা। কালিম্পং এদিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানকার সংস্কৃতিতে নেপালি, লেপচা, ভুটিয়া এবং তিব্বতি সংস্কৃতির এক সুন্দর মিশ্রণ দেখা যায়।

কালিম্পংয়ের বিখ্যাত খাবার

কালিম্পংয়ে এলে ডায়েটের কথা ভুলে গিয়ে জিভের স্বাদ গ্রন্থিগুলোকে একটু আরাম দেওয়া উচিত। এখানকার কিছু খাবার না খেলেই নয়

মোমো ঃ কালিম্পংয়ের থিন-স্কিনড (পাতলা আবরণের) চিকেন বা পর্ক মোমোর স্বাদ কলকাতার যেকোনো নামী রেস্তোরাঁকে টেক্কা দিতে পারে। সাথে দেওয়া ঝাল লঙ্কার চাটনি আর গরম সুপ পাহাড়ি ঠান্ডায় অমৃতের মতো লাগে।

থুকপা ঃ নুডলসের সাথে রকমারি সবজি বা মাংসের টুকরো দিয়ে তৈরি এই গরম সুপ শরীরকে নিমেষের মধ্যে চাঙ্গা করে তোলে।

কালিম্পং চিজ ও ললিপপ ঃ ডক্টর গ্রাহামস হোমের ডেয়ারি থেকে তৈরি লোকাল চিজ সারা ভারতে বিখ্যাত। এছাড়া এখানকার স্থানীয় ময়দা এবং দুধ দিয়ে তৈরি দুধের ললিপপ ছোটবেলার নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনবে।

দাল্লে খোরসানি ঃ এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ঝাল লঙ্কা। গোল গোল লাল রঙের এই লঙ্কার আচার কালিম্পংয়ের বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। ঝালপ্রেমীরা এটি সাথে করে বাড়ি নিয়ে আসতে পারেন।

শপিং গাইড ঃ রাজা বাজার

কালিম্পং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'রাজা বাজার'। এখান থেকে আপনি স্থানীয় হস্তশিল্প, তিব্বতি থাংকা পেইন্টিং, কাঠের তৈরি জিনিসপত্র, এবং গরম পোশাক কিনতে পারেন। এছাড়া কালিম্পংয়ের বিখ্যাত অর্কিডের চারা এবং স্থানীয় পাহাড়ি চা বাড়ি ফেরার আগে ব্যাগে পুরে নিতে ভুলবেন না।

কীভাবে যাবেন ও কোথায় থাকবেন?

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ কালিম্পং যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে খুবই সুগম।

বিমানে ঃ নিকটবর্তী বিমানবন্দর হলো বাগডোগরা। কলকাতা বা দেশের অন্যান্য প্রধান শহর থেকে নিয়মিত বিমান বাগডোগরা আসছে। বিমানবন্দর থেকে কালিম্পংয়ের দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগে ৩ থেকে সাড়ে ৩ ঘণ্টা।

ট্রেনে ঃ সবচেয়ে বড় এবং চেনা রেল স্টেশন হলো নিউ জলপাইগুড়ি। এছাড়া বর্তমান সময়ে সেবক-রংপো রেললাইনের কাজ চলায় যোগাযোগ আরও উন্নত হচ্ছে।এনজিপি থেকে কালিম্পংয়ের দূরত্ব প্রায় ৭৩ কিলোমিটার। স্টেশন থেকে প্রি-পেইড ট্যাক্সি বা শেয়ার গাড়িতে অনায়াসে কালিম্পং পৌঁছানো যায়।

গাড়ির রুট ঃ শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়ে তিস্তা নদীকে পাশে রেখে পাহাড়ি রাস্তা ধরে 'তিস্তা বাজার' হয়ে গাড়ি সোজা উঠে যায় কালিম্পং শহরে। পুরো রাস্তার জার্নিটাই অত্যন্ত মনোরম।

আবাসন বা থাকার জায়গা

কালিম্পংয়ে সব পকেটের পর্যটকদের জন্যই থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের বুকে রয়েছে বিলাসবহুল হোটেল, ব্রিটিশ আমলের হেরিটেজ বাংলো (যেমন মরগ্যান হাউস বা তাসি ডিলেক)। অন্যদিকে লাভা, রিশপ বা রিশিখোলার মতো অফবিট জায়গাগুলোতে থাকার জন্য রয়েছে চমৎকার সব হোমস্টে। এই হোমস্টেগুলোতে থাকলে একদিকে যেমন নামমাত্র খরচে পাহাড়ের আসল জীবনযাত্রাকে কাছ থেকে দেখা যায় তেমনই খাঁটি স্থানীয় পাহাড়ি মানুষের হাতের তৈরি ঘরোয়া খাবার এবং তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা মন ছুঁয়ে যায়।

কালিম্পং ভ্রমণের কিছু জরুরি টিপস

পাহাড়ে যাওয়ার আগে কিছু জিনিস মাথায় রাখা ভালো যাতে সফর আনন্দদায়ক হয়

১. পোশাকযদিও গরমকালে সমতলে তীব্র গরম থাকে, কালিম্পংয়ের আবহাওয়া কিন্তু মনোরম (১৫ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। তবে লাভা বা রিশপের মতো উঁচুতে রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা পড়ে। তাই সাথে অন্তত একটি হালকা জ্যাকেট, শাল বা চাদর অবশ্যই রাখবেন।

২. ওযুধপত্রপাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় অনেকেরই বমি বা মাথা ঘোরার সমস্যা হয়। তাই প্রয়োজনীয় ওষুধ সাথে রাখুন। এছাড়া ফার্স্ট এইড বক্স এবং মশার কামড় থেকে বাঁচার ক্রিম সাথে রাখা ভালো বিশেষ করে নিওরা ভ্যালি বা রিশিখোলা অঞ্চলের জন্য।

৩.নগদ টাকাপাহাড়ে অনেক সময় এটিএম কাজ নাও করতে পারে বা অনলাইন পেমেন্টে নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে। তাই পর্যাপ্ত নগদ টাকা সাথে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

৪.প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতাপাহাড় আমাদের ভালো রাখে, তাই পাহাড়কে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। প্লাস্টিকের বোতল বা চিপসের প্যাকেট যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলুন ।চার-পাঁচ দিনের একটা ছোট্ট ছুটি নিয়ে এই গ্রীষ্মেই বেড়িয়ে পড়ুন। কালিম্পং আপনাকে হতাশ করবে না। ডেলো পাহাড়ের সবুজ ঘাসে শুয়ে মেঘেদের ভেসে যাওয়া দেখা, ডুরপিন মঠের শান্ত পরিবেশে নিজেকে খুঁজে পাওয়া, আর কুয়াশাঘেরা পাইন বনের বুক চিরে রিশপের কাঠের ব্যালকনিতে বসে এক কাপ গরম চায়ে চুমুক দেওয়া এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই আপনার নাগরিক জীবনের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেবে।

কোলাহল বর্জিত, সবুজে মোড়া, শান্ত প্রকৃতির এই ডাক উপেক্ষা করা কঠিন। তাই আর দেরি না করে, এই গরমে আপনার ব্যাগ গুছিয়ে নিন আর ঘুরে আসুন হিমালয়ের কোলের এই ছোট্ট স্বর্গরাজ্য থেকে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।